তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সপ্তম কল্পের প্রথম ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র

অকারাদি বর্ণক্রমে সপ্তম কল্পের প্রথম ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৪। কলিগতাব্দ ৪৯৬৮। ১৯ চৈত্র মঙ্গল বার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম কল্প

প্রথম ভাগ।

বৈশাখ ১৭৮৯ শক।

২৮৫ সংখ্যা ৩৮ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ মরুতোদেবতা।

১০১২

১। পূর্বীভির্হি দদাশিম শরদ্ভির্মরুতো বয়ং। অবোভিশ্চর্ষণীনাং।

১। হে 'মরুতঃ' 'পূর্ব্বীভিঃ' বহ্বীভিঃ 'শরদ্ভিঃ' সংবৎসরৈঃ 'চর্ষণীনাং' সর্ব্বস্য দ্রষ্টৄণাং সর্ব্বজ্ঞানাং ভবতাং সম্বন্ধিভিঃ 'অবোভিঃ' রক্ষণৈর্যুক্তাঃ সন্তঃ 'বয়ং' 'দদাশিম' যুষ্মভ্যং হবীংষি দত্তবন্তঃ 'হি' যস্মাদর্থে। যস্মাদেবং তস্মাদিদানীং অপ্যস্মদীয়হবিঃস্বীকরণায়াগচ্ছতেত্যর্থঃ।

১। হে মরুদ্গণ। তোমরা সর্ব্বজ্ঞ। আমরা তোমারদিগের কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া তোমারদিগকে বহু বৎসর হবি প্রদান করিয়াছি। অতএব এক্ষণেও হবি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তোমরা আগমন কর।

১০১৩

২। সুভগঃ স প্রযজ্যবো মরুতো অস্তু মর্ত্যঃ। যস্য প্রযাংসি পর্ষথ।

২। হে 'প্রযজ্যবঃ' প্রকর্ষেণ যষ্টব্যাঃ 'মরুতঃ' 'সঃ' 'মর্ত্যঃ' মনুষ্যঃ যজমানঃ 'সুভগঃ' 'অস্তু' শোভনধনোভবতু। 'যস্য' যজমানস্য 'প্রযাংসি' হবির্লক্ষণান্নি অন্নানি 'পর্ষথ' আত্মনি সিঞ্চথ স্বীকুরুতেত্যর্থঃ।

২। হে অর্চ্চনীয় মরুদ্গণ। তোমরা যে যজমানের হবি গ্রহণ করিয়া থাক, সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী হউক।

১০১৪

৩। শশমানস্য বা নরঃ স্বেদস্য সত্যশবসঃ। বিদা কামস্য বেনতঃ।

৩। হে 'সত্যশবসঃ' অবিতথবলাঃ 'নরঃ' নেতারঃ মরুতঃ 'শশমানস্য' যুষ্মান্ স্তুতিভিঃ সংভজমানস্য 'স্বেদস্য' স্তাবকমন্ত্রোচ্চারণজনিতেন শ্রমেণ খিদ্যমানগাত্রস্য 'বেনতঃ' বেনতিঃ কান্তিকর্ম্মা। কাময়মানস্য। বা শব্দঃ সমুচ্চয়ে। এবম্ভূতস্য স্তোতুশ্চ 'কামম্' কামং অভিলাষং 'বিদা' বিদ লম্ভয়ত প্রযচ্ছতেত্যর্থঃ।

৩। হে মরুদ্গণ! তোমাদিগের বল বীর্য্য অব্যর্থ এবং তোমরা সকল কার্য্যের নেতা। যাঁহারা স্তুতিবাদ দ্বারা তোমাদিগকে ভজনা করিতেছেন এবং মন্ত্রোচ্চারণ-জনিত-পরিশ্রমে যাঁহাদিগের কলেবর ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে, তোমরা সেই সমস্ত প্রার্থী স্তোতাদিগের অভিলাষ পূর্ণ কর।

১০১৫

৪। যূয়ং তৎ সত্যশবস আবিষ্কর্ত্ত মহিত্বনা। বিধ্যতা বিদ্যুতা রক্ষঃ।

৪। হে 'সত্যশবসঃ' সত্যবলাঃ অন্যৈঃ অপ্রধৃষ্যবলাঃ মরুতঃ 'যূয়ং' 'তৎ' বৃত্রবধাদিষু প্রসিদ্ধং যুষ্মদীয়ং মাহাত্ম্যং 'আবিষ্কর্ত্ত' আবিষ্কুরুত প্রকাশযত। 'বিদ্যুতা' বিদ্যোতমানেন 'মহিত্বনা' তেন মহত্ত্বেন মাহাত্ম্যেন 'রক্ষ' অস্মাকং উপদ্রবকারিণং রাক্ষসাদিকং 'বিধ্যতা' বিধ্যত তাড়যত নাশযতেত্যর্থঃ।

৪। হে অধৃষ্যবল মরুদ্গণ! তোমরা সেই প্রসিদ্ধ মাহাত্ম্য প্রকাশ কর এবং সেই সুশোভন মাহাত্ম্য দ্বারা রাক্ষসাদি বিনাশ কর।

১০১৬

৫। গূহতা গুহ্যং তমো বি যাত বিশ্বমত্রিণং। জ্যোতিষ্কর্ত্তা যদুশ্মসি। ১। ৬। ১২।

৫। 'গুহ্যং' গুহাযাং শরীরান্তর্গতগুহারূপে হৃদযে ভবং 'তমঃ' তমরূপাজ্ঞানং তৎ 'গূহতা' গূহত বিনাশযত। 'অত্রিণং' পুরুষার্থস্যাত্তারং কামক্রোধাদিকং 'বিশ্বং' সর্ব্বং 'বিযাত' বিনির্গমযত 'যৎ' তৎ 'জ্যোতিঃ' পরতত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপং জ্ঞানং বযং 'উশ্মসি' কামযামহে প্রাণাপানাদিপঞ্চবৃত্তিরূপাঃ হে মরুতঃ তৎ 'কর্ত্তা' কর্ত্ত কুরুত। ১। ৬। ১২।

৫। হে মরুদ্গণ! তোমরা আমারদিগের হৃদয়স্থ অজ্ঞান রূপ অন্ধকার বিনাশ কর। পুরুষার্থ-নাশক কাম ক্রোধ প্রভৃতিকে নির্ব্বাসিত করিয়া দেও এবং পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকাররূপ যে জ্ঞান আমরা প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা তাহা প্রদান কর। ১। ৬। ১২।

বর্ষ-শেষের ব্রাহ্মসমাজ।

"অতীত কালে তাঁহার অজস্র প্রসাদ উপভোগ করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে নমস্কার করি।"

১ প্রকরণ ১৭ ব্যাখ্যান।

আজি আমাদের জীবনের এক বৎসর অবসন্ন হইতেছে; কেবল এই রাত্রিমাত্র অবশিষ্ট আছে। এই সম্বৎসর কাল অতীত হইয়া যেমন আমাদের পরমায়ুর পরিমাণ করিয়া দিতেছে, সেই রূপ আয়ু ও সৌভাগ্যের পরম কারণ পরমেশ্বরের অনন্ত মঙ্গল ভাবের সাক্ষ্য দান করিতেছে। আমাদের জীবনের এক এক বিন্দু তাঁহার অনুপম স্নেহরসে পরিপূর্ণ আছে। তাঁহার কিছুরই অভাব নাই; কেবল আমাদের অভাব সকল পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্তই তিনি অনবরত ব্যস্ত হইয়া আছেন। পিতার ন্যায়, মাতার ন্যায়, অকৃত্রিম বন্ধুর ন্যায়, নিরন্তর আমাদের মঙ্গল সাধনেই নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। কিসে আমাদের শরীর সুস্থ থাকে, মন প্রফুল্ল হয় এবং আত্মা শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করে, প্রতিনিয়ত তাহারই উপায়-সকল বিধান করিতেছেন। ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল ও রোগের ঔষধ, প্রচুর রূপে আয়োজন করিয়া দিতেছেন। চতুর্দ্দিকে সুখের সামগ্রী সকল সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। কি কর্ম্মক্ষেত্রে, কি আমোদ-গৃহে, কি নিদ্রাগারে, কি রোগ-শয্যায়, সর্ব্বত্রই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের দিকে আকর্ষণ করেন; বিপদে উদ্ধার করেন, নৈরাশ্যে আশা দেন ও মৃত্যুতে জীবন দান করেন। আমাদের মঙ্গল বিধানই তাঁহার আনন্দের কাজ। আমরা পাপ করিয়া পতিত হই, তিনি হস্ত ধরিয়া উদ্ধার করেন। আমাদের হৃদয়ে পাপ থাকুক, আর পুণ্যই থাকুক; সরলতা দেখিলেই তিনি তাহাতে প্রবেশ করেন এবং পবিত্রতা বিস্তার করিতে থাকেন। তিনি আপনাকে দান করেন ও আমাদিগকে গ্রহণ করেন, এই আদান প্রদানই তাঁহার প্রীতিকর ব্যাপার ও আমাদের চরিতার্থ হইবার উপায়। আমাদের উপরে তাঁহার স্নেহ-দৃষ্টি একবারও নিমীলিত হয় না। আমাদের প্রতি তাঁহার বিরাগ নাই, ঔদাস্য নাই, অবহেলা নাই। এ জগতে, তিনি প্রকৃতির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া প্রকৃতির

হস্ত দিয়া আপনার স্নেহের দান আমাদের নিকটে প্রেরণ করিতেছেন; প্রকৃতি তাঁহার বিশ্বস্ত পরিচারিকা। এবং তিনি অন্তরে, অতি নিকটে অবস্থান করিয়া স্বহস্তে আমাদের আত্মাকে লালন পালন করিতেছেন। আত্মা তাঁহার আনন্দের সৃষ্টি, যত্নের ধন ও প্রেমের আস্পদ। শিশু সন্তানের নিমিত্ত জননী যেমন ব্যস্ত হইয়া থাকেন, তাঁহার ভাব সেই রূপ; তাহা হইতেও অধিক, সে সুকোমল মাতৃ ভাবের উপমা নাই।

যাহারা কেবল এই জগতেই সঞ্চরণ করে, তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তাহারা আপনাদিগকে প্রকৃতির সন্তান বলিয়া জানে। চন্দ্র সূর্য্য, বায়ু বৃষ্টি, তরু লতা, পশু পক্ষী, এই সকলের সঙ্গেই তাহারা অবস্থান করে এবং ইহাদিগকেই সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া মানে; ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পায় না। আজি আমরা এখানে যে জন্য আসিয়াছি, তাহাদের নিকটে তাহার অর্থ নাই। তাহারা দেখে, দিন ও রাত্রি, পক্ষ ও মাস, ঋতু ও সম্বৎসর, কেবল তাহাদের পরমায়ুই হরণ করিতেছে। তাহারা ভাবে, তাহাদের সর্ব্বস্ব প্রকৃতির অন্ধ কার্য্যের উপর নির্ভর করিতেছে। এই জন্য তাহারা সমস্ত ঘটনাকে শঙ্কাকুল-চিত্তে নিরীক্ষণ করে। যখন তাহা তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুকূল হয়, তখন সুখী হয়, যখন প্রতিকূল হয়, তখন দুঃখ ভোগ করে। এই সুখ ও দুঃখ ব্যতীত তাহারা জীবন ধারণের আর কোন ফলই দেখিতে পায় না। সুতরাং তাহাদের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা এ জগৎকে অতিক্রম করিতে পারে না। বর্ষ-শেষ আপনা আপনি হইতেছে, তাহাতে আর তাহাদের কি। হে ঈশ্বর! তুমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিও না; সময়ে সকলেই তোমার পদানত হইবে। সেই সময়কে আনয়ন কর। তোমার পবিত্র স্থান তোমার কৃতজ্ঞ পুত্রগণ দ্বারা পরিপূর্ণ কর।

তিনি আমাদের করুণাময় পিতা ও ক্ষমাবান্ বন্ধু। আমরা তাঁহাকে দেখি আর নাই দেখি, তাঁহার স্নিগ্ধ দৃষ্টি আমাদের উপরে নিরন্তরই রহিয়াছে। আমরা ভ্রমে প্রমাদে ও মোহে অভিভূত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করি,—দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তিগণের বশীভূত হইয়া তাঁহার অবমাননা করি ও তাঁহার প্রেমাস্পদ সংসারের প্রতি অত্যাচার করিয়া অপরাধী হই। আমাদের দুর্ব্বিনীত আত্মা হয় তো কুৎসিত কামনায় অভিভূত হইয়া নরক ভূমিতেই লুণ্ঠিত হইতে থাকে,—আপনার অবস্থা ভুলিয়া যায়, ধর্ম্মের পথে কণ্টক দেয়, পাপ চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকে, অনাচারেই আমোদ পায় এবং অসাড় হইয়া পড়ে; কেন না পাপের পথ অতি বিস্তৃত, অতীব সুগম, প্রলোভন যথেষ্ট, যাত্রীর সংখ্যা অনেক ও উৎসাহ জীবন্ত দেখিতে পায়। যদিও পদে পদে প্রতিফল ও পরিণামে বিনাশ, তথাপি এমনি হতচেতন হয় যে জানিয়া শুনিয়াও ফিরিতে পারে না। আরও প্রগাঢ় উদ্যমের সহিত তাহাতে ধাবিত হয়। পাপের যে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা পাপের ফল না ভাবিয়া নৈপুণ্যের ত্রুটি বলিয়া বিবেচনা করে এবং সে যন্ত্রণা এড়াইবার নিমিত্ত, ঈশ্বরকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত, আপনার সর্ব্বনাশের নিমিত্ত, পাপাচারের নৈপুণ্য শিক্ষা করিতে যায়। তথাপি করুণাময় পরমেশ্বর কি আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন? আমরা যে পরিমাণে বিকার প্রাপ্ত হই, তিনি সেই পরিমাণে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া আমাদিগকে প্রকৃতিস্থ করেন। তিনি তো পিতামাতা হইয়া চিরকালই প্রতিপালন করিতেছেন; আবার দয়ালু চিকিৎসক হইয়া আত্মাকে মহাবিনাশ হইতে

রক্ষা করিতেছেন। আত্মা তাঁহার প্রসাদে পুনরায় চৈতন্য লাভ করে, আপনার বিপদ্ বুঝিতে পারে, ভীত হয়, ঈশ্বরের চরণে নত হইয়া ক্রন্দন করে ও দীন ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে। পতিতপাবন পরমেশ্বর তাহাকে শান্তি দান করেন। আত্মা তখন কৃতজ্ঞ হইয়া প্রণাম করে; প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করে, প্রীতি পুষ্প উপহার দেয় ও সখা বলিয়া আলিঙ্গন করিতে যায়। কি বাহিরে কি অন্তরে সর্ব্বত্রই তাঁহার আশ্চর্য্য করুণা দীপ্যমান দেখিতেছি। কি অন্ন পান পরিবেশন, কি সুখ সমৃদ্ধি বিতরণ, কি আত্মার উন্নতি সাধন, আমাদের কোন কার্য্যেই তাঁহার বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই।

এই সম্বৎসর কাল তিনি আমাদের শত শত কামনা পরিপূর্ণ করিয়াছেন। শত শত দুর্ঘটনা হইতে মুক্ত করিয়াছেন। প্রতিদিন কত সুখ স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতেছি; কত আরাম কত বিশ্রাম লাভ করিয়াছি; কত দুঃখে সান্ত্বনা পাইয়াছি; কত সংকটে ত্রাণ পাইয়াছি। সংসারের বিঘ্ন বিপত্তি দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া যখনি তাঁহাকে ডাকিয়াছি, আমাদের সকল দোষ—সকল অপরাধ যেন বিস্মৃত হইয়া তখনি অভয় ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়াছেন। আপনার জন্যে, পরিবারের জন্যে, অসহায় শিশুদিগের জন্যে, জীর্ণ শীর্ণ রোগিদিগের জন্যে, দুর্ভিক্ষ-জনিত শোচনীয় দুরবস্থার জন্যে, যখনি রোদন করিয়াছি, অনাথের নাথ বলিয়া যখনি রোদন করিয়াছি, তখনি আপনার সর্ব্বসন্তাপহারিণী মঙ্গল মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া সান্ত্বনা করিয়াছেন। হিতৈষীর দয়া, বন্ধুর সাহায্য ও সুবিজ্ঞের মন্ত্রণা যে বিপদের কিছুই প্রশমন করিতে পারে নাই; তাহা তাঁহার হস্তস্পর্শে একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। অমঙ্গলের অভ্যাসে রত হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছি; তিনি আপনার প্রাণদ জ্যোতি প্রদান করিয়া পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন। লোকে তাঁহার আলোকপূর্ণ পথ অন্ধকার করিয়া দিয়াছে; কেবল তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া অদ্যাপি জীবিত আছি। এখানে সুশীতল জল উত্তপ্ত হইয়া উঠে, জ্বলন্ত অনল নির্ব্বাণ হইয়া যায়; কেবল তাঁহারই নিকটে আরাম পাই। তাঁহার করুণা ব্যতীত একটি নিশ্বাসও নিশ্বসিত হয় নাই; এক বৎসরের করুণা কি প্রকারে গণনা করিব।

হে পরমেশ্বর! আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তোমাকে পূজা করিতে আসিয়াছি, কিন্তু আত্মা লজ্জা ও ভয়ে অভিভূত হইতেছে। আমরা যাহা চাই, তুমি তাহা প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিয়াছ। কিন্তু তুমি যাহা চাও; অমরা তাহা দিই নাই। তুমি আমাদের কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া আছ, কিন্তু আমরা তোমার কার্য্য করি নাই। তোমার অভাব নাই কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে তোমার বিরাম নাই। তুমি অবিরত কর্ম্ম করিতেছ; কিন্তু আপনি তাহার ফল গ্রহণ কর না; তাহা মুক্ত হস্তে আমাদিগকেই দান করিতেছ। আমাদের কর্ম্ম কাজ, পরিশ্রম ও ব্যস্ততা, কেবল সেই দান আনয়ন করিবার নিমিত্ত, কেবল সেই ফল গ্রহণ করিবার নিমিত্ত। তুমি আমাদিগকে প্রেম দানে একবারও বিরত হও নাই। পাপ তাপ নির্ব্বাণ করিয়াছ। শ্রী সৌন্দর্য্য বিধান করিয়াছ। আপনার ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়াছ। আমরা কত বার তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। তোমার প্রসাদে সমুদায় শুভ কামনা পূর্ণ হইয়াছে। তোমার অনুগ্রহেই সকল সংকট হইতে উদ্ধার পাইয়াছি। নাথ! অনিবার্য্য বিপত্তি কেবল তোমারই হস্তে নিবারিত হয়। দুর্ব্বহ শোকভার কেবল তোমারই বলে বহন করিতে পারি। হৃদয়-ভেদী যন্ত্রণা কেবল তোমাকে

দেখিলেই নিবৃত্ত হয়। আজি তোমারই কৃপায় তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের কৃতজ্ঞ হৃদয় গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ কর। ঈশ্বর! তোমার কার্য্যে আমাদের অনেক প্রকার ত্রুটি হইয়াছে। তোমার প্রতি আমাদের যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা যথোচিত সম্পাদন করিতে পারি নাই। তুমি আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। দেব! তুমি আমাদের অন্তর্যামী ও হৃদয়ের অধিপতি। আমাদের পাপ ও পুণ্য তোমার অগোচর নাই। তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি; আমাদের পাপ সকল ধ্বংস কর; তোমার পবিত্র জ্যোতি প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

২ বৈশাখ রবিবার ১৭৮৯ শক।

এই জগৎ-মন্দিরে—সুসজ্জীভূত জগৎমন্দিরে—যে মন্দিরের দিগ্বিদিক্ চন্দ্র-সূর্য্য রজত-কাঞ্চনে অহোরাত্র রঞ্জিত করিতেছে—এমন সৌন্দর্য্যময় শোভাময় জগৎ-মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া কেবল কি শূন্য দেখিয়া চলিয়া যাইব? আমরা যে অধিকারে অধিকারী, তাহার কি কণা-মাত্রও গ্রহণ করিব না? এই জগৎ-মন্দির কি শূন্য? জগতের নাথ কি এই জগন্মন্দিরে নাই? শূন্য মন্দিরের শোভা কোথায়? এই মন্দিরের দেবতাকে যদি না দেখিতে পাই, তবে ইহার শোভা কোথায়? শূন্য মন্দির দেখিবার জন্য আত্মা এখানে প্রসবিত হয় নাই। যে বস্তু চক্ষুর গোচর হয়, তাহাই কি বস্তু? তদ্ভিন্ন কি আর বস্তু নাই? আমরা যে অধিকার পাইয়াছি, তাহা চক্ষুর গোচর বস্তুতেই পর্য্যবসিত হয় না। আমরা কি মৃত হত-চেতন বস্তু দেখিবার জন্যই এই সুদুর্ল্লভ মানব আত্মা লাভ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি? চক্ষু কেবল হত-চেতন মৃত বস্তু-সকল, বালু-কণা-সকল, বড় হয় তো উপরের নক্ষত্র-সকল দেখিতে পায়। চক্ষুতে যাহা দেখা যায় না, কর্ণে যাহা শুনা যায় না; তাহা কি অনুভব করিতে পারি না? যদি না পারি, তবে আমাদিগকে ধিক্। ভগবদ্ভক্তেরা তাঁহার প্রসাদে জড়-রাজ্য ভেদ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পায়। তাঁহার মঙ্গল-জ্যোতির কিরণ সূর্য্যকে ভেদ করিয়া এখানে প্রকাশিত হইতেছে, তাহা ধারণ করিতে আত্মার অধিকার আছে। আত্মা ব্যাকুলতা-শূন্য হইয়া, শান্ত হইয়া, অজর অমর অশোক অভয় শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরকে দেখিতে পায়। আমারদের শরীর চক্ষুর গোচর, আত্মা তো চক্ষুর গোচর নয়; সেই আত্মা পরিমিত; কিন্তু আত্মার অন্তরে যিনি, তিনি অনন্ত। সেই অনন্ত দেবের এই মহিমা। "দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং।" চির কাল তাঁহার মহিমাতে জগৎ-সংসার ভ্রাম্যমান হইতেছে, আমারদের আত্মা তাহা অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। আত্মা যতক্ষণ তাঁর অনন্ত মহিমা অনুভব না করে, যতক্ষণ সে তাহা রসনা দ্বারা কীর্ত্তন না করে, যতক্ষণ সে পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম-কার্য্যে রত না হয়; ততক্ষণ তাহার তৃপ্তি নাই। তাঁর সত্য ভাব দেখিবার জন্য আত্মার স্পৃহা, তাঁর মঙ্গল ভাব ধারণ করিবার জন্য আত্মার স্পৃহা, তাঁর আদিষ্ট ধর্ম্মাচরণ করিবার জন্য আত্মার স্পৃহা। এই স্পৃহা দেব-স্পৃহনীয় স্পৃহা, এ স্পৃহা ঈশ্বর-প্রেরিত। এই আত্ম-স্পৃহা আমারদিগকে কল্যাণ-পথে রক্ষা করিতেছে। যদি এই স্পৃহা নির্ব্বাণ হয়, তবে আত্মার আর কি থাকে। আমরা কি শারীরিক ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তির জন্যই ব্যস্ত থাকিব, না আত্মার ক্ষুধা

শান্তির জন্য প্রপদ্যোপশান্তং শান্তং শিবমদ্বৈতং ঈশ্বরকে লাভ করিবার চেষ্টা করিব? আমরা স্বীয় আত্মাতে কি পরমাত্মাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিব না? হৃদয়ের স্বামী হৃদয়ে আইলেন, আর আমরা কি তাঁহাকে প্রীতি-কুসুম দিয়া অর্চনা করিব না? প্রভু কি আপনার গৃহে আপনি স্থান পাইবেন না? আমরা কি পাপ-মলা সঞ্চিত করিয়া তথা হইতে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিব? তাঁহার প্রীতি-গ্রহ চির কাল আমারদের উপর রহিয়াছে, আমরা কি তাঁহাকে প্রীতি-বিন্দুও দান করিব না? আমারদের এ কি মোহ! হে নাথ! সংসারের এই মোহ-অন্ধকার হইতে আমারদিগকে মুক্ত করিয়া তোমার দিকে লইয়া যাও—যেন পাপ-চিন্তা বিষয়-লালসা আর আমারদিগকে তোমা হইতে বিমুখ করিতে না পারে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের উপদেশ।

৩০ মাঘ বুধবার ১৭৮৪ শক।

ঈশ্বর-প্রসাদে আমারদের ব্রাহ্ম সমাজ ত্রয়স্ত্রিংশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া নূতন বৎসরে পদ নিঃক্ষেপ করিয়াছে। এই নব বর্ষের প্রারম্ভে, হে ব্রাহ্মগণ! তোমারদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য তোমরা কি কি উপায় অবধারিত করিয়াছ? নব উদ্যম নব উৎসাহের সহিত কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করিতে সমুৎসুক হইয়াছ। সকলে স্বীকার করিতে হইবে যে যাহাতে ব্রাহ্মেরা ব্রহ্মোপাসনা করিয়া আপনারদিগের আত্মার উন্নতি, ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি ও জগতের উন্নতি সাধন করিতে পারেন, সর্ব্ব প্রথমে তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নির্জ্জনে যেমন তাঁহাকে মুক্তিদাতা বলিয়া তাঁহাতে আত্মা সমাধান করিতে হইবে, তেমনি সমাজে আসিয়া সকলে মিলিয়া সেই পরম পিতার চরণে ভক্তির অঞ্জলি অর্পণ করিতে হইবে। রোগ বা বিপদ দ্বারা অক্ষম না হইলে পবিত্র হৃদয়ে প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত যেমন তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে, সেই রূপ রোগ বা বিপদ দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতি সপ্তাহে এই সমাজ-মন্দিরে সকলে ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ-রসে মিলিত হইয়া পরম পিতার উপাসনা ও তাঁহার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিতে হইবে। মনে করিয়া দেখ, যদি এখানে এক জন ব্রাহ্মও উপস্থিত না থাকেন, তবে ব্রাহ্মসমাজ কোথা? ব্রাহ্ম লইয়াই ব্রাহ্ম সমাজ। ব্রাহ্মেরা যেখানে উপাসনা করেন, তাহারই নাম ব্রাহ্মসমাজ। যদি ব্রাহ্মেরা আসিয়া এখানে উপাসনা না করেন, তবে ব্রাহ্মসমাজ ইহাকে কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? সময়ে সময়ে এখানে মহা সমারোহ হইয়া থাকে; উৎসব রজনীর শোভা দর্শন করিতে ও বক্তৃতা শুনিতে শত শত লোক সমাগত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মেরাও কি সেই রূপ দর্শকের ন্যায়, শ্রোতার ন্যায়, সময়ে সময়ে এখানে উপস্থিত হইবেন? যাঁহারা ব্রাহ্ম, তাঁহারা অবশ্য পরম পিতার উপাসনারই জন্য এস্থলে আগমন করিবেন। এ পবিত্র সমাজ কিসের জন্য? যাহাতে ব্রাহ্মেরা ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ-রসে মিলিত হইয়া পরম পিতার পূজা করিতে পারেন, ইহারই জন্য। নির্জ্জনে বসিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিলে আত্মার উন্নতি হয় বটে, কিন্তু যখন সমাজে সকল বন্ধুজনে মিলিয়া পরম পিতার অর্চনা করি, তখন সকলের প্রীতি-কুসুমে তাঁহাকে পূজা করিয়া জীবন সার্থক করি। নির্জ্জনে বসিয়া আত্মাতে তাঁহার পিতৃ ভাব উপলব্ধি করি, তাঁহাকে হৃদয়-নাথ বলিয়া পূজা করি, আবার এখানে একত্রিত হইয়া পরম পিতা বলিয়া তাঁহার উপাসনা করিলে

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি। ব্রাহ্ম হইয়া যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ব্রতী হইয়া থাকি, তবে অবশ্যই এখানে আসিতে হইবে। যদি না আসি, তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম কি প্রকার এ দেশে বদ্ধ-মূল হইবে? যদি প্রতি সপ্তাহে আমরা এখানে আসিয়া তাঁহার উপাসনা করি, তাঁহার নাম সংকীর্ত্তন করি, তাহা হইলে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সমাজ-বদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে ক্রমে আয়ত্তী-কৃত করিবে; অতএব সকলের চেষ্টা করা উচিত যে রোগ বা শোকে আ-ক্রান্ত না হইলে প্রতি সপ্তাহে এখানে আসিয়া পবিত্র হৃদয়ে তাঁহার উপাসনা করেন। আ-মারদের সকলের উচিত যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করি এবং আত্মাতে ঈশ্বরকে দর্শন করি। প্রতি ব্রাহ্মের যেমন উন্নত হওয়া আবশ্যক, তেমনি ভ্রাতায় ভ্রাতায় একত্রিত হইয়া ব্রাহ্ম দলের উন্নতি সাধন করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্ম সমা-জের নিকট আমরা যে কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ আছি, আমারদের সর্ব্বতোভাবে উচিত যে কায়মনোবাক্যে আমরা এই সমাজের উন্নতি সাধন করি। আমরা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রতি সপ্তাহে যে এখানে সম্মিলিত হই, ইহাই আমারদের প্রধান কর্ত্তব্য। হে পরমাত্মন্! আমারদের হৃদয়ে তোমার প্রীতি আরো প্রেরণ কর। নির্জ্জনে বসিয়া যেন আত্মাকে তোমাতে সমাধান করিয়া পবিত্র হই, আবার সকল ভ্রাতায় মিলে এই সমাজ-মন্দিরে তো-মাকে পরম পিতা রূপে যেন তোমার পূজা করি এবং মধুময় ব্রাহ্মধর্ম্মকে জগন্ময় প্রচার করি। তুমি এই ব্রাহ্মসমাজের নব বর্ষের প্রারম্ভে আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রেরণ কর, যেন নব উদ্যমে ব্রাহ্মধর্ম্মকে পালন করি। দিন দিন তোমাকে প্রার্থনা করিয়া আত্মাকে তোমার প্রতি উন্নত করি, প্রতি সপ্তাহে যেন এখানে আসিয়া তোমার নিকট প্রার্থনা করি, যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীময় প্রচারিত হয়।

তত্ত্ববিদ্যা।

ভোগ কাণ্ড।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মূল আদর্শ।

সৌন্দর্য্যের মূল-আদর্শ-সকল আমরা কোথায় অন্বেষণ করিয়া পাইতে পারি? বাহিরে, না অন্তরে, না একেবারে সেই অগাধ অন্তরতম প্রদেশে, সেই অজর অমর অভয় শান্তি-নিকেতনে—যাঁহার অমোঘ ইচ্ছার প্রভাবে জগৎ সংসারের প্রত্যেক সা-মগ্রীতে প্রেম অনর্গল পুঞ্জীভূত হইয়া অনুপম সৌন্দর্য্যে পরিণত হইতেছে? পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, জ্ঞানের মূল তত্ত্ব-সকলের পরম নিধান সত্য-স্বরূপ পরমে-শ্বর, ইহার সঙ্গে সঙ্গেই আসিতেছে যে সৌন্দর্য্যের মূল আদর্শ-সকলেরও তিনিই নিবাস নিকেতন।

ইত্যগ্রে আমরা বলিয়াছি যে জ্ঞানের সহিত ভাবের যোগ রক্ষা করিয়া চলাই আমাদের সঙ্কল্প; এই হেতু পূর্ব্বকার মূল তত্ত্ব-সকল অবলম্বন করিয়াই বর্ত্তমান বিষ-য়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। প্রথমে, প্রজ্ঞা-ঘটিত মূল তত্ত্ব-সকলের সহিত আমাদের অন্তঃকরণের ভক্তি কি রূপ সায় দেয়, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

আমরা যখন বুদ্ধি দ্বারা বিষয় উপলব্ধি করি, তখন আপনাকে জানিয়া বিষয়কে জানি; কিন্তু প্রজ্ঞা দ্বারা যখন আমরা পর-মাত্মাকে উপলব্ধি করি, তখন আপনাকে জা-নাইয়া তাঁহাকে জানিতে পাই—অর্থাৎ, ঈ-শ্বর আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে জানিতেছেন, তাঁহাকর্ত্তৃক আমরা সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞাত। এই প্রকার আমাদের আপনাদের ঐকান্তিক জ্ঞাত-ভাব অনুসারেই আমরা পরমেশ্বরকে

সর্ব্বজ্ঞ-রূপে অনুভব করি, জ্ঞাতৃ-ভাব অনুসারে নহে—আপন জ্ঞাতৃ-ভাব অনুসারে আমরা বিষয় সকলকেই জানিয়া থাকি। তাৎপর্য্য এই যে, অগ্রে আমরা জ্ঞাতা, পরে বিষয় সকল আমাদের নিকট জ্ঞাত হয়—ইহার বিপরীতে, অগ্রে আমরা ঈশ্বর সমীপে জ্ঞাত হই, পরে আমরা তাঁহাকে আত্মার সাক্ষী রূপে জানিতে পাই। এ বিষয়ে ভাবেরও ঐ রূপ পদ্ধতি—ঈশ্বরের চরণে অগ্রে আমরা ভক্তি পূর্ব্বক আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে নিবেদিত করিলে সেই সঙ্গেই আমরা তাঁহাকে ভক্ত-বৎসল রূপে হৃদয়ঙ্গম করত, তাঁহার অপার মাতৃ-স্নেহ-রূপ শান্তি-সুধা পানে পরিতৃপ্ত হই।

প্রজ্ঞা হইতে আমরা এই পাইতেছি যে পরমাত্মা একমেবাদ্বিতীয়ং পূর্ণ ও মূলাধার, এবং জগৎ দ্বৈতময় অপূর্ণ ও আশ্রিত। ঈশ্বরের সহিত যখন আমরা মুখ্যত আমারদের আত্মার যোগ হৃদয়ঙ্গম করি, তখন পাকত সমুদায় জগতের সঙ্গেও সেই যোগ প্রতীয়মান হইতে থাকে। ঈশ্বর যেমন আমাকে জানিতেছেন, সেই রূপ তিনি সমুদায় জগৎকে জানিতেছেন। তাঁহার জ্ঞানের বিষয়—অনন্ত জগৎ, তাহার মধ্যে আমি কেবল এক জন মাত্র; সমুদায় জগৎকে জানিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে জানিতেছেন।

এই রূপে যখন পরমাত্মার সহিত আমারদের আত্মার এবং সমুদায় জগতের সম্বন্ধ অনুভূত হয়, তখন কি রূপ আদর্শ আমাদের ভাবে অভ্যুদিত হয়?—ইহাই এক্ষণে অনুধাবন করিয়া দেখা যাইতেছে।

প্রথমতঃ—অন্তরে আমরা যত একের নিদর্শন পাই, আর বাহিরে যত অনেকের নিদর্শন পাই, এবং উভয়ের মধ্যে যত ঘনিষ্ঠ প্রেম-সম্বন্ধের নিদর্শন পাই; ততই আমারদের অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হয়। ইহার বিপরীতে, অন্তরে একতা নাই, বাহিরে বিচিত্রতা নাই, এবং অন্তর বাহিরের মধ্যে কোন যোগ নাই,—এ রূপ নির্জ্জীব ভাব দেখিলে আমারদের বড়ই বিরক্তি বোধ হয়। সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ—বহির্দৃষ্টি-সমক্ষে ইহারা কেমন অনির্ব্বচনীয় বিচিত্রতা প্রচার করিতেছে; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে দেখ, দেখিবে যে, উহারদের আকার অবয়ব গতি-বিধি এবং আর আর তাবৎ ব্যাপার, একই সার্ব্ব-লৌকিক নিয়মে নিয়মিত হইতেছে। তরু, শাখা, প্রশাখা, বৃন্ত, পত্রের শিরা, উপশিরা—বহির্দৃষ্টিতে ইহা কেমন বিচিত্র ব্যাপার; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে সহজেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উক্ত সমুদায় অবয়ব গুলি একই আদর্শে বিরচিত। এই রূপ, হস্তপদ ও শরীরের সমুদায় বিচিত্র অবয়ব সকলের মধ্যে, কাঙ্কালিক পণ্ডিতেরা এই এক প্রকার আশ্চর্য্য ঐক্যভাব অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছেন যে, মেরুদণ্ডের অস্থি-খণ্ড গুলির যেরূপ গঠন, সেই আদর্শ অনুসারে শরীরের আর সমুদায় অস্থি বিরচিত হইয়াছে। এই প্রকার আরও ভূরি ভূরি উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অতএব ভক্তির প্রথম মূল-আদর্শ এই যে, সকলের অন্তরতম পরমেশ্বর এক অদ্বিতীয় ভাবে মধ্যে বিরাজমান, চতুর্দ্দিকে জগৎ সংসার বহুধা বিচিত্র ভাবে বাহিরে বিরাজমান, এবং সকলের ভক্তি স্তুতি সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার দিকে বিনীত ভাবে নিয়োজিত হইয়া—তাঁহার প্রেম-প্রবাহে জগতের শ্রী আর এক কল্যাণতর শোভায় দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে। "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে।"

দ্বিতীয়তঃ—অন্তরে পূর্ণতা, বাহিরে অপূর্ণতা, এবং উভয়ের মধ্যে যত আমরা ঘনিষ্ঠ যোগের সঞ্চার দেখিতে পাই, ততই আমা-

দের ভাব পরিতৃপ্ত হয়। ইহার বিপরীতে, অন্তরে সর্ব্বাঙ্গীন ভাব নাই, বাহিরে অভাবাঞ্ছিত আবির্ভাব নাই, এবং উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই, ইহা ভাবের চক্ষে অতীব পীড়াজনক। বৃক্ষের অভ্যন্তরে কেমন একটি জীবনের ভাব আছে, এবং সেই জীবনের ভাব বাহিরে শাখা পত্র ফল ফুলে কেমন আশ্চর্য্য রূপে পরিকীর্ণ হয়; বৃক্ষের সহিত জীবন ভাবের এই রূপ সংযোগ থাকাতেই উহাতে আমরা একটি বিশেষ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া থাকি। কবির অন্তঃকরণ মধ্যে যে কোন একটি ভাব সর্ব্বাঙ্গীন রূপে অবস্থিতি করে, তাহারই ছায়াভাস বাহিরে কথঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়া এক খানি মনোহর কাব্যে পরিসমাপ্ত হয়। কিন্তু যদি এ রূপ হয় যে, কবির মনের ভাবটি সর্ব্বাঙ্গ-সমেত বাহিরে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইলে তাহাতে ইহাই সূচিত হয় যে, সে ভাব অতীব যৎসামান্য; কারণ, তাহা যদি তেমন গভীর হইত, তবে কখনই তাহাকে অন্তর হইতে একেবারে উন্মূলিত করিয়া আনা সাধ্য হইত না। উত্তম কাব্য, উত্তম চিত্র লেখা, উত্তম সঙ্গীত, ইহারদের এক আশ্চর্য্য রীতি—ইহারদের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে এই রূপ এক ক্ষোভ নিঃশ্বসিত হইতে থাকে যে, মনের কথা মনেই রহিল—তাহা কেমনে বাহিরে প্রকাশ হইবে; নতুবা, "তাবৎই প্রকাশ করা হইয়াছে—কিছুই অবশিষ্ট নাই" ইহাতে সঙ্কীর্ণ ঔদ্ধত্য ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, ভিতরে ভাবের সংস্থান থাকা সৌন্দর্য্যের পক্ষে যেমন আবশ্যক, বাহিরে অভাবের আকিঞ্চন থাকা এবং উভয়ের মধ্যে সংযোগ থাকা, ইহাও উহার পক্ষে তেমনি আবশ্যক। মনুষ্যের দেখ যে, পশুর তুলনায় তাহার অভাবের আয়তন কেমন সুবিস্তৃত, তাহার আন্তরিক তৃপ্তিও সেই অনুসারে সুগভীর। পরমাত্মার গভীরতম ভাব আমারদের জীবাত্মাতে কখনই সর্ব্বাঙ্গ সমেত আবির্ভূত হইতে পারে না। তিনি যতই কেন আমারদিগকে জ্ঞানে প্রেমে স্বাধীনতাতে পরিপূর্ণ করুন না, তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে আমরা যে অপূর্ণ, সেই অপূর্ণই থাকিব; আমরা চিরকালই তাঁহার নিকট হইতে অধিকতর সহবাসানন্দ প্রার্থনা করিব, এবং চির কালই তিনি আমারদের সেই প্রার্থনা পূরণ করিবেন,—তাঁহার সহিত আমারদের এই রূপ নিত্য সম্বন্ধ। অতএব ভক্তির দ্বিতীয় আদর্শ এই যে, সকলের অভ্যন্তরে পরমেশ্বর পূর্ণ ভাবে বিরাজ করিতেছেন, বাহিরে জগৎ অপূর্ণ ভাবে বিরাজ করিতেছে, এবং ভক্তি যোগে তাঁহার প্রতি সকাতরে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রসাদে সকলেই দিন দিন অধিকাধিক আধ্যাত্মিক শান্তি উপভোগে কৃতার্থ হইতেছে।

তৃতীয়তঃ;—অন্তরে স্বাধীনতা, বাহিরে পরাধীনতা, এবং উভয়ের মধ্যে যত ঘনিষ্ট যোগ দেখিতে পাওয়া যায়, ততই আমাদের ভাব পরিতৃপ্ত হয়। ইহার বিপরীতে, অন্তরে স্বাধীনতা নাই, বাহিরে নিয়ম-বদ্ধতা নাই, এবং উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা ভাবের চক্ষে অতীব নিন্দনীয়। আমরা ঈশ্বরের নিয়মাধীন হইয়া আপনার নিয়মে বর্ত্তিয়া আছি—এইটি আমাদের ভিতরের ভাব; নানা বিষয়ের অনুরোধে আমরা নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি—এইটি আমাদের বাহিরের ভাব; এবং বাহিরের নানা নিয়ম-সংকুল পরাধীনতা-ক্ষেত্রে আমাদের অন্তরের স্বাধীনতা অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইয়া, সেখানেও উহা স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্ব্বক মঙ্গল উৎপাদনে কৃতকার্য্য হইতেছে—এইটি উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ঘনিষ্ঠ

সম্বন্ধ-সূত্রের পরিচয় দিতেছে। এই রূপে আমাদের অন্তরের স্বাধীনতাকে আমরা যে পরিমাণে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বলবৎ করিতে পারি, সেই পরিমাণে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিস্থিতি-কর্ত্তৃত্ব বিষয়ের আভাস পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারি। অতএব ভক্তির তৃতীয় আদর্শ এই যে, পরমাত্মা একান্ত স্বাধীন রূপে সকলের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন, জগৎ কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলায় পরিবদ্ধ হইয়া বাহিরে বিরাজ করিতেছে, এবং সকলে ভক্তি সহকারে তাঁহার কার্য্যে উদ্যোগী হইয়া স্বাধীনতা লাভে দিন দিন কৃতকৃত্য হইতেছে।

এই যে কএকটি মূল-আদর্শের সন্ধান পাওয়া গেল, সকলের মধ্যে সার কথা—ঈশ্বরের ভজনা, কি না ভক্তি পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা। ঈশ্বরের প্রতি যখন আমাদের আত্মা তদ্গত-ভাবে আকৃষ্ট হয়, তখন তাঁহার সমীপে আমরা গণনার অযোগ্য, অকিঞ্চন, এবং একান্ত আশ্রিত—এই ভাবটি অবশ্যই আমাদের মনে প্রবল হইতে চায়; এবং যে পরিমাণে আমরা আপনারদিগকে ঐ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করি, সেই পরিমাণে আমরা ঈশ্বরকে সমুদায় জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা রূপে অনুভব করিতে সমর্থ হই—সেই পরিমাণে আমরা ইহা জানিয়া কৃতার্থ হই যে, যিনি পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ শক্তি, পূর্ণ মঙ্গল, তিনিই সমুদায় জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। ঈশ্বরের উপাসনা, রোগ শোক পাপ তাপ, সকলেরই মহৌষধ; ঈশ্বরের উপাসনাই আমারদের শান্তি-নিকেতন। যদি রোগ হইয়া থাকে, সেখানে যাও, আরোগ্য পাইবে; শোক হইয়া থাকে, সেখানে যাও, সান্ত্বনা পাইবে; ভয় হইয়া থাকে, সেখানে যাও, অভয় পাইবে; পাপ হইয়া থাকে, সেখানে যাও, ক্ষমা পাইবে; রোগ শোক ভয় পাপ, সেখানে ইহার কিছুই রহিবে না, সকল দুঃখই চলিয়া যাইবে। ঈশ্বরের উপাসনা, পরম পিতা পরম মাতা ও পরম বন্ধুর উপাসনা—অজ্ঞাত অপরিচিত উদাসীনের উপাসনা নহে। অতএব ইহা কি না সৌভাগ্যের বিষয় যে এমন ঈশ্বরোপাসনায় সকলেই আমরা অধিকারী।

ইতিহাস তত্ত্ব।

উদ্যোগ।

জগদীশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে সকলই বিচিত্র; কিন্তু সকলই কোন না কোন নিয়মের বশীভূত। এই বিচিত্রতা এবং নিয়ম তাঁহার সৃষ্টির চতুর্দ্দিকেই বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আমরা যাহা বিশৃঙ্খল মনে করি, তাহাও কোন না কোন নিয়মের বশীভূত। অস্থায়ী পরিবর্ত্তনশীল জগতের সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যেই একটি শৃঙ্খলা আছে, সকল বিষয়েরই একটি নিয়ম আছে, যাহা জানিতে পারিলে আমরা ঐ সকল পরিবর্ত্তনের যথার্থ ভাব অবগত হইতে পারি এবং সেই সকল বিষয় আবশ্যক মতে আপনাদের কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারি। যত কাল আমরা ঐ সকল নিয়ম না জানিতে পারি, তত কাল আমরা যদিও অন্ধের যষ্টি-স্বরূপ বাহ্য প্রকৃতিকে আপনার কর্ম্ম সাধন জন্য নিয়োগ করি; কিন্তু তাহার প্রকৃত তত্ত্ব সকল জানিতে না পারিয়া নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তিতে পতিত হই, এবং এই নিমিত্ত উদ্যোগ ঐ সকল নিয়ম আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হয়।

মনুষ্য উদ্যোগ-ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া যে কিছু কর্ম্ম করে, তাহা সকলেই স্বীয় উপকারের জন্য করিয়া থাকে; কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিয়া সেই সকল কর্ম্ম সাধন করে? পরীক্ষা ভিন্ন আমরা কোন প্রকারেই উদ্যো-

গের ফলপ্রাপ্ত হইতে পারি না। আমরা যখন পৃথিবীকে কর্ষণ করিয়া আপনারদের ভরণ পোষণের জন্য ধান্য প্রস্তুত করিতে যত্নশীল হই, তখন তাহার অগ্রে আমরা অবশ্যই জানিয়াছিলাম, ক্ষেত্র কর্ষণ করিলে ধান্য উৎপন্ন হইবে; কিন্তু ইহা কি আমরা সহজেই জানিতে পারিয়াছি, না পরীক্ষা দ্বারা আমরা ঐ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি ? পরীক্ষা, উদ্যোগের অস্ত্র-স্বরূপ। কৃষক না জানিয়াই এই পরীক্ষা অবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছে। নানা বিধ ব্যাপারের, নানা বিধ বিষয়ের সম্বন্ধ একত্রীভূত করিয়া তাহা হইতে একটি সত্য উদ্ভাবন করাকেই পরীক্ষা কহে। আমরা সততই এই পরীক্ষার দ্বারা নীত হইয়া কর্ম্ম করিতেছি—আমরা যে অগ্নিতে প্রবেশ করি না, সহজে উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইতে ইচ্ছা করি না, রোগ-মূল দ্রব্য সকল আহার করি না, ইহা সকলই পরীক্ষার প্রভাব। পরীক্ষা দ্বারা আমরা ঐ সকল কার্য্যে আমাদের বিঘ্ন বিপত্তি জানিয়াই তাহা হইতে বিরত হই। পরীক্ষা মনুষ্যের পরম উপকারী। মানব হৃদিস্থিত উদ্যোগ এই পরমোপকারী পরীক্ষা দ্বারা নীত হইয়া মানব জাতির উপকার সাধনে প্রবৃত্ত হয়, বাহ্য প্রকৃতিকে মানব জাতির উপকার সাধন জন্য নিয়োগ করে। বাহ্য প্রকৃতি অতি দুর্ভেদ্য, পরীক্ষা স্বরূপ অনুবীক্ষণ গ্রহণ পূর্ব্বক মনুষ্যগণ এই দুর্ভেদ্য বাহ্য প্রকৃতিকে তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিতে উদ্যোগী হয়। বাহ্য প্রকৃতির উপর পরীক্ষা-রূপ যন্ত্র নিক্ষেপ করিয়া মনুষ্য যে সকল ফল লাভ করিয়াছে, তাহা মনুষ্যের উপকার সাধনেই নিযুক্ত রহিয়াছে। মনুষ্য বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে নানা বিধ বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম দেখিয়া পরীক্ষা দ্বারা বাহ্য প্রকৃতির নানা ব্যাপারের ও নানা বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ অবলোকন করত তাহাদের মধ্যে মূল নিয়ম রূপ সত্য-সকল আবিষ্কার করিয়া তাহার সাহায্যে ঐ সকল বাহ্য প্রকৃতিকে আপনাদের কর্ম্ম-সাধনে নিযুক্ত করিয়াছে। পরীক্ষিত জ্ঞান-সকলের, পরীক্ষিত বিদ্যা সকলের ক্রমাগত উন্নতি হইবে। উদ্যোগ উন্নতির পথই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, উদ্যোগ ক্ষণ কালের নিমিত্তও এক স্থানে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না। উদ্যোগ পরীক্ষা শক্তির সাহায্যে মনুষ্যের শারীরিক ক্লেশের উপশম করিতেছে, রোগ-সকলের মূল ছেদন করিতেছে, পৃথিবীকে শস্য-শালিনী করিতেছে, অগাধ সমুদ্র মধ্যে বণিকগণকে অভয় প্রদান করিতেছে, আকাশ-স্থিত বিদ্যুৎ-মালাকে অবাধে পৃথিবীতে আনয়ন করিতেছে, তমসাবৃত রজনীতে দিবাকরের জ্যোতিঃ প্রদান করিতেছে।

মনুষ্য ইহার প্রভাবে অতলস্পর্শ রত্নাকর-গর্ভে প্রবেশ করে, আকাশে উড্ডীয়মান হয়, তমসাবৃত ভয়ানক ভুগর্ভ মধ্যে বসতি করে। কি আশ্চর্য্য ! আমাদের উদ্যোগ-ভাবের ফল এই যে শেষ হইল, এমতও নহে; উদ্যোগ পরীক্ষা-বলে মনুষ্যের অবস্থা ক্রমাগত উন্নতি করিবেই করিবে। যাহা অদ্য পাইবার জন্য আমরা ব্যাকুল হইতেছি, কল্য পরীক্ষার প্রভাবে তাহা আমাদের সহজ মনে হয়। আমাদের পিতামহগণের যাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ এবং সহজ মনে করিতেছি। এখন এই উদ্যোগের প্রভাব পৃথিবীর কোন্ স্থানে অধিক তাহা আবিষ্কৃত করা অত্যাবশ্যক। উদ্যোগের ভাব সকলেরই মনে নিহিত আছে বটে; কিন্তু এই ভাব পৃথিবীস্থ কোন্ জাতির মধ্যে ফলবতী হইয়া মনুষ্যের প্রকৃত হিত সাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে এবং কি কি কারণেই বা এ পৃথিবীর এক স্থানে উদ্যোগের বিশেষ স্ফূর্ত্তি এবং অন্য স্থানে তাহার অভাবে; তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

মনুষ্য সকল বিষয়ই সন্দেহ করিতে পারে বটে কিন্তু আমি আছি এই জ্ঞানটি সন্দেহ করিতে পারে না ; কেন না সন্দেহের সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ-কর্ত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ হইল। মনুষ্য আপনার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে পরিসীম মনে করে এবং পরিসীম মনে করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অপরিসীমের ভাব তাহার মনে জাগ্রৎ হয়; কেন না আমরা অপরিসীম না ভাবিলে সীমার ভাব কি রূপে প্রাপ্ত হইব। আমরা অপরিসীম-ভাব দ্বারাই সীমার ভাব প্রাপ্ত হই। যখনই আমি আপনাকে পরিসীমিত বলিয়া জানিতেছি, তখনই অপরিসীম হইতে আপনাকে সীমিত করিতেছি। সীমার ভাব অন্যের তুলনার সাপেক্ষ রাখে; আমরা যখন আপনাকে পরিসীমিত বলি, তখন আমরা আমাদের সহিত কাহার তুলনা দিই? সেই অপরিসীমের সহিত তুলনা দিই; অপরিসীম ও পরিসীমের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহারও ভাব সঙ্গে সঙ্গেই আবির্ভূত হয়। মনুষ্য আপনার নিকট ভাবনা দ্বারা যাহা কিছু প্রকাশিত করে, তাহা উপরোক্ত ভাব-সকলকে কখনই অতিক্রম করিতে পারে না; কেন না ভাবনা কখনই মনুষ্যের স্বভাব অতিক্রম করিতে পারে না। এই পৃথিবীর ইতিহাসের আলোচনা করিতে গেলেও তাহার মূলে এই সকল সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানব জাতির ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে তিন প্রকার কালের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এক কালের মনুষ্যেরা অপরিসীমের ভাব লইয়াই কার্য্য করিতেছে, দ্বিতীয় কালের লোকগণ পরিসীম ভাব গ্রহণ করিয়া তাহারই দ্বারা চালিত হইতেছে এবং তৃতীয় কালের লোকেরা পরিসীম এবং অপরিসীমের যে সম্বন্ধ তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য যেন জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই তিন কালের লোকগণ আপন আপন নির্দ্দিষ্ট ভাবের নানা রূপ ফল ও উদ্দেশ্য এবং ক্রমান্বয় দীপিত করিবার জন্যই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এই তিন ভাবের অগ্র-পশ্চাৎ কেন হয়, তাহাও আলোচনা করা অত্যাবশ্যক। মনুষ্যের ভাবনা—অপরিসীমের পরিসীমের ও পরিসীম এবং অপরিসীমের সম্বন্ধ—এই তিন ভাবকে অবলম্বন করিয়াই কার্য্য করে। মনুষ্য আপনার অস্তিত্ব জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে এই তিন ভাব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ভাবনা তাহাকে আর মনুষ্যের নিকট অস্পষ্ট থাকিতে দেয় না। এই তিন ভাবকে উজ্জ্বল-রূপে মনুষ্যের নিকট প্রতিভাত করিবার জন্য ভাবনা তাহারদিগকে পৃথক্-রূপে আলোচনা করিতে থাকে। কিন্তু ভাবনা কোন্ ভাবকে প্রথমে গ্রহণ করিবে, তাহা দেখিতে গেলে ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে মানবকৃত ভাবনা কখনই পরিসীম এবং অপরিসীমের সম্বন্ধ-ভাবকে প্রথমে গ্রহণ করিতে পারে না; কেন না দুই বস্তুর জ্ঞান উপলব্ধি না হইলে কখনই ঐ দুই বস্তুর সম্বন্ধ স্থির করা যাইতে পারে না। অতএব যখন অপরিসীম এবং পরিসীম ভাবের সকল দিক্ জানা হয় নাই, তখন ঐ দুই বস্তুর যে সম্বন্ধ-ভাব তাহা ভাবনা কি রূপে গ্রহণ করিবে? সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে পরিসীম এবং অপরিসীমের সম্বন্ধের ভাব প্রথমে ভাবনা কখনই আপনার অধীনে আনয়ন করিতে পারে না। এখন জানা আবশ্যক যে ভাবনা পরিসীমের কি অপরিসীমের ভাব অগ্রে গ্রহণ করিতে পারে? জীবাত্মা পরিসীম, পরমাত্মা অপরিসীম। ভাবনা দ্বারা জীবাত্মা বাহ্য প্রকৃতি হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া লয়। ভাবনা কাহাকে বলে? জীবাত্মা যে স্বাধীন তাহা জীবাত্মাকে কে বলিয়া দেয়? জীবাত্মা আপনা আপনি ভাবিয়া আপনার স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করে, ভাবনা যত

স্ফূর্ত্তি পাইবে, ততই জীবাত্মা আপনার স্বাধীনতা জানিবে। কিন্তু এই ভাবনার উন্নতি এক দিনের কর্ম্ম নহে, উন্নতি সময়ের অপেক্ষা করে। প্রথমে ভাবনা অতি দীন ভাবাপন্ন হইয়া আপনার কর্ম্ম করিতে থাকে। ভাবনা আপনার প্রথম কার্য্যেই অপরিসীমকে দেখিতে পায়, জীবাত্মা প্রথমেই অপরিসীম হইতে আপনাকে পরিসীমিত করে, পরিসীমের ভাব কখনই মানব প্রথমে ধারণ করিতে পারে না; সুতরাং ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে অপরিসীমের ভাবই মানবগণকে প্রথমে আচ্ছন্ন করে। এই অপরিসীমের ভাব উদিত হইবা মাত্র উহা মনুষ্যের হৃদয়কে একেবারেই মুগ্ধ করিয়া ফেলে। জীবাত্মা এই নিত্য, নির্ব্বিকল্প, অপরিসীমকে উপলব্ধি করিয়া চমৎকৃত হয়, আপনাকে সেই পূর্ণ আত্মার উপমায় অতি অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া সেই অপরিসীমের ভাব লইয়াই কার্য্য করিতে থাকে, জীবাত্মা সেই পূর্ণ পুরুষের ভাবেই পরিপূর্ণ হইয়া আপনার অস্তিত্বের প্রতিও অবজ্ঞা করে। মনুষ্য প্রথমে অপরিসীম ভাব লইয়াই কার্য্য করে, এই নিমিত্ত মানবজাতির ইতিহাসে প্রথমেই অপরিসীম ভাবের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পরিসীম ও অপরিসীম এবং পরিসীম ও অপরিসীমের সম্বন্ধ-ভাব যে প্রথম কালে একে বারেই বিনষ্ট হয়, তাহাও নহে; কেন না উক্ত ভাব-সকল মানব-হৃদয় হইতে উন্মূলিত হইবার নহে। ইহা দ্বারা কেবল এই মাত্র নির্দ্দেশিত হইতেছে, যে, মানবজাতির ইতিহাসের প্রথম কালে অপরিসীমের ভাবই প্রবল থাকে; কেন না মানবগণ প্রথমেই অপরিসীমের ভাব উপলব্ধি করে ও উপলব্ধি করিয়া তাহারই বশীভূত হইয়া কার্য্য করে।

যেখানে অপরিসীমের ভাব রাজত্ব করে, সেখানে উদ্যোগ কখনই স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। যেখানে মনুষ্য আপনাকে অকিঞ্চিৎকর মনে করে, আপনার স্বাধীনতা ও শক্তি অনুভব করিতে না পারে; সেখানে উদ্যোগের ভাব অতি ম্লান হইয়া অবস্থিতি করে। যেখানে মানবগণ এই জীবনকে স্বপ্ন-বৎ ও আপনাকে ছায়া মাত্র মনে করে, সেখানে উদ্যোগকে বৃথা বোধ হয়। উদ্যোগ মনুষ্যের অবস্থাকেই উন্নত করিয়াছে; কিন্তু যে কালের মনুষ্য আপনাকেই অকিঞ্চিৎকর মনে করে, সে কালের মনুষ্য আপনার অবস্থাকে উন্নত করিতে কখনই যত্নশীল হয় না। মানব প্রকৃতির আলোচনা দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, প্রথমে মনুষ্য অপরিসীম ভাবের বশীভূত হইয়া কার্য্য করে; এবং যেখানে অপরিসীম ভাবের প্রাধান্য, সেখানে উদ্যোগের ভাব স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। এখন দেখা আবশ্যক যে ইতিহাসও কি এই রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছে? মানব-স্বভাব আলোচনায় যে সত্য লাভ করিতেছি, মানবদিগের ইতিহাসও কি তাহাতে সম্মতি প্রদান করিতেছে?

থিওডোর পার্কর।

২৮৩ সংখ্যক পত্রিকার ২৩২ পৃষ্ঠার পর

মনুষ্যের আন্তরিক বৃত্তি সমুদায় পৃথক ভাবে উদ্রিক্ত হয় না। কোন এক বৃত্তির উদ্রেক হইলে তাহার সহিত অন্যান্য বৃত্তিও স্ফুরিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম প্রবৃত্তির নিয়মও এই রূপ। মনুষ্যের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি যখন উদ্রিক্ত হয়, তখন অন্যান্য বৃত্তিও তাহার সহিত কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত বৃত্তিকে কার্য্য কালে হয় ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অনুকূল না হয় প্রতিকূল হইতে দেখা যায়। ইহা নিশ্চিত যে, বুদ্ধি বৃত্তি ও নীতি প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য ভাব

থাকিলেই মনুষ্যের প্রকৃত ধর্ম্ম-ভাব উপলব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু বুদ্ধি বৃত্তি ও নীতি প্রবৃত্তি যদিও অপরিচালিত ও অপরিষ্কৃত থাকে, তথাচ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রসুপ্ত থাকে না। সে অবশ্যই তারতম্যানুসারে আপনার শক্তি প্রকাশ করে। ঐ দুই বৃত্তির সহিত ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির সংযোগ আছে বলিয়াই উহা জ্ঞান বা অজ্ঞানতা, আশা বা ভয়, প্রীতি বা ঘৃণার সহিত জড়িত হইয়া থাকে। যে স্থানে বুদ্ধি ও নীতির অবস্থা উৎকৃষ্ট, সে স্থলে ধর্ম্মের সহিত জ্ঞান, আশা ও প্রীতি বিকসিত হয় এবং যে স্থলে বুদ্ধি ও নীতি নিতান্ত কলুষিত ভাবে থাকে, তথায় ধর্ম্মের সহিত অজ্ঞানতা, ভয় ও ঘৃণার প্রাদুর্ভাব হয় সন্দেহ নাই। মানব জাতির ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে ধর্ম্ম সকল সময়েই মনুষ্যের অবস্থার মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে। যদি মানবজাতির অবস্থা নিকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকে না। ইহা সত্য যে স্বয়ং ধর্ম্মের কোন কালে কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয় না; কিন্তু মনুষ্যের বুদ্ধি ও নীতির অবস্থানুসারে সেই ধর্ম্মকে অভিব্যক্ত করিবার প্রণালী কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম তিন প্রকারে মনুষ্যের প্রতি শক্তি প্রকাশ করে।

প্রথমত, ধর্ম্ম অনভিজ্ঞতা ও ভয়ের সহিত মিশ্রিত হইয়া কুসংস্কার উৎপাদন করে। এই কুসংস্কারই মনুষ্যের নীচতা ও অপকর্ষের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। ঈশ্বরের প্রতি ভয় মনুষ্যের কুসংস্কার। প্লুটার্ক কহেন যে কুসংস্কার নাস্তিকতা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। কিন্তু কুসংস্কার যে পরিমাণে বিস্তীর্ণ হয়, নাস্তিকতা সে পরিমাণে বিস্তার প্রাপ্ত হয় না এবং কুসংস্কার হইতে যেমন সংসারে নানা প্রকার কার্য্য উৎপন্ন হয়, নাস্তিকতা হইতে সে রূপ হয় না; নাস্তিকতা কেবল লোকের মনে আবদ্ধ হইয়া থাকে। কুসংস্কার মানব-প্রকৃতির একটি বিকৃত অবস্থা; ইহার প্রভাবে ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ইহা স্থির নিশ্চয় যে, প্রকৃত প্রীতি ভয়কে বিদূরিত করে এবং প্রকৃত ভয় প্রীতিকে উন্মূলিত করিয়া দেয়। কুসংস্কারাবিষ্ট লোকেরা ঈশ্বরকে প্রীতি না করিয়া কেবল ভয় করিয়া থাকে। যেমন একটি অল্পবয়স্ক বালক অতি গভীর তামসী নিশায় ভীতচিত্তে বাহ্যে নানা প্রকার কল্পনা করত গমন করে, কুসংস্কারাবিষ্ট লোকও সেইরূপ। উহারা অসৎ পদার্থ কল্পনা বলে প্রস্তুত করিয়া তাহাকেই ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ঈশ্বর নিষ্ঠুর উচ্ছৃঙ্খল বৈরনির্য্যাতন-প্রিয় ও রুক্ষস্বভাব; তিনি উচ্ছৃঙ্খল দিগের নিমিত্ত দণ্ড উদ্যত করিয়া আছেন, এবং তাঁহাকে ভয় করা কর্ত্তব্য; কুসংস্কারাবিষ্ট লোকেরা ঈশ্বরের স্বরূপ ভাব এই রূপেই ব্যক্ত করিয়া থাকে। যে সমস্ত কার্য্য ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করে, এইরূপ ঈশ্বরের নিমিত্ত সেই সকল কার্য্যানুষ্ঠান করাই ইহাদিগের উদ্দেশ্য। ইহারা মনুষ্যে পূর্ণতা আরোপ করিয়া সেই মনুষ্যের ভাবে ঈশ্বরকে দেখে। ঈশ্বরের বিশুদ্ধ ভাবকে মনুষ্যের অবিশুদ্ধ ভাব দ্বারা কলুষিত করিয়া দেয়। ইহারা আপনার প্রবৃত্তি অনুসারে এই ঐশিক ভাবকে সময়ে সময়ে পরিবর্ত্ত করিয়া থাকে। এই সকল কুসংস্কার পরতন্ত্র মনুষ্যেরা ভয় ও মোহ বশত এক নূতনবিধ সৃষ্টি কল্পনা করে এবং কল্পিত ঈশ্বরের তুষ্টি সম্পাদনার্থ নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর মনুষ্যের আত্মাতে যে সমস্ত বিষয় মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা

উল্লঙ্ঘন ও কল্পিত ঈশ্বরের অনুমোদিত বলিয়া কতগুলি অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। উহারা যে সমস্ত বিষয় আপনাদিগের প্রিয় বোধ করে, ঈশ্বরকে তাহাই প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। এই শ্রেণীর অসভ্যেরা পশুমাংস পশুচর্ম্ম এবং কৃষিজাত নানা প্রকার দ্রব্য ঈশ্বরকে উপহার দিয়া থাকে। উহারা এই রূপ বিবেচনা করে যে মনুষ্য ক্রোধ-পরবশ হইলে বিবিধ উপায় দ্বারা তাহাকে যেমন শান্ত করিতে পারা যায়, সেই রূপ ঈশ্বর ক্রোধান্ধ হইলে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি নানা প্রকার উপায়ে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করা যাইতে পারে।

কুসংস্কার-পরতন্ত্র মনুষ্য ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশে নানা প্রকার অপ্রাকৃতিক কার্য্য করিয়া থাকে। যে কার্য্য সাধন করা নিতান্ত অসম্ভব, ঈশ্বরের উদ্দেশে সে তাহাই করিতে প্রস্তুত হয় এবং বহুবিধ বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়াও তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার চেষ্টা পায়। সে ঈশ্বরের নিমিত্ত অতি কঠোর অনসন ব্রত ধারণ করে; বিশ্রাম এককালে পরিত্যাগ করিয়া থাকে; জন-শূন্য অরণ্যে গিয়া জীবন অতিবাহন করিতে প্রস্তুত হয়; অতি জঘন্য পরিচ্ছদ পরিধান করে; নিতান্ত অসুখ-কর স্থানে নিরবচ্ছিন্ন দণ্ডায়মান থাকে; গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে বাস ও স্তম্ভের উপর স্থির ভাবে অবস্থান করে; জটাভার ও দীর্ঘ শ্মশ্রু ধারণ এবং দেহে ভস্মাদি লেপন করিয়া থাকে; কখন কখন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের কঠোর কিরণে, কখন বা দুঃসহ শীতে অনাবৃত দেহে অবস্থান করে; কখন নির্দয় ভাবে শরীরের মাংস ছেদন এবং সূচি দ্বারা দেহে দেবগণের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া থাকে; যে সমস্ত অঙ্গ নিতান্ত উপযোগী, অক্লেশে তাহা ছেদন করে; কখন পশু কখন শত্রু কখন বা প্রাণসম পুত্রকেও বলি প্রদান করিয়া থাকে; শরীরের মধ্যবর্ত্তী অতি পবিত্র মন্দির আত্মাকে কলুষিত এবং ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশে আপানার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে। কিন্তু মনুষ্যের অবস্থা যখন অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হয়, তখন কুসংস্কার আর এক প্রকারে শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। তখন মনুষ্যেরা ঈশ্বরের নিমিত্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর ভোগ্য দ্রব্য পরিত্যাগ করে। উহাদের এই রূপ বিশ্বাস হয় যে, সুখ মাত্রই অনৈশিক পদার্থ। ঈশ্বর যে ক্ষুধা দিয়াছেন, তাঁহার প্রীতির উদ্দেশে সেই ক্ষুধাকে বিনষ্ট করা আবশ্যক। এই নিমিত্ত এই শ্রেণীর লোকেরা প্রীতিকর পান ও আহারে বিরত হইতে অভ্যাস করে। পরিচ্ছদ ধারণের কিছুমাত্র স্পৃহা রাখে না। সমস্ত রাত্রি জাগরণ-ক্লেশে অতিবাহিত করিয়া থাকে। যিনি ঈশ্বর-পরায়ণ হন, শরীরকে কঙ্কালময় ও মাংস-শূন্য করা যেন তাঁহার একটি ব্রত হইয়া উঠে এবং তিনি বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ বলিয়া অনুমান করেন। ইহাদিগের বিশ্বাস এই যে মনে মনে যতই কেন সাংসারিক অভিলাষ থাকুক না, তাহা প্রকাশ না করাই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন। ইহারা ঈশ্বরের উদ্দেশে নানা প্রকার স্বেচ্ছাকৃত ব্রত পালন করিয়া থাকে এবং বহু প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া অতি দুর দেশে তীর্থ পর্য্যটনার্থ গমন করে।

সংস্কৃত সাহিত্য।

২৮৪ সংখ্যক পত্রিকার ২৪৪ পৃষ্ঠার পর।

স্বদেশ-মধ্যে অতি প্রাচীন কালে দেবগণের স্তুতিবাদ-পূর্ণ যে সমস্ত পদ্য গ্রন্থ প্রস্তুত হয়, লোকে তৎসমুদায়কে অপৌরুষেয় বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। বেদের মন্ত্রভাগ উক্ত

লক্ষণাক্রান্ত, কিন্তু ব্রাহ্মণভাগ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহার অধিকাংশই গদ্য এবং ইহা মন্ত্র ভাগ অপেক্ষা আধুনিক; তথাচ হিন্দু সমাজ ইহাকে শ্রুতি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই বোধ হয়, যে শ্রুতি নাম নির্দ্দেশ বিষয়ে গদ্য পদ্যের কিছুমাত্র ব্যবস্থা নাই, ধর্ম্ম গ্রন্থই শ্রুতি নাম প্রাপ্তির কারণ। এই নিমিত্ত যে ব্রাহ্মণ ভাগ ব্রাহ্মণগণের প্রভুত্ব ও অধিকার বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছে, যদিও উহা মন্ত্র ভাগ অপেক্ষা আধুনিক, তথাচ ইহাকে শ্রুতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভারতবর্ষবাসী ঋষিগণ যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিয়া থাকেন যে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এক সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল। তাঁহাদিগের এই বাক্য যদিও তাদৃশ সঙ্গত বোধ হয় না, কিন্তু সূত্র ও অন্যান্য ব্যাবহারিক গ্রন্থ অপেক্ষা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ যে বহুকাল পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করা কর্ত্তব্য। যে স্থলে পবিত্র গ্রন্থের সূত্র প্রস্তুত হয়, তথায় প্রাচীন গ্রন্থের সহিত আধুনিক গ্রন্থ মিশ্রিত হওয়া অসম্ভব নহে; মন্ত্র কল্পের সহিত ব্রাহ্মণ কল্পের মিশ্রণই তাহার নিদর্শন। কিন্তু যে অংশ উৎকৃষ্ট ও অতি প্রাচীন, তাহা কি নিমিত্ত ঐ শ্রুতি হইতে স্বতন্ত্র করা হয় এবং কি নিমিত্তই বা তাহাকে আধুনিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে ইহাই বোধ হয় যে ঐ পরিত্যক্ত অংশে এমন কিছু শাসন আছে, যাহাতে কোন পক্ষের স্বার্থের বিশেষ হানি হইতে পারে। মহর্ষিগণ সূত্রকে শ্রুতি মধ্যে গণনা করেন নাই। সূত্রগ্রন্থ বিলক্ষণ প্রাচীন বিশুদ্ধ ও সারবৎ। কিন্তু সূত্র গ্রন্থে সাধারণের গ্রাহ্য হইতে না পারে এমন কিছুই নাই। সূত্র গ্রন্থ ব্রাহ্মণ ও মন্ত্র অপেক্ষা আধুনিক ইহা সত্য কিন্তু ইহার এই আধুনিকতা-দোষ সহ্য করিয়া যে কারণে অন্যান্য গ্রন্থ শ্রুতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, সেই কারণ থাকিতে ইহাকে যে কি নিমিত্ত শ্রুতি নাম হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারি না। মন্ত্রের বহুকাল পরে যে ব্রাহ্মণ প্রস্তুত হইয়াছিল, মহর্ষিরা ইহা অবশ্যই জানিতেন, তথাচ তাঁহারা মন্ত্রের ন্যায় ইহাকে শ্রুতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মণ ভাগের আধুনিকতা-দোষ সংবৃত করিবার নিমিত্ত মন্ত্র যে সময়ে ব্রাহ্মণও সেই সময়ে প্রস্তুত হইয়াছে, এই কল্পও করিয়াছেন; ইহা দ্বারাই বোধ হইতেছে যে সূত্রকে শ্রুতি নাম প্রদান না করিবার বিষয়ে তাঁহাদিগের বিশেষ গূঢ় কোন কারণ থাকিতে পারে।

একখানি সংহিতাকে অপৌরুষেয় বাক্য বলা এবং তাহাকে নিরপেক্ষ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা, হয় অবস্থানুরোধ, না হয় কোন ফলানুরোধ ভিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু ভারতবর্ষে ফলানুরোধই বলবৎ বলিয়া বোধ হয়। পাছে অন্য কোন সংস্কৃত ধর্ম্ম প্রবেশাধিকার লাভ করে, এই ভয়ে মহর্ষিগণ গ্রন্থ বিশেষকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, বস্তুত কাল সহকারে তাহাই ঘটে। এই ভারতবর্ষে এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয় এবং যে ধর্ম্ম অপৌরুষেয় বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অটল ভাবে আধিপত্য করিতে ছিল, ঐ নবাগত ধর্ম্ম তাহাকে এক কালে শ্রীহীন ও মলিন করিয়া ফেলে। দূরদর্শী মহর্ষিগণ এই বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত প্রাচীন ধর্ম্মের বিবাদ ঘটিবার পূর্ব্বেই শ্রুতি ও স্মৃতির সম্যক বিভাগ কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং এই বিভাগ নির্দ্দিষ্ট ছিল বলিয়া এই ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনে কৃতকার্য্য হন।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অপৌরুষেয় বাক্য, ইহার বিরুদ্ধে বুদ্ধি বৃত্তি পরিচালনা নিতান্ত অযৌক্তিক, এই বিশ্বাসটি লোকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই অপৌরুষেয় বাক্য প্রমাণ স্থলে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণেরা যতটা আধিপত্য লাভ করিতে পারিয়া ছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিলেই তাহা অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। ব্রাহ্মণেরা অন্যান্য ঋষিবাক্য অপেক্ষা শ্রুতি-প্রমাণ যাহাতে সর্ব্ব-সাধারণের গ্রাহ্য হয়, তদ্বিষয়েই বিশেষ যত্ন করিতেন। পদার্থ বিদ্যার স্থল বিশেষে তাঁহারা বিলক্ষণ স্বাধীনতা দিতেন। পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতের মধ্যে যদি কেহ যে কোন প্রকারে হউক, বেদের অবিরুদ্ধে কোন মত স্থাপন করিতে পারিতেন এবং অন্যে যদি বেদের সহিত একবাক্যতা রাখিয়া ঐ মতের সম্পূর্ণ বিপরীত আর একটি মত প্রচার করিতেন, ব্রাহ্মণদিগের তাহাও অনায়াসে সহ্য হইত। প্রত্যক্ষ ও অনুমান ব্যতীত শ্রুতিও জ্ঞান লাভের মূল, এইটি স্বীকার করিলে তাঁহারদিগের আর কোন আপত্তি উপস্থিত হইত না। কিন্তু শাক্য মুনি বুদ্ধকে যে তাঁহারা কটু দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া ছিলেন, তাহার বিশেষ কারণ আছে। বুদ্ধের মত কপিলের মতের সহিত অনেকাংশে তুল্য। এই বৌদ্ধ মত ব্রাহ্মণ দিগের তত অসহ্য হয় নাই; কিন্তু শ্রুতি তাঁহাদিগকে যে অধিকার প্রদান করিতেছে, তাহার প্রতি বুদ্ধের হস্তক্ষেপ করাতে পরম্পরা সম্বন্ধে শ্রুতির উপরেও তাঁহার হস্ত ক্ষেপ করা হয়, এই জন্য তাঁহারা যার পর নাই বিরক্ত হইয়া বুদ্ধকে ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট বলিতেন।

বুদ্ধ ক্ষত্রিয়-পুত্র*। তিনিই যে সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ জাতির অধিকার আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার পূর্ব্বেও বিশ্বামিত্র এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। ইনিও এক জন ক্ষত্রিয়-সন্তান ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ যে অধিকার আপনারদিগের বংশ পরম্পরা নিরুপদ্রবে ভোগ করিতেছিলেন, বিশ্বামিত্র তাহা আপনার ও আপনার বংশীয়দিগের নিমিত্ত প্রাপ্ত হন। বিদেহ রাজ্যে রাজা জনক যজ্ঞানুষ্ঠান-কালে ব্রাহ্মণদিগকে পৌরোহিত্য প্রদানে অস্বীকার করিয়া স্বয়ং তাহা প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র ও জনকের সহিত বুদ্ধের অন্য কোন বিষয়ে সাদৃশ্য নাই থাকুক, কিন্তু উহাঁরা যে অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, বুদ্ধ সেই অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়াই ব্রাহ্মণগণের কোপে নিপতিত হইয়াছিলেন।

যে কালে বিশ্বামিত্র, জনক প্রভৃতি ক্ষত্রিয় সন্তানেরা ব্রাহ্মণদিগের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই কালে যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন ও তাঁহাদিগকে ভূদেব বলিয়া পবিত্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ

---

* স্বধর্ম্মাতিরেকেন ক্ষত্রিয়েণ সতা প্রবক্তৃত্বপ্রতিগ্রহৌ প্রতিপন্নৌ। কুমারিল।

বুদ্ধ ক্ষত্রিয় হইয়াও আপনার ধর্ম্ম অতিক্রম পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের ন্যায় ধর্ম্মোপদেশ, প্রদান ও প্রতি গ্রহ করিয়াছিলেন। বুদ্ধাদেঃ পুনরয়মেবাতিক্রমোহ লঙ্কারবুদ্ধৌ স্থিতঃ। যেনৈব মাহ, কলিকলুষকৃতানি যানি লোকে ময়ি নিপতন্তু বিমুচ্যতাং তু লোক ইতি স কিল লোকহিতার্থং ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম মতিক্রম্য ব্রাহ্মণবৃত্তিং প্রবক্তৃত্বং প্রতিপদ্য প্রতিষেধাতিক্রমসমর্থৈঃ ব্রাহ্মণৈ রননুশিষ্টং ধর্ম্মং বাহ্য জনানুশাস্তিং ধর্ম্ম পীড়ামপি আত্মনোহঙ্গীকৃত্য পরানুগ্রহং কৃতবান ইত্যেবং বিধৈরেব গুণৈঃ স্তূয়তে: কুমারিল। বুদ্ধ ও তাঁহার সহযোগিদিগের এই ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাতিক্রম এক প্রকার প্রশংসাস্থল হইয়াছিল। বুদ্ধ কহেন যে কলিকালে যে সমস্ত পাপ অনুষ্ঠিত হয়, তৎ সমুদায় আমার উপর নিপতিত হউক। তাহা হইলে অনুষ্ঠাতারা সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। বুদ্ধ লোকের হিত সাধনের নিমিত্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অতিক্রম পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের ব্যবসায় অবলম্বন ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং প্রতিষেধ ও অতিক্রম সমর্থ ব্রাহ্মণেরা যাহাদিগের নিমিত্ত কোন রূপ ধর্ম্ম প্রণয়ন করেন নাই, সেই সমস্ত বাহ্য লোকদিগের নিমিত্ত তাহা প্রস্তুত করিয়া স্বয়ং অধর্ম্ম স্বীকার পূর্ব্বক অন্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এই সমস্ত গুণ দ্বারা তিনি প্রশংসিত হইয়া থাকেন।

করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে অপমানিত দেখিয়া যার পর নাই ক্ষুভিত ও দুঃখিত হইয়া ছিলেন। এই সময়ে পরশুরাম শাণিত কুঠার হস্তে লইয়া একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণগণের আধিপত্য প্রদান করেন *। ব্রাহ্মণেরা যদিও রাজার ন্যায় পৃথিবী শাসন করিতেন না, তথাচ তাঁহারা সাধারণের নিকট রাজা অপেক্ষাও সমধিক সম্মান লাভ করিয়া ছিলেন। লোকে তাঁহারদিগের বাক্য অভ্রান্ত এবং তাঁহারদিগের কার্য্যকে দেবগণের অনুগ্রহ লাভের উপায় বলিয়া বিবেচনা করিত। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের এত দুর বৃদ্ধি, পতনের নিমিত্তই হইয়াছিল। যাহারা রাজ-নিয়মের অধীন থাকিয়া ইচ্ছানুরূপ সাংসারিক উন্নতি লাভে কৃতকার্য্য হইতেছে না, যাহারদিগের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা অপহৃত হইয়াছে, তাহারদিগের ক্লেশ অল্প নহে। এই স্বাধীনতা উদ্ধার করিবার নিমিত্তই বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। শাক্যমুনি প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মের অসারতা ও বেদের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের সাহায্য লাভ ব্যতিরেকে যে সাধারণের মুক্তিলাভ হইতে পারে, এই মতটি প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন।

* বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয়-সন্তানেরা এক প্রকার বল পূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যখন বিশ্বামিত্র এই অপ্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, বোধ হয় তখন পরশুরাম জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ মহাভারতীয় প্রমাণানুসারে পরশুরাম ও বিশ্বামিত্রের সময়গত বিশেষ অন্তর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। বিশ্বামিত্র কান্যকুব্জ দেশীয় মহারাজ গাধির পুত্র এবং পরশুরাম গাধি রাজার দৌহিত্র জমদগ্নির পুত্র। পরশুরাম ক্ষত্রিয়ের উপর যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছিলেন, বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ তাহার এক কারণ হইতে পারে। এই পরশুরাম যখন পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া সমুদ্রপ্রান্তে কেরল রাজ্য সংস্থাপন করেন, তখন তথায় ব্রাহ্মণের অভাব দেখিয়া কতগুলি কৈবর্ত্তকে যজ্ঞসূত্র প্রদান করিয়াছিলেন। অব্রহ্মণ্যে তদাদেশে কৈবর্ত্তান প্রেক্ষ্য ভার্গবঃ——যজ্ঞসূত্রে মকল্পয়ৎ। সহ্যাদ্রি খণ্ড। ইহা দ্বারা এই রূপ অনুমান হইতেছে যে যাঁহারা বল পুর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের ক্ষমতা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়া ছিলেন, তাঁহাদিগকে আপনার ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিবার নিমিত্ত তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ব্রাহ্মণ করা না করা ব্রাহ্মণেরই স্বেচ্ছায়ত্ত ইহা দ্বারা ইহাই এক প্রকার প্রতিপন্ন হয়।

জীবনের জয়-কীর্ত্তন।

লঙ্‌ফেলোর গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত।

১

বলো না কাতর স্বরে না করি বিচার;
জীবন স্বপন সম মায়ার সংসার;
সুপ্ত আত্মা মৃত প্রায় জেনহ নিশ্চয়;
বাহিরে যা দেখা যায়, বস্তুত তা নয়।

২

সংসার কর্ম্মের স্থান, সত্য এ জীবন;
শেষ গতি নহে তার শমন-সদন;
শরীর পিঞ্জর বটে ধূলির সমান,
আত্মা কিন্তু অনশ্বর, নহে তাহে আন;

৩

হইয়ে আশার দাস ভ্রম বার বার
বিষয় সম্ভোগ নহে জীবনের সার—
দিনে দিনে পদে পদে হয়ে অগ্রসর
ধর্ম্ম-পথে চলে যেই, ধন্য সেই নর!

৪

চকিত তড়িত সম জীবন চঞ্চল
প্রস্তুত হইয়া থাক লইয়া সম্বল
ধুক্‌ধুক্ করি করি চলেছে হৃদয়
শমনের ডাকে যেন শমন আলয়

৫

সংসারের রণ-ক্ষেত্রে, পূর্ণ কল কলে
জীবনের ভীষণ তরঙ্গ কোলাহলে
হয়ো না মেষের সম নিঃসত্ত্ব পরাণ
যুদ্ধ রণে প্রাণপণে বীরের সমান

৬

ভবিষ্য সুখের আশে হয়োনা চঞ্চল
গতানুশোচনা ছাড়, নাহি তাতে ফল
উপস্থিত কার্য্যে সদা থাকহ তৎপর
অন্তরে ভরসা রাখি উপরে ঈশ্বর

৭

মহত্ত চরিত্ত দেখি সদা হয় মনে,
মহত্ত হইতে পারি আমরা যতনে;
রেখে যেতে পারি ছাড়ি সংসার নিলয়
কালের সাগর তটে পদ চিহ্ন চয়;—

৮

যেই চিহ্ন হেরি কোন ভগ্ন-তরি জন
দুস্তর ভব-সাগরে করি সন্তরণ
ভগ্ন হৃদয়ে অতি, বিগত ভরসা,
নূতন সাহস বল পায় সে সহসা।

৯

উঠ তবে লাগ কার্য্যে হইয়ে তৎপর
যা হবে হৌক্ না কেন নাহি তাতে ডর
উঠে পড়ে সাধ নিজ জীবনের কর্ম্ম
শ্রম করি ধৈর্য্য ধরি,—এই সার মর্ম্ম।

বসুয়া ব্রাহ্মসমাজ।

সম্প্রতি জিলা হুগলির অন্তর্গত বসুয়া গ্রামে কএক জন ধর্ম্মানুরাগী একত্রিত হইয়া ১৩ পৌষ রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় ব্রহ্মোপাসনা করিয়া ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মিত্র ইহার প্রধান উদ্‌যোগী। এই সমাজের সভ্যের সংখ্যা বিংশতি জন। এক্ষণে তাঁহারা সমাজ স্থাপন বিষয়ে যে রূপ উৎসাহ ও যত্ন প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই রূপ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে যত্নবান হইলে অন্যের পক্ষে একটি নিদর্শন স্থল হইবে, সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্ম বিবাহ।

৯ চৈত্র বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কন্যার বিবাহ ব্রাহ্ম বিধানানুসারে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। কন্যার নাম শ্রীমতী হেমলতা—বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর। বরের নাম শ্রীমান দীননাথ দত্ত—বয়ঃক্রম অন্যূন বিংশতি বৎসর। এই বিবাহোপলক্ষে প্রায় ১৫০ বরযাত্র ও কন্যাযাত্র উপস্থিত ছিলেন। দীননাথ দত্তের বাসভূমি মজিলপুর। বিবাহের পর বর কন্যা তথায় গমন করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে উদীচ্য কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। তথায়ও উপাসনা কালে ব্রাহ্ম ও কএকটি ব্রাহ্মিকার সমাগম হইয়াছিল। এই বিবাহোপলক্ষে বর-পক্ষ ও কন্যা-পক্ষ কাহাকেই হিন্দু সমাজের বিশেষ আক্রোশে নিপতিত হইতে হয় নাই। এক্ষণে বোধ হইতেছে হিন্দু সমাজের মধ্যে থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান সহজ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যদি এইটি অসবর্ণ বিবাহ হইত, তাহা হইলে কোন প্রকারেই হিন্দু সমাজের সহনীয় হইত না। তাঁহারদিগের চির-পরম্পরাগত এই ব্যবহারটি রক্ষা করাতে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ ভদ্র সমাজের বক্ষঃস্থলে বাস করিয়া অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে সমর্থ হইতেছেন।

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

কার্য্যনির্ব্বাহার্থে

১৭৮৯ শকের জন্য নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত হইলেন।

অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মিত্র
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরিয়াঘাটা)
শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী
শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র
শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রায়

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৮৮ শকের চৈত্র মাসের

আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১০৭৸০
পুস্তকালয়	৩৫৶৫
যন্ত্রালয়	৫৭।৵৫
ডাক মাসুল	১৫৸১০
দান	১০০
গচ্ছিত	২৭৸৵০
	৩৪৩৸৴০

ব্যয়

মাসিক বেতন	১০৩/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৪৭৸১৫
পুস্তকালয়	১৭৸/০
যন্ত্রালয়	৪৭
ডাক মাসুল	২১/১০
অক্ষর ক্রয়	১০০
অনিরূপিত	৯৸৵১০
গচ্ছিত	১৮৸৶৫
	৩৬৪৸৶০

আয়	৩৪৩৸/০
পূর্ব্বকার স্থিত	১০৯৸৫
	৪৫৩/৫
ব্যয়	৩৬৪৸৶০
স্থিত	৮৮৵৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

১৭৮৮ শকের চৈত্র মাসের দানের

আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	১০
" গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ..	১০
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	১০
" হরিমোহন রায়	১
" প্রসন্নকুমার বিশ্বাস	১
" গোবিন্দচন্দ্র ধর	২
" শিবচন্দ্র নন্দী	১০
" মধুসূদন ঘোষ	৫৵০
	১১৯৵০

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ..	১
	১২০৵০

ব্যয়

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য দান

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর ফাল্গুণ মাসের বেতন	১০
ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত ব্যয় জন্য অক্ষর ক্রয় করিতে দান করা যায়	১০০
	১১০

আয়	১২০৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	১৪০৸৶০
	২৬১/০
ব্যয়	১১০
স্থিত	১৫১/০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাশুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৪। কলিগতাব্দ ৪৯৬৮। ২৭ বৈশাখ বুধবার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম কল্প

প্রথম ভাগ।

জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৯ শক।

২৮৩ সংখ্যা

৩৮ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথম মণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ মরুতোদেবতা।

১০১৭

১। প্রত্বক্ষসঃ প্রতবসো বিরপ্শিনো হনানতা অবিথুরা ঋজীষিণঃ। জুষ্টতমাসো নৃতমাসো অঞ্জিভির্ব্যানজ্রে কেচিদুস্রা ইব স্তৃভিঃ।

১। 'প্রত্বক্ষসঃ' শত্রূণাং প্রকর্ষেণ তনূকর্ত্তারঃ। শত্রুঘাতিন ইত্যর্থঃ। যতঃ 'প্রতবসঃ' প্রকৃষ্ট বলোপেতাঃ অতএব 'বিরপ্শিনঃ' বিবিধেন জয়ঘোষেণোপেতাঃ। যদ্বা বহুনামৈতৎ। মহান্তোহি বিবিধৈঃ শব্দৈঃ প্রশস্যন্তে। অতএব 'অনানতাঃ' আনতিরহিতাঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টাঃ ইত্যর্থঃ। 'অবিথুরাঃ' অবিযুক্তাঃ সপ্তগণরূপেণ সঙ্ঘীভূতা ইত্যর্থঃ। 'ঋজীষিণঃ' তৃতীয়সবনে ঋজীষস্য অভিষবাৎ তত্র চ মরুতঃ স্তূয়ন্তে ইতিতেষামৃজীষিত্বং। যদ্বা ঋজীষিণঃ প্রার্জ্জয়িতারো রসানাং। 'জুষ্টতমাসঃ' অতিশয়েন যষ্টৃভিঃ সেবিতাঃ 'নৃতমাসঃ' অতিশয়েন নেতারঃ নেতারঃ এবম্ভূতা মরুতঃ 'স্তৃভিঃ' স্বশরীরস্যাচ্ছাদকৈঃ 'অঞ্জিভিঃ' রূপাভিব্যঞ্জকৈঃ আভরণৈঃ 'ব্যানজ্রে' নভসি ব্যক্তা দৃশ্যন্তে। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'কেচিৎ' 'উস্রাঃ' 'ইব' যে কেচন সূর্য্যরশ্ময়ো যথা নভসি দীপ্যন্তে তদ্বৎ।

১। যাঁহারা শত্রুনাশক ও উৎকৃষ্ট বল-সম্পন্ন, অসন্নত, রসাকর্ষক ও মেঘবাহক; অন্যে যাঁহারদিগের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করে, যাঁহারা একত্র হইয়া অবস্থান করেন এবং যাঁহারদিগকে যাজ্ঞিকেরা সেবা করেন, সেই সমস্ত বায়ু দেহাচ্ছাদক আভরণে ভূষিত হইয়া কতকগুলি সূর্য্যরশ্মির ন্যায় নভোমণ্ডলে সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

১০১৮

২। উপহ্বরেষু যদচিধ্বং যযিং বয় ইব মরুতঃ কেনচিৎ পথা। শ্চোতন্তি কোশা উপ বো রথেষ্বা ঘৃতমুক্ষতা মধুবর্ণমর্চতে।

২। হে 'মরুতঃ' 'উপহ্বরেষু' উপহ্বর্ত্তব্যেষু গন্তব্যেষু অস্মাকং সন্নিকৃষ্টেষু নভসঃ প্রদেশেষু 'যৎ' যদা 'যযিং' গতিমন্তং মেঘং 'অচিধ্বং' বর্ষণ সামর্থ্যেনোপচিতং কুরুথ। কিং কুর্ব্বতঃ। 'বয়ঃ' 'ইব' পক্ষিণঃ ইব 'কেনচিৎ' 'পথা' কেন চিৎ আকাশ মার্গেণ শীঘ্রং গচ্ছন্তঃ। নভসি শীঘ্রং বর্ষণার্থং প্রবর্ত্তমানৈ র্মরুদ্ভির্মেঘা উপচীয়ন্তে ইত্যর্থঃ। তদানীং 'কোশাঃ' মেঘনামৈতৎ 'বঃ' যুষ্মাকং 'রথেষু' আসক্তাঃ মেঘাঃ 'শ্চোতন্তি' জলং মুঞ্চন্তি। যস্মাদেবং তস্মাৎ হে মরুতঃ যূয়ং 'অর্চতে' হবির্ভিঃ পূজয়তে মহ্যং যজ-

মানায় 'মধুবর্ণং' মধুসদৃশরূপং স্বচ্ছং 'ঘৃতং' বৃষ্ট্যুদকং 'আ' সমন্তাৎ 'উক্ষত' সিঞ্চত। অস্মদভিলষিতাং বৃষ্টিং কুরুতেত্যর্থঃ।

২। হে মরুদ্গণ! তোমরা পক্ষীর ন্যায় শীঘ্র গমন পূর্ব্বক আমারদিগের সন্নিহিত আকাশে যখন গমনশীল মেঘমণ্ডলকে পরিবর্দ্ধিত কর, সেই সময় মেঘ-সকল তোমাদিগের রথে সংলগ্ন হইয়া জল বর্ষণ করিয়া থাকে। আমরা হবি দ্বারা তোমারদিগের অর্চ্চনা করিতেছি, অতএব তোমরা আমারদিগের প্রতি স্বচ্ছ জলধারা বর্ষণ কর।

১০১৯

৩। ঐৈষাং মজ্মেষু বিথুরেব রেজতে ভূমির্যামেষু যদ্ধ যুঞ্জতে শুভে। তে ক্রীড়য়ো ধুনয়ো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ স্বয়ং মহিত্বং পনয়ন্ত ধূতয়ঃ।

৩। 'যৎ' 'হ' যদা খলু এতে মরুতঃ 'শুভে' শোভনায় বৃষ্ট্যুদকায় 'যুঞ্জতে' মেঘান সজ্জীকুর্ব্বন্তি তদানীং 'মজ্মেষু' মেঘানাং উৎক্ষেপকেষু 'এষাং' মরুতাং সম্বন্ধিষু 'যামেষু' মেঘানাং নিযমনেষু সৎসু 'ভূমিঃ' পৃথিবী 'প্র' 'রেজতে' প্রকর্ষেণ কম্পতে। যদ্বা যদা খলু মরুতঃ স্বকীযান রথান যুঞ্জতে অশ্বৈ র্যোজযন্তি তদানীং এষাং রথানাং সম্বন্ধিষু পর্ব্বতাদেরুৎক্ষেপকেষু যামেষু গমনেষু ভূমির্ভীত্যা কম্পতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ। 'বিথুরা' 'ইব' যথা ভর্ত্রা বিযুক্তা জাযা রাজোপদ্রবাদিষু সৎসু নিরালম্বা সতী কম্পতে তদ্বৎ। 'তে' তাদৃশাঃ 'ক্রীড়যঃ' বিহারশীলাঃ 'ধুনযঃ' চলন স্বভাবাঃ 'ভ্রাজদৃষ্টযঃ' দীপ্যমানাযুধাঃ এবম্ভূতাঃ মরুতঃ 'ধূতযঃ' পর্ব্বতাদীন ধুন্বন্তঃ সন্তঃ 'মহিত্বং' স্বকীযং মহিমানং 'স্বযং' স্বযমেব 'পনযন্ত' ব্যবহরন্তি প্রকটযন্তীত্যর্থঃ।

৩। যখন এই মরুদ্গণ বারি বর্ষণের নিমিত্ত মেঘ সকলকে সুসজ্জিত করেন, তখন ভর্ত্তৃ-বিরহিতা স্ত্রী যেমন রাজোপদ্রবাদি উপস্থিত হইলে কম্পিত হয়, সেই রূপ পর্ব্বতাদির উৎক্ষেপক ইহাঁদিগের রথ-গতি দ্বারা ভূমি ভয়ে কম্পিত হয়। সেই বিহারশীল চঞ্চল-স্বভাব ও তীক্ষ্ণ-আয়ুধ-ধারী মরুদ্গণ পর্ব্বতাদি বিকম্পিত করিয়া আপনারদিগের মহিমা ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

১০২০

৪। সহি স্বসৃৎপৃষদশ্বো যুবা গণো৩ যা ঈশানস্তবিষীভিরাবৃতঃ। অসি সত্য ঋণযাবা২নেদ্যো২স্যা ধিয়ঃ প্রাবিতাথা বৃষা গণঃ।

৪। 'সঃ' 'হি' স খলু মরুদ্গণঃ 'অযা' অস্য সর্ব্বস্য জগতঃ 'ঈশানঃ' ঈশ্বরশীলো ভবতি। কীদৃশঃ 'স্বসৃৎ' স্বযমেব সরণ্ নত্বন্যঃ কশ্চিৎ মরুদ্গণস্য প্রেরকোঽস্তি। 'পৃষদশ্বঃ' পৃষত্যঃ শ্বেতবিন্দ্বঙ্কিতা মৃগ্যঃ অশ্বস্থানীযা যস্য স তথোক্তঃ 'যুবা' নিত্যতরুণঃ 'তবিষীভিঃ' অন্যেষাং অসাধারণৈ র্বলৈঃ 'আবৃতঃ' পরিবেষ্টিতঃ 'সত্যঃ' সৎকর্ম্মার্হঃ 'ঋণযাবাঃ' স্তোতৄণাং ঋণস্যাপগমযিতা বহুলস্য ধনস্য দাতেত্যর্থঃ। 'অনেদ্যঃ' প্রশস্যনামৈতৎ সর্ব্বৈরনিন্দিতঃ 'বৃষাঃ' জলানাং বর্ষিতা। এবম্ভূতো মরুদ্গণঃ 'অস্যাঃ' 'ধিযঃ' অস্মদীযস্য অস্য কর্ম্মণঃ 'অথ' অনন্তরং 'প্রাবিতাসি' প্রকর্ষেণ রক্ষিতা ভবতি।

৪। মরুদ্গণ সকল-জগতের ঈশ্বর। ইহাঁরা অন্য কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত না হইয়া স্বয়ংই গমন করেন। হরিণীগণ ইহাঁদিগের অশ্ব-স্বরূপ। এক্ষণে সেই সকল সৎকর্ম্মার্হ স্তোতৃগণের বহুল-ধন-দাতা অনিন্দিত-স্বভাব জল-বর্ষক নিত্যতরুণ মরুদ্গণ আমাদিগের এই কার্য্যের রক্ষিতা হউন।

১০২১

৫। পিতুঃ প্রত্নস্য জন্মনা বদামসি সোমস্য জিহ্বা প্র জিগাতি চক্ষসা। যদীমিন্দ্রং শম্যৃক্বাণ আশতাদিন্নামানি যজ্ঞিয়ানি দধিরে।

৫। 'প্রত্নস্য' চিরন্তনস্য 'পিতুঃ' অস্মাকং জনকস্য রহূগণস্য সকাশাৎ যৎ 'জন্ম' তেন বযং 'বদামসি' ক্রমঃ বক্ষ্যমাণমস্মাকং বৃত্তান্তং পিত্রোপদিষ্টবাম অতো বযং ব্রূম ইত্যর্থঃ। কোঽসৌ বৃত্তান্ত ইতিচেৎ উচ্যতে 'সো-

মস্য' যজ্ঞেষ্বভিষুতস্য সোমদ্রব্যস্য 'চক্ষসা' প্রকাশমানয়া হুত্যা সহিতা 'জিহ্বা' স্তুতিরূপা বাক্ 'প্র' 'জিগাতি' মরুদ্গণং প্রকর্ষেণ গচ্ছতি। যজ্ঞেষু সোমাহুতিঃ স্তুতিশ্চ মরুদ্ভ্যঃ ক্রিয়তে। 'যৎ'যস্মাৎ 'ইৎ' ইমং 'ইন্দ্রং' 'শমি' বৃত্রবধাদিরূপে কর্ম্মণি 'ঋক্কাণঃ' প্রহর ভগবো জহি বীরয়স্বেত্যেবং রূপয়া স্তুত্যা যুক্তাঃ সন্তঃ 'আশত' প্রাপ্নুবন ন পর্য্যত্যাক্ষুঃ 'আৎ' 'ইৎ' এবমিন্দ্রপ্রাপ্ত্যনন্তরমেব 'যজ্ঞিয়ানি' যজ্ঞার্হাণি ইদৃক্ চাম্যাদৃক্ চেত্যেবমাদীনি নামানি ইন্দ্রসকাশাৎ লব্ধা 'দধিরে' ধৃতবন্তঃ তস্মাদেষাং যজ্ঞে সোমাহুতিঃ স্তুতিশ্চ ক্রিয়তে।

৫। আমাদিগের চিরন্তন পিতা রহূগণ কহিয়াছেন যে লোকে ইন্দ্রের স্তুতি দ্বারা ইন্দ্রকে এবং যজ্ঞীয় নাম সকল প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত মরুদ্গণের যজ্ঞে সোমাহুতি ও স্তুতি বিহিত হইয়া থাকে।

১০২২

৬। শ্রিয়সে কং ভানুভিঃ সং মিমিক্ষিরে তে রশ্মিভিস্ত ঋক্কভিঃ সুখাদয়ঃ। তে বাশীমন্ত ইষ্মিণো অভীরবো বিদ্রে প্রিয়স্য মারুতস্য ধাম্নঃ। ১।৬।১৩।

৬। 'তে' পূর্ব্বোক্তা মরুতঃ 'ভানুভিঃ' ভানুশীলৈঃ দীপ্যমানৈঃ সূর্য্যরশ্মিভিঃ সহ 'কং' বৃষ্ট্যুদকং 'শ্রিয়সে' শ্রয়িতুং প্রাণিভিঃ সেবিতুং 'সং মিমিক্ষিরে' সম্যক মেক্তুমিচ্ছন্তি পৃথিবীং বৃষ্ট্যুদকেন সম্যক সেক্তুমিচ্ছন্তি। এবং বৃষ্টিমুৎপাদ্য 'তে' মরুতঃ 'ঋক্কভিঃ' স্তুতিমদ্ভিঃ ঋত্বিগ্ভিঃ সহ 'সুখাদয়ঃ' শোভনস্য হবিষো ভক্ষয়িতারো ভবন্তি। 'বাশীমন্তঃ' বাশীতি বাক নাম। শোভনয়া স্তুতিলক্ষণয় বাচোপেতাঃ 'ইষ্মিণঃ' গতিমন্তঃ 'অভীরবঃ' ভয় রহিতাঃ 'তে' মরুতঃ 'প্রিয়স্য' সর্ব্বাভিমতস্য 'মারুতস্য' মরুৎসম্বন্ধিনো 'ধাম্নঃ' স্থানস্য সর্ব্বাভিমতং মরুৎ সম্বন্ধং বিশিষ্টং স্থানং 'বিদ্রে' লব্ধবন্তঃ। ১। ৬ ১৩।

৬। মরুদ্গণ দীপ্তিশীল সূর্য্য-রশ্মির সহিত প্রাণিগণের স্বচ্ছন্দের নিমিত্ত পৃথিবীতে জল প্রেরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ঋত্বিকগণের সহিত সুস্বাদু হবি ভোজন করেন। ঐ সমস্ত গতিশীল স্তবার্হ ভয়-রহিত মরুদ্গণ সকলের অভিমত মরুৎ লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১।৬।১৩।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের উপদেশ।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

৭ ফাল্গুন বুধবার ১৭৮৪ শক।

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার সময় আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, "রোগ বা বিপদ দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।" প্রত্যহ নির্জ্জনে ঈশ্বরের উপাসনা করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। উপাসনাতেই আমাদের মহত্ত্ব, আমাদের মনুষ্যত্ব; ইহা হইতেই আমাদের জ্ঞান, পবিত্রতা, বল ও উৎসাহ। ইহাই ধর্ম্মের জীবন; আত্মাতে যাহা কিছু ধর্ম্মের ভাব আছে, তাহা কেবল উপাসনাকে অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে। উপাসনা স্বর্গের দ্বার-স্বরূপ; ব্রহ্মকে লাভ করিবার, ব্রহ্ম-নিকেতনে প্রবেশ করিবার এক মাত্র উপায়। আমরা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে রূপ বাহ্য বিষয়ের সহিত আমারদের সম্বন্ধ নিবন্ধ করি, উপাসনা দ্বারা সেই রূপ অতীন্দ্রিয় মহান্ পদার্থের সহিত নিত্য কালের যোগ স্থাপন করি। আত্মার উন্নতির প্রধান কারণ উপাসনা; ইহা হইতে বঞ্চিত হইলে কোন প্রকারেই আমরা সংসারের পাপ-তাপ হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের পথে চলিতে পারি না। এ জন্য প্রতিদিন নিয়মিত-রূপে পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিয়া তাঁহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য। যদিও ইহা আমাদের প্রাত্যহিক কার্য্য, তথাপি ইহা কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই। উপাসনার স্থান জিহ্বাতে নয়, চক্ষুতে নয়, ইহা শারীরিক কার্য্যও নয়। কেবল কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিলে উপাসনা হয় না; সকলে মিলিত হইয়া সমস্বরে মধুর সামগানেও সামাজিক উপাসনা হয় না। এ সকল অবলম্বন ইহার উপায় মাত্র। প্রকৃত উপাসনা অন্তরে, আত্মার সহিত পরমাত্মার

সম্মিলনের নাম উপাসনা। যেখানে মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানেই উপাসনা—ইহার ভাব মনুষ্য দেখিতে পায় না, ইহার স্তুতি প্রার্থনা মনুষ্য শুনিতে পায় না; কেবল সেই সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষই ইহা জানিতে পারেন, যিনি ইহার এক মাত্র ফল দাতা, যাঁহার চক্ষু সর্ব্বত্র। অতএব যাহাতে আমাদের উপাসনা মৌখিক ও বিফল না হইয়া আন্তরিক ও ফল দায়ক হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; নতুবা কেবল কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করিলে কপট ভাবে ঈশ্বরের পূজা করা হয়। সাবধান! হে ব্রাহ্মগণ! যেন তোমাদের প্রাত্যহিক উপাসনা আত্মা-শূন্য হৃদয়-শূন্য কার্য্য হইয়া না পড়ে। যাহাতে আত্মাতে ঈশ্বরকে দেখিয়া হৃদয়ের সহিত তাঁহার পূজা করিতে পার, তাহাই তোমাদের নিত্য কর্ম্ম। প্রকৃত উপাসনা হইতেছে কি না, ফল দ্বারা তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যহ নিয়মিত-রূপে ব্রহ্মোপাসনাতে নিযুক্ত হইতেছি, অথচ পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছি না; পূর্ব্বের ন্যায় রাশি রাশি পাপ অন্তরে সঞ্চিত রহিয়াছে, আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিতে পারিতেছি না, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-সকল অপরাজিত-বিক্রমে হৃদয়কে শাসন করিতেছে এবং সমুদায় জীবনকে মোহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; ইহাকে কখন প্রকৃত উপাসনা বলা যায় না। যে উপাসনাতে আত্মার উন্নতি হয় না, তাহা প্রকৃত উপাসনা নয়। যে সাধু, ঈশ্বরের যথার্থ উপাসক হন; তাঁহার অন্তরে বাহিরে, তাঁহার সমুদয় জীবনে উন্নতি প্রকাশ পাইবে। মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর আমারদিগকে তাঁহার উপাসক করিয়া পরম সৌভাগ্যবান্ করিয়াছেন; সাবধান! যেন কেহ এই মহৎ অধিকার লাভ করিয়া ইহাকে বিকৃত না করেন। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিলে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা পালন হয় না; প্রকৃত আন্তরিক উপাসনারই নিতান্ত আবশ্যক।

উপাসনা করিবার পূর্ব্বে অনন্যমনা হইয়া সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বরে আত্মা সমাধান করিবেক। সংসারের পাপ তাপ প্রলোভন হইতে দূরে গিয়া পরিশুদ্ধ মহান্ পরমেশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি, ইহা স্মরণ রাখিবে। যেখানে বাহ্য আকর্ষণে মন আকৃষ্ট হয়, যেখানে অপবিত্র কামনা মনে উদয় হয়, সেখানে উপাসনা করা বিধেয় নয়; যেহেতু বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইলে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না। সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখা যায় এ প্রকার চেষ্টা করিবে, প্রীতি নয়নে তাঁহার প্রীতি ভাব দর্শন করিবে, বিশুদ্ধ হৃদয়ে তাঁহার পবিত্র নিষ্কলঙ্ক-স্বরূপের প্রতি নিরীক্ষণ করিবে। তাঁহাকে না দেখিলে তাঁহার পূজাতে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভাবিত নহে। কৃতজ্ঞতা-উপহার কাহার নিকটে অর্পণ করিবে? আত্মার অভাব মোচন করিবার জন্য কাহার নিকটে প্রার্থনা করিবে? যাঁহার পূজা করিতে মানস করিয়াছ, তাঁহার দর্শন না পাইলে কেবল শূন্য হৃদয় হইতে কতকগুলি বাক্য নিঃসৃত হইয়া আকাশে নিলীন হইবে। অতএব ব্রহ্মোপাসনার প্রারম্ভে ব্রহ্ম দর্শন আবশ্যক।

শান্ত সমাহিত হইয়া একাগ্র চিত্ত পরব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা করিবেক। যিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্যামী; যিনি "বিশ্বতশ্চক্ষু" যিনি প্রকাশবান, যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, চক্ষুর চক্ষু, মনের মন, প্রাণের প্রাণ হইয়া আমাদের মধ্যে ওতপ্রোত রহিয়াছেন; যিনি সকল শক্তির মূল শক্তি, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি; যিনি সাধকের সন্নিধানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া হৃদয়ের পূজা-

উপহার গ্রহণ করেন; তিনি আমাদের সম্মুখে, তিনি আমাদের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া এই প্রকারে তাঁহার ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার আবির্ভাব হইল, হৃদয়াকাশে সেই সত্য-সূর্য্যের উদয় হইল, এবং বিমল বিশুদ্ধ জ্যোতি বিকীর্ণ হইল—সংসারের অন্ধকার তিরোহিত হইল; অসাধু কামনা, বিষয় যন্ত্রণা, লোক-ভয়, দুর্ব্বলতা, নিকৃষ্ট ভাব-সকল অন্তরিত হইল; সেই নিষ্কলঙ্ক পবিত্র পুরুষের দর্শন মাত্র শ্রদ্ধা ও ভক্তি, তাঁহার মঙ্গল-মূর্ত্তি দেখিবা মাত্র প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা আপনা হইতেই উচ্ছ্বসিত হইল; স্তুতি, ধন্যবাদ, প্রার্থনা, স্রোতের ন্যায় অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল; ঈশ্বরের মহিমা-গানে আত্মা পূর্ণ হইল এবং প্রেমানন্দের উৎস উৎসারিত হইতে লাগিল। যখন এই রূপে ব্রহ্ম-জ্ঞান, ব্রহ্ম-ধ্যান, ব্রহ্ম-দর্শন সহকারে ব্রহ্মোপাসনা হয়, তখনই আমরা এই পৃথিবীতে থাকিয়াও স্বর্গের পবিত্রতা ও আনন্দ অনুভব করি। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা বিশুদ্ধ উপাসনাকে অবলম্বন কর, অবশ্যই ইহার ফল প্রতি দিন লাভ করিবে। বিক্ষিপ্ত-চিত্তে, অপবিত্র মনে, তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইও না; হৃদয়াসনে হৃদয়েশ্বরকে আসীন দেখিয়া তাঁহার পূজাতে প্রবৃত্ত হইবে। এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবে, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবে।

হে পরমাত্মন্! আমরা তোমারই উপাসক, যাহাতে প্রতি দিবস নির্জ্জনে শ্রদ্ধার সহিত তোমার পূজা করিতে পারি, যাহাতে তোমার পবিত্র সহবাসে থাকিয়া দিন দিন উন্নত হইতে পারি, এ প্রকার কৃপা বিতরণ কর। সংসার কোলাহলে যেন তোমাকে বিস্মৃত না হই; তোমার প্রসাদে প্রতি দিন তোমার উপাসনা করিবার মহৎ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতে যেন আমরা কখন অবহেলা না করি। পরমেশ! কি প্রকারে তোমার উপাসনা করিব, তুমি তাহা আমারদিগকে শিক্ষা দেও; আমারদের হস্ত ধারণ করিয়া তোমার প্রতি আমারদিগকে উন্নত কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

দ্বাদশ উপদেশ।

কেবল ঈশ্বরই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা কেবল এক মাত্র পরমেশ্বর। আমরা কতকগুলি বস্তু প্রাপ্ত হইলে তাহারদিগের গুণ অবগত হইয়া এবং তাহারদিগকে উপযুক্ত মত সংযোগ করিয়া কোন এক অপূর্ব্ব যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারি বটে, এবং তাহাকে পুনর্ব্বার অনায়াসে ভগ্ন করিতেও পারি; কিন্তু আমারদিগের এমত শক্তি নাই, যে আমরা এক রেণু বালুকাকে সৃষ্টি করিতে পারি অথবা এক রেণু বালুকাকে ধ্বংশ করিতে পারি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের শক্তি কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরেতেই আছে।

কেবল সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কর্ত্তা; সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় শক্তি আর কাহাতেও নাই। লোকে ভ্রান্তি বশত স্রষ্টার গুণ সৃষ্ট বস্তুতে আরোপিত করে এবং অজ্ঞাতসারে তাঁহা হইতে বিচ্যুত হয়। মানুষের মনে ঈশ্বর বিষয়ক যে নৈসর্গিক প্রতীতি জাগরূক আছে, তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিতে যাই; কিন্তু আপনারদের বুদ্ধি-দোষে যথার্থ স্থানে উপনীত হইতে পারি না। "যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা, তিনিই ব্রহ্ম" এই লক্ষণটী আমাদের স্বাভাবিক বিশ্বাস দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে—কিন্তু আমরা না বুঝিয়াই কখনো জগৎকে ঈশ্বরের ন্যায় অনাদি বলিয়া তাঁহাকে সৃষ্টি শক্তিতে হীন করিয়া ফেলি; কখনো বা মনুষ্য বিশেষে এই অলৌকিক শক্তি আরোপিত করি, অথবা সৃষ্টি ও নির্ম্মাণ এবং ধ্বংস ও ভঙ্গ একীভূত করিয়া মহাভ্রমে মুগ্ধ হইয়া থাকি। এই সকল

ভ্রান্তি হইতে কি প্রকার অশুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিয়া থাকে।

পরমেশ্বর আমারদের প্রত্যেকের স্রষ্টা ও পাতা, ইহা যখন জ্ঞাত হওয়া যায়, তখন তাঁহার সহিত আমরা কেমন নিকটতর সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া আছি, ইহাও সুস্পষ্ট প্রতীতি হইতে থাকে। যতক্ষণ সেই সম্বন্ধ অনুভূত না হয়, ততক্ষণ আমারদের হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না এবং তাঁহার প্রতি আমারদের কর্ত্তব্যও অবধারিত হয় না; সুতরাং ধর্ম্মের অবস্থা অতি জঘন্য হইয়া থাকে। বিশেষত ঈশ্বরকে যদি আপনার স্রষ্টা ও পাতা বলিয়া বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে আমরা তাঁহার উপর কখনই প্রগাঢ় নির্ভর করিতে পারি না; যে নির্ভর ধর্ম্মাত্মাদিগের প্রাণ ও দুর্গম ধর্ম্ম-পথের এক মাত্র সাহস। যাঁহারা মনে করেন জগৎ অনাদি কাল বিদ্যমান আছে, অথবা ইহার উপাদান সকল নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন ছিল, ঈশ্বর নির্ম্মাতার ন্যায় তৎ সমস্ত আহরণ করিয়া জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তাঁহারাই তাঁহাকে উদাসীন বলিয়া ভাবেন, প্রতিক্ষণে আমরা যে স্বকৃত কর্ম্মের শুভাশুভ ফল ভোগ করিতেছি, তাহার সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ দেখিতে পান না, অথবা যে কার্য্য কারণ শৃঙ্খলে আপনারা বদ্ধ হইয়া আছেন, স্বতন্ত্র স্বরূপ ঈশ্বরকেও তাহা দ্বারা বদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। প্রগাঢ় ভক্তি ও একান্ত নির্ভর এরূপ বিশ্বাসের সহচর হইতে পারে না। পুত্র পিতাকে পিতা বলিয়া না জানিতে পারিলে কখনো কি পিতৃ ভক্তি প্রদর্শন করিতে পারে?

যাঁহারা ঈশ্বরের সৃষ্টি শক্তি অনুভব করিতে না পারিয়া অসৎ অবস্থা হইতে জগৎ কি রূপে উৎপন্ন হইল বুঝিতে না পারেন; তাঁহারা মনে করেন যে, ঈশ্বর স্বয়ংই এই জগতের আকৃতি পরিগ্রহ করিয়াছেন; আমি, তুমি ও জগৎ কিছুই নহে, সমুদায়ই এক মাত্র ব্রহ্ম। তাঁহারা এই অসত্যকে সত্য করিবার নিমিত্ত যে সকল অদ্ভুত কল্পনা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ঐশী শক্তি ও সৃষ্টি ক্রিয়া বিষয়ে তাঁহারদের যে ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল, তাহা হইতেই তাঁহারদের ভ্রান্তি পরম্পরা সমুৎপন্ন হইয়াছে। ইহাঁরদের নিকটে ভক্তি ও নির্ভরের প্রসঙ্গই নাই। কি প্রকারে আমি, তুমি ও জগৎ এই ভেদ-জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়, তাহার উপায় সকল অবলম্বন করাই ইহাঁদের তপস্যার পরা কাষ্ঠা; ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূল্য ইহাঁদের নিকট অতীব অল্প। এক্ষণে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম জ্ঞান ও ধর্ম্মের একতা বিধানে যে প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহারদিগের উদ্দেশ্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা কর্ম্ম পরিত্যাগকে ব্রহ্ম-জ্ঞানের সহচর বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন এবং কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে মুক্তি লাভের অন্তরায় বলিয়া জানেন, কেন না, ধর্ম্ম-কর্ম্মের ফল এবং মুক্তি ইহাঁরদের নিকট এক পদার্থ নহে। আত্ম-জ্ঞানকে, বস্তুত আত্মাকে উচ্ছিন্ন করাই ইহাঁদের মতে মুক্তি, কর্ম্ম কেবল বন্ধনের হেতু। সংসারের প্রতি বৈরাগ্য—বস্তুত পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, স্ত্রী পরিবার ও বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি স্বাভাবিক প্রিয় পদার্থের প্রতি ঈশ্বর-দত্ত মমতা বুদ্ধির উচ্ছেদ সাধনই ইহাঁরদের সাধনা। ইহাঁরা মনে করেন, ঈশ্বর নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়; ইহার অর্থ এই যে তিনি কেবল সত্তা মাত্র। ইহাঁরা জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অতীত একটি চতুর্থ অবস্থা কল্পনা করিয়া থাকেন, এবং তাহাকেই প্রত্যগাত্মা ব্রহ্ম ও উপাধি-শূন্য বিশুদ্ধ

চৈতন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং আর একটি অনির্ব্বচনীয় পদার্থ কল্পনা করিয়া থাকেন—তাহা মায়া বা অজ্ঞান নামে অভিহিত হয়। যত ক্ষণ শুদ্ধ চৈতন্য মায়াতে আক্রান্ত না হন, তত ক্ষণ তাঁহার কর্ত্তৃত্ব শক্তি থাকে না এবং তখন তাঁহাকে ঈশ্বরও বলা যাইতে পারে না। তিনি মায়া দ্বারা উপহিত হইলেই ঈশ্বর শব্দের প্রতিপাদ্য হন। সেই ঈশ্বর নানাবিধ জীব ও আকাশাদি সমুদায় বাহ্য বস্তু রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। আমরা সৃষ্টির পুর্ব্বে অনুপহিত শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র ছিলাম এবং সেই এক বার যে অজ্ঞানাবৃত হইয়া জীব-রূপ ধারণ করিয়াছি; ভূরি ভূরি জন্ম-জন্মান্তর লাভ করিয়া অদ্যাপি সেই অজ্ঞানে উপহিত হইয়া আছি এবং যত দিন এই অজ্ঞানকে বিনাশ করিতে না পারিব, তত দিন পুনঃ পুনঃ এই রূপ জন্ম ও মৃত্যু ভোগ করিব। এই অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় সেই অনুপহিত চৈতন্যের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াই মুক্তি—কেবল জ্ঞান দ্বারা এই মুক্তি লাভ করা যায়, উপাসনা প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্মের সহিত ইহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। তবে যদি কামনা শূন্য হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলে সেই প্রকার জ্ঞান লাভে আনুকূল্য প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং সকাম হইয়া অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গ লোকে গমন করা যায়। কিন্তু সেখানে গিয়াও যদি ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে পুণ্যক্ষয়ানন্তর পুনরায় পৃথিবীতে জন্ম হইয়া থাকে এবং যদি কেহ পৃথিবীতে মুক্তি সাধন অথবা ধর্ম্ম সাধন না করেন, তাহা হইলে তিনি আরও অপকৃষ্ট লোকে গমন করেন। যে রূপ কৌশলে এই মতটি সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে জন-সমাজের ধর্ম্ম-নীতি আকুলিত হয় নাই বটে; কিন্তু সাধারণ লোকে মুক্তি লাভের উপায়-স্বরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞান নিতান্ত দুর্লভ ভাবিয়া ঘোরতর পৌত্তলিকতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং উন্নত লোকেরা জন-সমাজ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করাতে সেই পৌত্তলিকতার প্রতিবিধানও সুদূর-পরাহত হইয়াছে। যাঁহারা আপনারদিগকে তাদৃশ ব্রহ্ম-জ্ঞানের অধিকারী বলিয়া জানিতেন, তাঁহারা পরম পুরুষার্থ মুক্তি লাভের এক মাত্র উপায়-স্বরূপ ব্রহ্মোপাসনাকে তাদৃশ আবশ্যক বোধ করিতেন না। আত্ম-সাধারণ ব্রহ্মজ্ঞান যে নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া এ দেশের লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে, ইহাই তাহার এক মাত্র কারণ; এবং ঈশ্বরের জ্ঞান ও তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্ম একত্র করিয়া যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছেন, ঐ কারণেই তাহা তাঁহারদের নিকট নূতন বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

এই রূপে সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বরকে স্রষ্টার পরিবর্ত্তে নির্ম্মাতা বলিয়া তাঁহার সহিত আমারদের সম্বন্ধ সঙ্কুচিত করা অথবা অবিদ্যা নামক কল্পিত পদার্থে সৃষ্টি-শক্তি আরোপিত করিয়া সেই বিশ্বকর্ম্মাকে অকর্ত্তা বলিয়া অবধারণ করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদিষ্ট নহে। যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা, তিনিই ব্রহ্ম এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা কেবল এক মাত্র ঈশ্বর—ইহাই সত্য। সেই স্রষ্টা পাতার সহিত কি নিগূঢ় সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া আছি, তাহা আলোচনা কর এবং সেই সম্বন্ধ কি কি কর্ত্তব্যের উপদেশ প্রদান করে, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। তিনি কি উদ্দেশে আমারদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি উদ্দেশে আমারদিগকে পালন করিতেছেন, তাহা অনুসন্ধান কর; সেই মহান্ উদ্দেশ্যই যেন আমারদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়। আমরা আপনা হইতে উৎপন্ন হই

নাই, অব্যক্তীভূত প্রকৃতি হইতেও নহে; আর কাহা হইতেও নহে, সেই একমাত্র পরমেশ্বরই আমাদের স্রষ্টা। আমারদের এখানে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই যিনি অন্নপানাদি নানা প্রকার কামনার বিষয় দ্বারা এই সদাব্রত পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই আমারদের পাতা। সেই স্রষ্টা পাতা পরমেশ্বরই আমাদের প্রভু।

স্বপ্ন।

একদা আমি বিষয় কার্য্যের রূক্ষভাবে বিরক্ত হইয়া শান্তি লাভের প্রত্যাশায় দিবাবসানে একাকী এক সুরম্য উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। তথায় প্রবেশ করিয়া একটি লতাগৃহের শিলাতলে উপবেশন পূর্ব্বক স্বভাবের অদ্ভুত শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। উদ্যানের সুমন্দ মারুত-হিল্লোল আমার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত করিতে লাগিল। অলসে দেহ অবশ হইয়া আসিল। তখন আমি হস্তে মস্তক প্রদান পূর্ব্বক পরম সুখে শয়ন করিয়া মনুষ্য জীবনের অসারতা আলোচনা করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ নিদ্রা দেবী অতর্কিত ভাবে আগমন পূর্ব্বক স্নেহময়ী জননীর ন্যায় আমাকে আপনার সুকোমল অঙ্ক-শয্যায় গ্রহণ করিলেন। ইত্যবসরে দেখিলাম যেন আমার সম্মুখে এক সুপ্রশস্ত স্রোতস্বতী দুর্নিবার বেগে প্রবাহিত হইতেছে। উহার উভয় পার্শ্বে অত্যুচ্চ তীর-ভূমি উহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া ক্রমশ প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে এক তীরে হুতাশন প্রজ্বলিত শিখাজাল বিস্তার পূর্ব্বক নভোমণ্ডল স্পর্শ করিতেছে এবং অপর তীরে কেবল আনন্দ কোলাহল ও জয়ধ্বনি নিরন্তর উচ্চারিত হইতেছে। আমি দেখিলাম, এই নদীতে প্রবল তরঙ্গ-সমুদায় উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আন্দোলিত করত তুল-রাশির ন্যায় আগমন করিয়া সকলকে চকিত করিতেছে এবং ক্ষণকাল পরেই পুনরায় ঐ নদীর বক্ষঃস্থলে মিলিত ও বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। কোন স্থলে অতি ভীষণ আবর্ত্ত-সকল প্রবল-বেগে পরিভ্রমিত হইতেছে এবং চারি দিকের জল আপনার মধ্য-বিন্দুতে ক্রমশ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। আশ্চর্য্য এই, যাঁহারা এই নদীতে ভাসমান হইতেছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই অনিবার্য্য বেগে সেই আবর্ত্ত মধ্যে নিপতিত হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছেন এবং অনেকেই ইহার অধঃপাতি গতি অনুধাবন করিয়া সাবধানতার সহিত ইহাকে অতিক্রম করিতেছেন। এই অগাধ সলিলের মধ্যে বিচিত্র বর্ণ পরম সুন্দর নক্র কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তু-সকল করাল আস্য-কুহর বিস্তার পূর্ব্বক সকলকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। কেহ কেহ ইহারদের বাহ্য দৃশ্য দর্শনে মোহিত হইয়া যেমন সন্নিহিত হইতেছে, ইহারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভক্ষণ করিতেছে। এই নদীর প্রবাহে রাজহংস-সকল কোলাহল-সহকারে সকলের মন পুলকিত করিয়া ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছে এবং দুর্গন্ধময় মৃত দেহও লোকের ঘৃণা উৎপাদন পূর্ব্বক প্রবাহ-বেগে উপনীত হইতেছে। ঐ নদীর কোন স্থলে অন্তঃসলিলা বালুকারাশি স্ফীত হইয়া রহিয়াছে, অনেকে না জানিতে পারিয়া সেই দিক্ দিয়া গমন করিতেছে এবং বিপদে নিপতিত হইতেছে। দেখিলাম, যাঁহারা এই নদী সন্তরণে যত্নবান্ আছেন, তাঁহারদের মধ্যে অনেকেই ন্যূনাতিরেকে ইহার এক শত হস্ত পর্য্যন্ত যাইতে পারেন; কিন্তু এই নদীতে এমনি বিপদ যে প্রতি হস্তেই এক কালে অদৃশ্য হইয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। প্রত্যেক হস্তের নিকটেই একটি বিকটাকার পুরুষ লগুড় দ্বারা সকলকে প্রহার করিতে

উদ্যত হইতেছে এবং কাহাকে কাহাকে বা এক কালে লগুড় প্রহারে চূর্ণ ও বিলুপ্ত করিতেছে। যাঁহারা সতর্কতার সহিত এই নদীর নানা প্রকার ঘটনা অতিক্রম করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা এই লগুড় মস্তকে নিপতিত হইলেও উহাকে শিশির-বিন্দু পতনের ন্যায় নিঃশব্দ ও সুকোমল জ্ঞান করিতেছেন এবং কেহ কেহ বা বজ্রপাতের ন্যায় অতি ঘোর ও কঠোর বলিয়া অনুভব করিতেছেন। এই নদী যে কোন্ স্থান হইতে নিঃসৃত হইতেছে এবং কোথায় গিয়া যে মিলিত হইবে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কেবল আমি ইহার কিয়দংশ স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম। তৎপরে বোধ হইল যেন, ক্রমশ গাঢ়তর অন্ধকার চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে এবং তাহার মধ্য দিয়া এই নদী নিঃশব্দে ও গম্ভীর ভাবে প্রবাহিত হইতেছে।

আমি এই স্রোতস্বতী সন্দর্শনে একান্ত কুতূহলাক্রান্ত হইয়া ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছি; ইত্যবসরে এক খানি তরণী যদৃচ্ছাক্রমে আমার নেত্র-পথে নিপতিত হইল। যদিও ঐ নৌকার বাহ্য সৌন্দর্য্য তাদৃশ কিছুই দেখিতে পাইলাম না; তথাচ বোধ হইল উহার অভ্যন্তর হইতে এমনি এক তেজ নির্গত হইতেছে যে কোটি সূর্য্য তাহার নিকট পরাস্ত হইয়া যায়। দেখিলাম এক জন নাবিক পর্ব্বতের ন্যায় অটল ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া উহার কর্ণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং এক খানি সুদৃশ্য মানচিত্র উহাতে লম্বিত আছে। কর্ণধার মধ্যে মধ্যে এই মানচিত্রের প্রতি এক এক বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে এবং আপনার অনুভূত পথ উহাতে নিরীক্ষণ করিয়া হাস্য করিতেছে। ঐ নৌকায় দুই খানি ক্ষেপণী সংযত আছে। ঐ দৃঢ়কায় বলবান্ পুরুষ মানচিত্রের সহিত আপনার ভাবকে সামঞ্জস্য করিয়া যে পথে কোন বিঘ্ন নাই, সেই দিকে ক্ষেপণী চালনের অনুমতি করিতেছে। নৌকার মধ্যে একটি যন্ত্রের কণকময় শলাকা নিরন্তর উত্তরাভিমুখী হইয়া রহিয়াছে। নৌকা তাহার সাহায্যে অভিলষিত পথে অগ্রসর হইতেছে। এই নৌকাতে একটি লৌহময় কূপক আছে; উহা প্রবল বাত্যা উত্থিত হইলে উহাকে অটল ভাবে রাখিয়া থাকে। এই নৌকায় কতকগুলি অত্যুন্নত সুবর্ণময় স্তম্ভ প্রোথিত ও সুসজ্জিত রহিয়াছে। ঐ সমস্ত স্তম্ভ সন্দর্শন করিলে নিশ্চয়ই মন মোহিত হয়। নৌকাতে দুই গাছি দুশ্ছেদ্য রজ্জু আছে; বোধ হইল, নৌকা গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলে এই দুই রজ্জু দ্বারা তথায় ইহাকে বন্ধন করিবে। নদীর জল অতিশয় কটু, এই নিমিত্ত আরোহিগণ উহাতে যত্ন পূর্ব্বক সুস্বাদু সুশীতল সলিল সঞ্চিত রাখিয়াছে। দেখিলাম, এক এক সময় কুজ্ঝটিকা উত্থিত হইয়া নৌকার গমন পথ আচ্ছন্ন করিতেছে কিন্তু দুই জন ক্ষেপণী বাহক কর্ণধারের আদেশে তাহা অনায়াসে ভেদ করিয়া যাইতেছে। অনেকে এই নৌকাকে প্রবাহের নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম পূর্ব্বক গমন করিতে দেখিয়া উৎসাহিত হইতেছে এবং ঐ নৌকার পশ্চাতে প্রবাহ মধ্যে যে একটি পথ প্রস্তুত হইয়া যাইতেছে, তাহা বহু সংখ্য বিপন্ন ব্যক্তির উপজীব্য হইয়া উঠিতেছে। ঐ নৌকা কতগুলি সুগন্ধি শিলায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আরোহিগণ আনন্দের সহিত ঐ সমস্ত শিলাখণ্ড ইতস্তত নিক্ষিপ্ত করিতেছে এবং অনেকে তাহা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। ঐ নদীতে অনুকূল ও প্রতিকূল দুই প্রকার বায়ু নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু প্রতিকূল বায়ুস্পর্শে নৌকা চূর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং অনুকূল বায়ুস্পর্শে তাহা পূর্ণাকার প্রাপ্ত

হইতেছে। ঐ নদীর যে তীর-দেশে নিরন্তর আনন্দ কোলাহল ও জয়ধ্বনি উচ্চরিত হইতেছে, আরোহিগণ সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন এবং পাছে ভ্রম প্রমাদ বশত অপর তীরে যাইতে হয়, এই ভয়ে সততই শঙ্কিত আছেন।

আমি বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে এই নৌকা নিরীক্ষণ করিতেছি, ইত্যবসরে সহসা এই রূপ আকাশবাণী হইল, বৎস! তোমার সম্মুখে যে স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে, উহা মনুষ্যের জীবন। ঐ স্রোতস্বতীর যে অত্যুচ্চ দুইটি তীর নিরীক্ষণ করিতেছ, উহা স্বর্গ ও নরক। নদীতে যে সমস্ত তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে, উহা জীবনের সুখ দুঃখ। ঐ যে আবর্ত্ত দেখিতেছ, উহা মোহ এবং বিচিত্রবর্ণ নক্র কুম্ভীর প্রভৃতি ভয়ঙ্কর জলচর-সকল জীবনের নানা প্রকার প্রলোভন। নদীতে যে সমস্ত রাজহংস সঞ্চরণ করিতেছে, উহা জীবনের কীর্ত্তি এবং যে সকল দুর্গন্ধময় মৃত দেহ প্রবাহিত হইতেছে, উহা কলঙ্ক। মধ্যে মধ্যে যে অন্তঃসলিলা বালুকারাশি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, উহা জীবনের প্রহেলিকা। এই নদীতে একশত হস্তের অধিক কেহ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না; ইহার তাৎপর্য্য এই যে মনুষ্য শত বর্ষের অধিক জীবিত থাকে না। প্রত্যেক হস্তের নিকট যে বিকটাকার পুরুষ আছে, উহা মৃত্যু। এই নদীর যে কিয়দংশ দেখিতে পাইতেছ, ইহা ঐহিক জীবনের সীমা এবং যে অংশ অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহা অনন্ত জীবন।

এই নদীতে যে এক খানি নৌকা দেখিতেছ, উহা ধর্ম্ম। যে একটি পুরুষ দৃঢ় ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া উহার কর্ণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে, উহার নাম প্রজ্ঞান। যে দুই খানি ক্ষেপণী দেখিতেছ, উহা অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি। ঐ নৌকায় যে মানচিত্র রহিয়াছে, উহা বিবেক। যে কণকময় শলাকা নিরন্তর উত্তরাভিমুখী হইয়া রহিয়াছে, উহার নাম বিশ্বাস। উহাতে যে কূপক আছে, তাহা দৃঢ়তা। নৌকার উপর যে সমস্ত স্তম্ভ দেখিতেছ, উহা ধর্ম্মের উন্নত আশা। উহাতে যে দুই গাছি রজ্জু আছে, তাহা প্রীতি ও ভক্তি। ইহার গন্তব্য স্থান স্বয়ং ঈশ্বর। উহাতে যে জল সঞ্চিত আছে, তাহা শান্তি। সময়ে সময়ে যে কুজ্ঝটিকা উত্থিত হইতেছে, উহা কুসংস্কার। নৌকাতে যে সুগন্ধি শিলাসকল রহিয়াছে, তাহা সাধুভাব। ঐ নদীতে যে অনুকূল ও প্রতিকূল দুইটি বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, উহারা পাপ ও পুণ্য।

বৎস! জীবনের তো এই সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলে, এক্ষণে সতর্ক হও এবং ঐ নৌকায় গিয়া আরোহণ কর!

আমি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যগ্রতার সহিত নৌকা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যেমন প্রবাহে নিপতিত হইলাম, তৎক্ষণাৎ চৈতন্য লাভ হইল। জাগরিত হইয়া দেখি যে সে নদীও নাই এবং নৌকাও নাই, আমিই কেবল একাকী শিলাতলে নিপতিত রহিয়াছি।

আত্মোৎকর্ষ বিধান।

২৭৯ সংখ্যক পত্রিকার ১৫৪ পৃষ্ঠার পর।

এই রূপে আত্মোৎকর্ষ বিধানের কতক গুলি উপায় উপস্থাপিত হইল। এক্ষণে এপ্রকার আশা করা যাইতে পারে, যে সংপ্রতি যে সমস্ত প্রস্তাবের আন্দোলন করা গেল, তদ্দ্বারা সহৃদয় পাঠকবর্গ অপরাপর উপায় সকলের উদ্ভাবন করিয়া লইবেন এবং কেবল বর্ত্তমান কালের নিমিত্তে আমোদিত না হইয়া উত্তর কালের নিমিত্তেও বিশুদ্ধ আনন্দ ও অশেষ কল্যাণের সংস্থান করিবেন। ঈদৃশ আশার আবির্ভাবে মানস-

নিলয়ে এক প্রকার অননুভূতপূর্ব্ব উদার সন্তোষের সঞ্চার হইতেছে বটে, তথাপি এ স্থলে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিলে সত্যের নিকটে ঋণী হইতে হইবে। আমাদের অযৌক্তিক আশার উত্থাপন করা অভিপ্রেত হইতেছে না; সুতরাং ইহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, সম্প্রতি আত্মোৎকর্ষ বিধানের উপযুক্ত উপায় বলিয়া যে সকল বিষয় পাঠকগণ সন্নিধানে উপস্থাপিত হইল, তৎসমুদায় যথোক্ত প্রকারে ব্যবহৃত হইলে, যদিচ প্রত্যেক কালে প্রত্যেক অনুষ্ঠাতা ব্যক্তিকে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত করিবে, তথাপি শৈশব কালের বিদ্যা-রস যাঁহার চিত্ত ভূমিকে ভাবী উৎকর্ষের নিমিত্তে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহা ব্যতিরেকে অপর ব্যক্তিতে তৎসমুদায় সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন শুভময় ফলোৎপাদন করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না। বিদ্যানুশীলনে উপেক্ষিত হওয়ায় যাহাদিগের বাল্যকাল নিরর্থক অতিবাহিত হইয়াছে, তাহারা উত্তর কালে উন্নতিশালী হইলেও প্রথম বয়সের অপচয় শোধন করা তাহাদের অবশ্যই দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। আমারদের পুত্র কন্যাগণকে ঈদৃশ অপচয় হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তে আমরা সকলেই প্রোৎসাহিত হইতে পারি—আত্মোৎকর্ষ বিধানের যে সমস্ত উপায় যৌবনকালে সুলভ হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ের ফলোপধায়ক যথার্থ ব্যবহারার্থে তাহাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই সাধ্যানুসারে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পারি, এই উদ্দেশে এ কথার উল্লেখ করা যাইতেছে। আমাদের এই উদ্দেশ্য যাহাতে সিদ্ধ হয়,—আমাদের সন্তান সন্ততিগণ যাহাতে বিশুদ্ধ বিদ্যাবান্, জ্ঞানবান্, আত্মবান্, ধর্ম্মাত্মা, নীতিমান্, বীর্য্যবান্ ও ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া "আর্য্য" নামের উপযুক্ত হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ হওয়া স্বদেশীয় ভদ্র মাত্রেরই কর্ত্তব্য। বিদ্যা শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া যাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাঁহারাই তাঁহাদের দেশের যথার্থ উপকর্ত্তা। বদান্যতা পূর্ব্বক স্বজাতির জ্ঞান-দারিদ্র্য বিমোচন করাতে তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া উঠে। পুরুষ-পরম্পরা ক্রমে জ্ঞান ধর্ম্মের যত উন্নতি হয়, তাঁহাদের সমুত্থিত কীর্ত্তি-পতাকা সুখ্যাতি-সমীরণ দ্বারা ততই আন্দোলিত হইতে থাকে।

সৌভাগ্য ক্রমে আমাদের রাজ্যেশ্বরী ও রাজপুরুষগণের প্রজানুরাগ এবং স্বদেশীয় মহোদয় মানবগণের ঐকান্তিক প্রযত্ন সমবেত হইয়া এই জ্ঞানৈশ্বর্য্য-পরিচ্যুত দুরবস্থিত ভারত রাজ্যে পুনর্ব্বার বিদ্যালোক বিকীর্ণ করিবার উপক্রম করিয়াছে। অধুনা সংস্কৃতাদি বিবিধ ভাষায় বিদ্যা প্রচারের উদ্দেশে বিবিধ প্রকাশ্য বিদ্যালয় সমুদায় সংস্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যানুরাগী প্রজাগণ নিজ নিজ গ্রামে বিদ্যা প্রচারের অভিপ্রায়ে রাজকীয় সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহাও অসঙ্কোচে প্রদত্ত হইতেছে। সর্ব্বাধ্যক্ষ বিশ্ব-বিদ্যালয়, সকল বিদ্যালয়ের ফলদর্শী হইতেছে। নর্ম্যাল মাধ্যমিক প্রভৃতি বিদ্যালয় সকল সাধারণ লোক মধ্যে বিদ্যা বিতরণ করিবার নিমিত্তে শিক্ষক সমস্ত প্রস্তুত করিতেছে। চিকিৎসা বিদ্যালয় ভূরি ভূরি সুচিকিৎসক প্রস্তুত করিয়া শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান করিতেছে। অধিক কি, কোন বিজাতীয় পুণ্যকীর্ত্তি মহাত্মা রাজকর্ম্মচারীর অসামান্য বদান্যতা ও ঐকান্তিক প্রযত্ন দ্বারা স্ত্রী শিক্ষা প্রচারিত হইয়া অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন অন্তঃপুর মধ্যেও জ্ঞান-জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। এতদ্ভিন্ন কৃষি ও বহুতর শিল্প কর্ম্মের উন্নতি কল্পে নানা প্রকার চেষ্টা হইতেছে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে " যে কোন ব্যক্তি

যে কোন ব্যবসায় অবলম্বন করুক, এক প্রকার ব্যাকরণ পাঠ করিয়া তাহার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য" এই প্রসিদ্ধ উপদেশ বাক্যটি যে এতকালে ফলোন্মুখ হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু দেশের লোক সংখ্যা ও উৎপন্ন রাজস্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সাধারণ বিদ্যা প্রচারের উদ্দেশে রাজকোষ হইতে যে অপেক্ষাকৃত অল্প অর্থ বিনিয়োজিত হইতেছে, ইহাও নিঃসন্দেহ স্বীকার করিতে হইবে। ইহার অপর প্রমাণ প্রদর্শন করিবার আর প্রয়োজন নাই, কেবল শিক্ষকদিগের পদ-মর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। অস্মদ্দেশে শিক্ষকের পদ একটা অপকৃষ্ট পদ বলিয়া সচরাচর পরিগণিত হইয়া থাকে। গুরু মহাশয়ের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা বরং কোন ব্যবসায়ীর আপণে লিপিকর হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করাও শত গুণে শ্রেষ্ঠ, এই রূপ সংস্কার প্রায় অনেকেরই বদ্ধমূল হইয়া আছে। এপ্রকার সংস্কার থাকিবার কারণ কি? শিক্ষকের পদ কি সত্য সত্যই অতি জঘন্য। শিক্ষকেরা কি লিপিকরগণ অপেক্ষাও অল্প মর্য্যাদার পাত্র? কখনই নহে। তবে শিক্ষকতা কর্ম্মে লোকের এত অপ্রবৃত্তি কেন হয়? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল উক্ত কর্ম্মে বেতনের অনুপযুক্ততা মাত্র। প্রধান রাজধানী প্রভৃতি কয়েকটি গণ্য প্রদেশের কয়েক জন প্রধান শিক্ষক ভিন্ন অপর সর্ব্বস্থানেই শিক্ষকদিগের বেতন প্রায়ই অল্প দেখা যায়। এক জন তার-বাহ মাসে যে অর্থ উপার্জ্জন করে, তদপেক্ষাও অল্প বেতন পান, এমন অনেক শিক্ষক দৃষ্ট হইতেছেন।

এতদ্দেশে এরূপ অনেক ভদ্র পরিবার দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথায় পারিবারিক চিকিৎসক মাসে যে বেতন প্রাপ্ত হন, বালক বালিকাদিগের শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত পণ্ডিত তাহার তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইলে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। চিকিৎসক গৃহে আইলে গৃহস্বামী সসম্ভ্রমে প্রত্যুত্থান ও বন্দনাদি করিয়া যেরূপ সমাদরের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করেন, পণ্ডিত গৃহে আইলে তাহার শতাংশের এক অংশও করেন কি না সন্দেহ। চিকিৎসক কোন কথা বলিবার উপক্রম করিলে গৃহস্বামী তাহা শ্রবণ করিতে এ প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করেন যে, তাঁহার সমুদয় অঙ্গ যেন কর্ণময় হইয়া উঠে; কিন্তু শিক্ষক কোন কথা জিজ্ঞাসু হইলে, তাঁহার আর সে ভাব থাকে না; তৎকালে তিনি বধির বলিয়াও প্রতীয়মান হইতে পারেন। চিকিৎসক ও শিক্ষকদিগের মধ্যে আদর গৌরবাদির এরূপ প্রভেদ কি নিমিত্তে হয়? চিকিৎসকের কর্ম্ম কি শিক্ষকের কর্ম্ম অপেক্ষা গুরুতর? কদাচ নহে। চিকিৎসক শারীর রোগের প্রতীকার করেন, শিক্ষক মানসিক রোগাপনয়নের প্রয়োজক হন; চিকিৎসক ক্ষণ-বিধ্বংসী শরীরের দীর্ঘকালস্থায়িত্ব বিষয়ে যত্ন করেন, শিক্ষক অবিনশ্বর আত্মার নিত্য সমুন্নতি সাধনে নিযুক্ত থাকেন; সুতরাং চিকিৎসকের পদ অপেক্ষা শিক্ষকের পদ যে অধিক গৌরবাস্পদ, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। শরীর ধর্ম্মের সাধন মাত্র, আত্মা ধর্ম্মের আধার; অতএব যখন শরীর অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, তখন শরীরের চিকিৎসক অপেক্ষা আত্মার চিকিৎসক শ্রেষ্ঠ না হইবেন কেন? কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, অস্মৎসমাজে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা চলিতেছে।

শিক্ষকদিগের দুরবস্থা ও অনাদর বিষয়ে উক্ত রূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে

পারে, পরন্তু তৎসমুদায়ের আন্দোলন কেবল বাগাড়ম্বর মাত্র। এক্ষণে কি প্রকারে এই দোষের পরিহার হয়—কি উপায়ে শিক্ষকদিগের আয় ও পদ মর্য্যাদার বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহার বিবেচনা করাই আবশ্যক। ইহাতেও যে কিছু ফল দর্শিবে, তাহারই বা প্রত্যাশা কি? তবে বিদ্যা-প্রচার বিষয়ে সংপ্রতি লোকের যেরূপ অনুরাগ দেখা যাইতেছে—জাতীয় ভাব প্রবর্দ্ধনার্থে কোন কোন মহাত্মার যে প্রকার আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে এতাদৃশ প্রযোজনীয় বিষয়ের আন্দোলনে সাহস করা অসঙ্গত নহে। ইহার দ্বারা সমীহিত সিদ্ধি লাভের প্রত্যাশা না থাকুক, অন্তত সহৃদয় মানবগণের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারিবে, এই মনে করিয়াই ইহার আন্দোলনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

প্রজাগণের ধন প্রাণ রক্ষার ন্যায় বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতিও যে, রাজার যত্নের উপরে বিস্তর নির্ভর করে, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই এবং আমাদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থে রাজপুরুষেরা যে উচিত মত ব্যয় নির্দ্ধারণ করেন নাই, তাহাও সত্য; তথাপি বিজাতীয় রাজার অধীনে থাকিয়া আমরা বিদ্যা-রসের যেরূপ আস্বাদন পাইতেছি, ইহাই আমাদিগের আশার অতিরিক্ত হইতেছে। অতএব শিক্ষকদিগের অবস্থা শোধনার্থে রাজপুরুষদিগকে অনুরোধ করা উচিত নহে। কিছু দিন হইল, তাঁহারা এতদ্দেশের শিক্ষা-সংক্রান্ত ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের সাময়িক বেতন বৃদ্ধি করিবার নিয়ম প্রচারিত করিয়া যদিও কিঞ্চিৎ পক্ষপাত-দোষে লিপ্ত হইয়াছেন, তথাপি তদ্দ্বারা দেশীয় শিক্ষকদিগের অন্তঃকরণে এক প্রকার আশার সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে বিদ্যা-প্রচারার্থে তাঁহাদের এ রূপ নিয়মও আছে যে, গ্রামস্থ লোকেরা সমবেত হইয়া যদি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, প্রার্থনা করিলে রাজ কোষ হইতেও সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। এ সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে, রাজপুরুষদিগের ইহাতে বিশেষ ত্রুটি স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত হয় না। ইহাতে আমাদিগেরই ত্রুটি হইতেছে। আমরা যত্ন করিলেই শিক্ষকদিগের অবস্থা শোধন করিতে পারি। নিরর্থক গ্রাম্য আমোদ প্রমোদে যে সকল অর্থ অপব্যয় হয়, তাহার ষোড়শাংশ মাত্র প্রস্তাবিত বিষয়ে ব্যয়িত হইলে যথেষ্ট হইতে পারে। যাঁহারা ভূসম্পত্তির অধিকারী না হইয়াও চাকরী ও বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের আয়ের স্থিরতা নাই; সুতরাং তাঁহারা উক্ত কার্য্যের উদ্দেশে যদি এক কালে এ রূপ পরিমাণে অর্থ উৎসর্গ করেন যে, তাহার বৃদ্ধি দ্বারা উহাতে কিছু সাহায্য হয়, তাহা হইলেই বিশিষ্ট ফল দর্শে। যাঁহারা মধ্যবিত্ত, তাঁহাদের এক কালে অধিক অর্থ ব্যয় করা সাধ্য না হইলেও মাসিক নিয়মে কিছু কিছু দান করা অসম্ভাবিত নহে। তাদৃশ সাহায্যের সমষ্টিও অল্প ফলদায়ক হয় না। অস্থাবর-ধন-সমৃদ্ধ ও মধ্যবিত্ত লোকদিগের ঐকান্তিক প্রযত্নে শিক্ষা কার্য্যের বিস্তর উন্নতি হইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সহায়তাকে মুখ্য উপায় বলিয়া গ্রহণ করা এস্থলে অভিপ্রেত হইতেছে না। যাঁহারা ভূসম্পত্তি-সমৃদ্ধ, তাঁহারাই আমাদিগের প্রধান লক্ষ্য। তাঁহারা মনোযোগ করিলেই শিক্ষা কার্য্যের সমুন্নতি ও শিক্ষকদিগের অবস্থা শোধন অনায়াস-সাধ্য হয়।

হিন্দু-সমাজে এতাদৃশ ভূস্বামী প্রায়ই দৃষ্ট হন না, যাঁহার কিয়দংশ নিষ্কর ভূমি দেব কার্য্য উদ্দেশে নির্দ্দিষ্ট না আছে। যাঁহাদের বিষয় অতি সামান্য, তাঁহাদিগেরও

কিছু না কিছু দেবত্র ভূমি আছে। প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহাদির সেবা এবং তদুপলক্ষে বিষয়ানুরূপ অন্নদানাদি সাত্ত্বিক কার্য্যে ব্যয়িত হইবে বলিয়াই দেবত্র ভূমির উপস্বত্ব পৃথক্ ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। যাহাতে দয়া উপচিকীর্ষা প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ হয়, তাহাকে অবশ্যই সাত্ত্বিক কার্য্য বলিতে হইবে; পরন্তু লোকের স্বভাব দোষে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক কার্য্যে উক্ত উপস্বত্ব বিনিয়োজিত হওয়া সুদুর-পরাহত হইয়াছে। কালের গতি ক্রমে তামসিক কার্য্যেরই অধিকতর প্রাদুর্ভাব সচরাচর প্রত্যক্ষ হইতেছে। এক্ষণে নিকৃষ্ট আমোদ প্রমোদই দেব সেবার অধিকাংশ অঙ্গ। ভূস্বামী মহোদয়েরা ইহা বিলক্ষণ রূপে পর্য্যবেক্ষণ করুন, কার্য্যাকার্য্য ও হিতাহিত চিন্তা করিয়া দেখুন,—পরে যদি কর্ত্তব্য বোধ হয়, তবে তামসিক কার্য্যের কিয়দংশে হ্রাস করিয়া তাহার বিনিময়ে শিক্ষা কার্য্যের পোষকতা করুন। যদি অভ্যাস বশত তাঁহারা স্বয়ং তামসিক কার্য্য হইতে কিয়ৎ পরিমাণেও নিবৃত্ত থাকিতে না পারেন, অন্তত সন্তান সন্ততিগণকে উক্ত কার্য্যের সংস্রব হইতে পৃথক্ রাখিতে যত্নবান্ হউন;—দেবত্র ভূমির উপস্বত্ব হইতে শিক্ষা কার্য্যের পোষকতা করিতে হইলে, দেব-সেবার ত্রুটি এবং তন্নিবন্ধন অধর্ম্ম ও অপকীর্ত্তি হয়, যদি এরূপ আশঙ্কা করেন, তবে অপর কোন নিষ্কর ভূমি তদর্থে উৎসর্গ করিয়া দিউন। জ্ঞানোন্নতি-সাধনের উদ্দেশে বিগ্রহ-সেবার আংশিক ত্রুটি হইলেই বা হানি কি? হে ভূম্যধিকারী মহোদয়গণ! নিরাকার পরব্রহ্মের ভাবনা করা অল্প বুদ্ধি লোকদিগের দুঃসাধ্য, ইহা পর্য্যালোচনা করিয়াই মহর্ষিরা পুরাণাদি শাস্ত্রে দেব দেবী প্রভৃতির যে কল্পনা করিয়াছেন, ইহা আপনারা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। দেব দেবীর উপাসনায় প্রবৃত্ত থাকিলে লোকের ক্রমশ চিত্ত শুদ্ধ হইয়া পরিণামে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে এবং তত্ত্বজ্ঞান হইলে আর তাদৃশী উপাসনার প্রয়োজন থাকিবে না, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য; অতএব সবিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখুন, যাহার সাধন বিষয়ে পরম্পরা সম্বন্ধে বিগ্রহাদি সেবার কারণতা আছে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই জ্ঞানের সংবর্দ্ধন নিমিত্তে বিগ্রহাদি-সেবার্থ-নির্দ্দিষ্ট অর্থের কিয়দংশ বা সম্পূর্ণ অংশ ব্যয় করিলে অধর্ম্ম বা অপকীর্ত্তি হইবার সম্ভাবনা কি?

উল্লিখিত প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত হইলে যে, অশেষ কল্যাণের নিদান হইতে পারে, ইহা নির্দ্দেশ করা বাহুল্য। তদ্দ্বারা দেশের মহান্ অভাব অপনীত হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, আয়ুর্ব্বেদ, ধর্ম্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, নভোমণ্ডলতত্ত্ব, উদ্ভিজ্জতত্ত্ব, রসায়ন, যুদ্ধ বিদ্যা, তৌর্য্যত্রিক্রিয়া প্রভৃতি বহুতর জ্ঞাতব্য বিষয়ের মলিন ভাব রহিয়াছে; অতএব পূর্ব্বোক্ত উপায় দ্বারা সাধারণ বিদ্যা প্রচারার্থে উপযুক্ত অর্থ সঞ্চিত ও উপযুক্ত রূপে ব্যয়িত হইলে অবশ্যই তৎসমুদায়ের সংশোধন হইবে। সমুচিত বেতন নির্ধারণ করিলে উপযুক্ত শিক্ষকের আর অসদ্ভাব থাকিবে না। অধ্যাপন কার্য্যের উৎকৃষ্ট প্রণালী, প্রকৃত যোগ্যতা ও গৌরবের বৃদ্ধি হইবে। শিক্ষক শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইতে আর কাহারও ঘৃণা বোধ হইবে না, প্রত্যুত সকলেই তদ্বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। এক্ষণে পাঠকবর্গের প্রতি অনুরোধ এই যে, উচিত বোধ হইলে, তাঁহারা ইতস্তত এই প্রস্তাবের আন্দোলন করিতে থাকুন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাঁহারা বিধবা-বিবাহ-প্রচার, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহের নিবারণ, জাতিভেদ গত ধর্ম্মসংস্রব

নিরাকরণ, জাতীয় ভাব প্রবর্দ্ধন প্রভৃতি যে সমস্ত শুভাবহ কার্য্যের সংসাধন বিষয়ে ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন, বিদ্যা প্রচারের বাহুল্যই তৎসমুদায়ের অন্তরঙ্গ-সাধন। বিদ্যালোকে লোক-সমাজ সমুদ্ভাসিত হইলে ঐ সকল অভিলষিত ব্যাপার আপনা হইতেই সিদ্ধ হইয়া উঠিবে; সুতরাং অগ্রে জ্ঞান-জ্যোতি বিকীর্ণ করিবার চেষ্টাই সাধীয়সী। সভাপতি বাগ্মীরা স্বীয় স্বীয় সভা-মধ্যে সর্ব্বদা উক্ত প্রস্তাবের আন্দোলন করুন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকেরাও ধর্ম্মোপদেশের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত প্রস্তাবের অনুরূপ উপদেশ প্রদান করিতে থাকুন। পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত হইলে উহাতে ঐশ্বর্য্যশালী ভূম্যধিকারীদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হইলেও হইতে পারে। তাঁহারা সকলে এক-বাক্য হইয়া সমবেত যত্ন ও সাহায্য দ্বারা সাধারণ বিদ্যা প্রচারার্থে একটি বিশাল ভূসম্পত্তির সংস্থাপন করত উহাকে সাধারণ ভূসম্পত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করুন। শিল্পী, কৃষাণ, ভারবাহী প্রভৃতি সমুদায় লোকেই "বিদ্যা প্রচারিণী সাধারণ সম্পত্তি" বলিয়া আনন্দ নিনাদ উত্থাপন করুক এবং পরস্পর ভ্রাতৃভাবে সম্বদ্ধ, একহৃদয় ও একাত্মা হইয়া অবিচলিত উৎসাহ সহকারে সর্ব্বপ্রযত্নে উক্ত সম্পত্তির সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন করিতে থাকুক। সংপূর্ণ বিশ্বাস পূর্ব্বক অসঙ্কোচে যাঁহাদিগের হস্তে বালক বালিকাগণের শিক্ষা কার্য্যের ভার সমর্পণ করিতে পারা যায়, এরূপ সুবিজ্ঞ, বহুদর্শী, সচ্চরিত্র শিক্ষক ও শিক্ষিকা সকল সংগৃহীত ও উৎপাদিত হইতে থাকুন। দেশের সর্ব্বস্থানে বিদ্যার সুবিমল দীপ্তি প্রসারিত হইয়া বুদ্ধি-বল, নীতি-বল, ও ধর্ম্ম-বল প্রকাশিত করুক; চির-প্রথিত জাতি-বিদ্বেষ বিরোধ-বুদ্ধি ও ঈর্ষ্যাদি মালিন্য অপনয়ন পূর্ব্বক লোক মাত্রের হৃদয়ে ভ্রাতৃভাব বিস্তারিত করুক এবং অখিল সভ্য জগতের মধ্যে একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনব সমাজের সৃষ্টি করুক। আহা! যদি বঙ্গ ভূমির—অথবা সমুদায় ভারতবর্ষের পুনর্ব্বার শুভ দিন হয়;—যদি ইহার চির-বিলুপ্ত সৌভাগ্য প্রভার পুনর্ব্বার উন্মেষ হইবার হয়, তবে কাল ক্রমে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে এবং আত্মোৎকর্ষ বিধানের এই মূলীভূত উপায়টিও সম্যক ফলোপধায়ক হইবে।

থিওডোর পার্কর।

২৮৫ সংখ্যক পত্রিকার ১৫ পৃষ্ঠার পর।

কাল যত অতীত হইয়াছে, কুসংস্কারও তত রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে। লোকে অসভ্যাবস্থায় যেমন শরীরের অঙ্গ বিশেষ ছেদন করিত, অবস্থার অপেক্ষাকৃত উন্নতি হওয়াতে উহা আর যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় নাই। এই সময়ে আত্মার প্রতি লোকের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। প্রজ্ঞা, ধর্ম্মজ্ঞান ও প্রীতি প্রভৃতি আত্মার যে সমস্ত বৃত্তি অতি পবিত্র এবং যে গুলি ঈশ্বরের দ্বারে গমন করিবার একমাত্র অবলম্বন; এই অবস্থায় তাহাদের মস্তকে শাণিত অসি প্রহার করা হইয়াছে। প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে বিবেচনা, বিবেকের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত ও প্রীতির বিরুদ্ধে কার্য্যানুষ্ঠান ঈশ্বরের অনুমোদিত বলিয়া নিশ্চয় করা হয়। যাহা ঈশ্বরের প্রিয় নিকেতন, সেই দেহের অঙ্গ বিশেষকে ছেদন করা বরং উপেক্ষণীয় হইতে পারে, কিন্তু যাহা ঈশ্বরের প্রতিরূপ, সেই আত্মাকে অঙ্গ শূন্য করা, প্রজ্ঞাকে ভ্রান্ত বলা, বিবেককে ভূতের উপদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করা এবং হৃদয় হইতে বিশুদ্ধ প্রীতির মূলোচ্ছেদ করা, এই গুলি মনুষ্যের উপর কুসংস্কারের শেষ জয় লাভ, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

মনুষ্যের আত্মা যখন নিতান্ত রূঢ় অবস্থায় থাকে, তৎকালে সে ঈশ্বরের যে

ভাব গ্রহণ করে, তাহাও ঐরূপ রূঢ় হইয়া থাকে ; সে আপনার সদৃশ করিয়াই ঈশ্বরকে দেখে। যদি পশুর ধর্ম্মবীজ থাকিত, তাহা হইলে সে ঈশ্বরকে আপনার মতই দেখিত। সে মনে করিত ঈশ্বরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমা অপেক্ষা পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। তিনি আমা অপেক্ষা সবল ও দ্রুতগামী এবং তিনি স্বর্গের রমণীয় পশুচর ক্ষেত্রে সুস্বাদু তৃণ-মুষ্টি ভক্ষণ করিয়া থাকেন। যদি ঐ পশু কুসংস্কার পাশে বদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সে ঈশ্বরের প্রীতি বর্দ্ধনের নিমিত্ত সুকোমল দূর্ব্বাঙ্কুর ও স্বচ্ছ সলিল উপহার দেয় এবং আহার বিহার ও পশু জীবনের উপযোগী অন্যান্য বিষয় হইতে আপনাকে বঞ্চিত রাখিতে অভ্যাস করে। সেই রূপ যখন মনুষ্য আপনার অবস্থানুসারে ঈশ্বরের স্বরূপ ভাব গ্রহণ করে, তখন ঈশ্বরের উদ্দেশে অবস্থানুরূপ উপহার প্রদান ও ত্যাগ স্বীকার করা তাহার নৈসর্গিক কার্য্য সন্দেহ নাই। মনুষ্যের সাক্ষাৎ কৃতজ্ঞ বা সন্তপ্ত হৃদয়-স্বরূপ অধ্যবসায়ের চিহ্ন-স্বরূপ, প্রীতি আশা ও বিশ্বাসের নিদর্শন স্বরূপ উপহার ও ত্যাগ স্বীকার যখন নৈসর্গিক হইল, তখন ইহা কখনই দূষণীয় হইতে পারে না। যখন তরুণ সূর্য্য পূর্ব্ব দিক্ হইতে রক্ত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উত্থিত হয়, তখন যে কোন জাতি উহার প্রতি সবিশেষ সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত গললগ্নীকৃতবসনে দীন নয়নে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণত হয়—যখন সে দিবসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ রজনী মুখে গুগ্‌গুল-গন্ধি পবিত্র ধূম চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ করিতে থাকে—যখন সে নভোমণ্ডলে নয়নমনোমোহন চন্দ্রের স্নিগ্ধ মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আপনার করতল চুম্বন করে—এবং যখন সে কৃতজ্ঞ বা অনুতপ্ত হৃদয়েই হউক মনের ভাবকে ত্যাগ স্বীকার দ্বারা ব্যক্ত করে, তখন কি তাহাকে কুসংস্কারাবিষ্ট বলিব? কখনই না; সে এক জন সরল-চিত্ত ও সুকুমার মতি। পিতা পুত্র ও বন্ধুর নিমিত্ত ত্যাগ স্বীকার আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। প্রীতি প্রভৃতি মানসিক যে সমস্ত তেজস্বিনী বৃত্তি আছে, ত্যাগ স্বীকার যে তৎসমুদায়ের অনুমোদিত, ইহার ভাবটি সকলেরই মনোমধ্যে মুদ্রিত রহিয়াছে। ঈশ্বরের কিছুরই আবশ্যক নাই; তিনি কিছুই গ্রহণ করেন না, তথাচ তাঁহাকে উপহার প্রদান করা মনুষ্যের আবশ্যক। কিন্তু এই সমস্ত দান যদি ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইবার কারণ ও তাঁহার তুষ্টি সাধনের মূল্য স্বরূপ হয়, তাহা হইলে এই রূপ ব্যবহারকে ঘৃণিত কুসংস্কার বৈ আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। এই রূপ ঘৃণিত কার্য্যের দৃষ্টান্ত সকল কালেই সুলভ। আব্রাহাম আপনার আত্মজ আইজাককে জিহোবার নিকট এবং আগামেমনন আপনার কন্যাকে রোষাবিষ্ট ডাএনার নিকট বলি প্রদানে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই দুই দেবতা এই বিষয়ে বিলক্ষণ সদয় ব্যবহার করেন। জিহোবা নির্দ্দয় কুঠারাঘাত হইতে আইজাককে রক্ষা করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে একটি মেষ প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং ডাএনা আগামেমননের কন্যার পরিবর্ত্তে একটি ভৃত্যকে আপনার তৃপ্তিসাধনের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া জ্ঞান করেন। এই শেষ উদাহরণ যে কত দুর ঘৃণাজনক তাহা অনুভবশালী ব্যক্তিমাত্রেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। পিতা আপনার সন্তানের প্রাণ নাশে উদ্যত! কি ভয়ানক! যিনি জীবনের দেবতা তাঁহারই নিকট নর বলি প্রদান! কি নিষ্ঠুর ব্যবহার! এই কার্য্য দ্বারা বিবেকের বিরুদ্ধে জ্ঞানের বিরুদ্ধে ও স্নেহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আচরণ করা হইতেছে।

কালুকাস্ কহিয়াছেন যে, এই রূপ অনুষ্ঠান ঈশ্বরের অভিপ্রেত, কিন্তু কালুকাস্ অপেক্ষা প্রাচীন এক জন ধর্ম্মযাজক কহিয়াছেন যে, এ কথা নিতান্ত অমূলক। যাহাই হউক, যাঁহারা ইহাকে ঈশ্বরের অভিপ্রেত বিশুদ্ধ এবং ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের কার্য্য বলিয়া গণনা করেন, তাঁহাদিগকে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদিগের মস্তক হইতে কুসংস্কার-কীট অদ্যাপি বিনষ্ট হয় নাই।

আকবর সা।

আকবর সা সুপ্রসিদ্ধ হুমাউন বাদসাহের পুত্র। ইনি স্বভাবত ধীর-প্রকৃতি, বিবেচক ও দয়াবান্ ছিলেন। ধর্ম্মে ইহাঁর বিলক্ষণ স্বাধীন বুদ্ধি ও অনুসন্ধান ছিল। এই নিমিত্ত চির-প্রচলিত মুসলমান ধর্ম্মে অল্প কাল মধ্যেই ইহাঁর অশ্রদ্ধা জন্মে। এই মত পরিবর্ত্তের সময়ে ইনি ফতেপুর নগরীতে * এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেন। ঐ স্থানে নানা প্রকার মুসলমান সম্প্রদায় একত্র করিয়া শুক্রবার অপরাহ্নে ধর্ম্মবিষয়ক নানা প্রকার বাদানুবাদ হইত। এই ধর্ম্ম-যুদ্ধে আকবরের এত দুর ঔৎসুক্য জন্মে যে, তিনি এক এক দিন তাঁহাদিগের সহিত ধর্ম্ম-চিন্তায় সমুদায় রজনী যাপন করিতেন।

আকবর অতিশয় উদার-স্বভাব ছিলেন। তিনি যে কেবল মুসলমান সম্প্রদায় লইয়া ধর্ম্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাহা নহে, অনেকানেক স্থান হইতে নানা প্রকার ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-মত অবগত হইতেন। তিনি কহিতেন যে, প্রত্যেক ধর্ম্ম অনুসন্ধান করিলে ইহাই বোধ হয় যে, প্রত্যেক ধর্ম্মেরই উৎকর্ষ প্রতিপাদনার্থ মধ্যে মধ্যে এক এক মহাপুরুষের উৎপত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। অলৌকিক ঘটনা ও পুস্তক বিশেষের অভ্রান্ততা সকল ধর্ম্মেই দেখিতে পাওয়া যায়। অসৎ ব্যবহার সকল ধর্ম্মেই নিষিদ্ধ। সত্য সাধারণ সম্পত্তি, কোন ধর্ম্মই সত্যকে নিজস্ব বলিতে পারে না। সুতরাং এক ধর্ম্মের মত একান্ত অশ্রদ্ধেয় ও অন্য ধর্ম্ম সম্পূর্ণ গ্রাহ্য এই রূপ স্বীকার করিবার কোন কারণই নাই। যে মুসলমান ধর্ম্ম সহস্র বৎসরের অনধিক কাল প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত প্রাচীন ধর্ম্মের মত এক কালে অস্বীকার করা যার পর নাই অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়।

তাঁহার এই রূপ ধর্ম্মসংস্কার হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ জাতির নিকট তিনি ধর্ম্মবিষয়ে অনেক সাহায্য লাভ করিয়া ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা মুসলমানদিগকে ম্লেচ্ছ জাতির মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন এবং উহাদিগের নিকট ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মর্ম্ম ভেদ করা নিষিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করেন, এই নিমিত্ত আকবর রাত্রি কালে গোপনে ব্রাহ্মণগণকে প্রাসাদে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত ধর্ম্ম-বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। পুরুষোত্তম নামা এক জন ব্রাহ্মণ আকবরকে হিন্দু ধর্ম্মের মত সমুদায় জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট বেতন গ্রহণ করিতেন। দেবীদাস নামক আর এক জন ব্রাহ্মণ প্রতি দিন রাত্রিকালে আকবরের শয়ন-গৃহে গমন করিয়া মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মসংক্রান্ত ইতিহাস সমুদায় ব্যাখ্যা করিতেন। এই ব্যক্তি সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি জড় পদার্থ সমুদায়ের এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণের উপাসনার উপদেশ দিতেন। আকবর এই সমস্ত ব্রাহ্মণ গণের নিকট হিন্দুদিগের দায়-ব্যবহার সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া ছিলেন এবং যে

---

* ফতেপুর আগ্রা হইতে ২৪ ক্রোশ অন্তর হইবে। ঐ স্থানে অদ্যাপি আকবর সাহের কীর্ত্তিশেষ দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

পুনর্জ্জন্ম প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মই স্বীকার করিয়া থাকে, এই সমস্ত ব্রাহ্মণেরাই তদ্বিষয়ক বিশ্বাসটি ইহাঁর হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেন। তৎকালে সুফিদিগের একেশ্বরবাদ আকবরের সবিশেষ আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। এই সময়ে তাজউদ্দিন নামা এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট সম্যক পরিচিত হন। তাজউদ্দিন আকবরের প্রীতি বর্দ্ধনের নিমিত্ত পূর্ণ ও বিশুদ্ধ এই দুইটি বিশেষণ তাঁহার সম্যক্ উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন এবং কহিতেন অন্যান্য সকলেরই ইহাঁর নিকট দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া ইহাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। ইনি সকল গুণের আধার ও তীর্থযাত্রী দিগের পবিত্র ক্ষেত্র-স্বরূপ। তাজউদ্দিনের এই বাক্যে অনেকেই অনুমোদন করিয়া ছিল এবং অনেকেই আকবরকে অতিশয় ন্যায়পর ও পরম ধার্ম্মিক বলিয়া স্বীকার করিত। কিন্তু এই সমস্ত বাক্য দ্বারা আকবর তাঁহাদিগকে নিতান্ত দুর্ব্বল-প্রকৃতি বলিয়া জ্ঞাত হইয়া ছিলেন।

তাঁহার রাজসভায় খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক গণেরও সমাগম ছিল। তাঁহারা খৃষ্টোক্ত ধর্ম্ম ও ত্রিনীতিবাদ বিষয়ে আকবরকে উপদেশ দিয়া ছিলেন। আকবর তাঁহারদিগের অবলম্বিত ধর্ম্ম অনেকাংশে সারবৎ বিবেচনা করিয়া আপনার পুত্র মুরাদকে * খৃষ্ট ধর্ম্ম-পুস্তক বাইবল অনুশীলনের আদেশ দেন এবং আবুল ফাজেল দ্বারা তাহা স্বদেশভাষায় অনুবাদিত করিয়া লন†।

বীরবল নামক এক ব্রাহ্মণ বাদসাহের এক জন সভাসদ ছিলেন। এই ব্যক্তি যুক্তিবলে বাদসাহকে সূর্য্যোপাসনায় দীক্ষিত করেন। ইহাঁর মত এই যে, সূর্য্য সকল প্রকার পূর্ণতার এক মাত্র আদর্শ; ইনি আলোক ও জীবনের উৎসস্বরূপ; সুতরাং ইহাঁর উপাসনা করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য এবং ইহাঁর অস্ত-কাল অপেক্ষা উদয়-কাল উপাসনার প্রশস্ত সময়। ঐ ব্রাহ্মণ কেবল সূর্য্যোপাসনার বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; উহাঁর বাক্যে আকবর অগ্নি বায়ু বৃক্ষ প্রস্তর প্রভৃতি জড় পদার্থের উপাসনাও স্বীকার করিয়া ছিলেন এবং ধেনু গোময় ও গঙ্গোদক পবিত্র বস্তু বলিয়া বোধ করিতেন। বাদসাহের সূর্য্যোপাসনায় উৎসাহ দেখিয়া তাঁহার সুবিজ্ঞ সভাসদেরা কহিতেন যে, সূর্য্যদেব চিরপ্রদীপ্ত অগ্নি বিশেষ, মনুষ্যের পরম উপকারী এবং ভূপালগণের রক্ষক। আকবর যে অবধি সূর্য্যোপাসনা অবলম্বন করেন, তদবধি নূতন বর্ষের প্রারম্ভে মহাসমারোহে একটি সূর্য্যোৎসব হইত। ঐ উৎসবের সাত দিবস বাদসাহ গ্রহগণের বর্ণানুসারে পরিচ্ছদ নির্ব্বাচন করিয়া লইতেন। তিনি সূর্য্যকে যে স্তুতিবাদ দ্বারা স্তব করিতেন, তৎসমুদায় সংস্কৃত গ্রন্থ হইতেই সঙ্কলিত হইত। চিকিৎসকেরা কহিতেন যে, গোমাংস পরিপাক করা নিতান্ত সুকঠিন এবং উহা দ্বারা নানা প্রকার পীড়া হইবার সম্ভাবনা আছে. এই নিমিত্ত গোমাংস ভক্ষণ তাঁহার রাজ্য-মধ্যে নিষিদ্ধ ছিল এবং সকলেই শূকর মাংস খাদ্য ও হৃদ্য বোধ করিত।

* ইনি আকবর সাহের দ্বিতীয় পুত্র। ১০০৫ হিজ্রী শকে পিতার জীবদ্দশায় লোকান্তরিত হন।

† মুসলমান ইতিবৃত্ত লেখকেরা কহেন যে, ফাইজি ও আবুল ফাজেল আকবরের কোরাণিক পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করাইবার মূল। মুসলমানদিগের মধ্যে ফাইজিই সর্ব্বাগ্রে সংস্কৃত অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন এবং আকবরের অনুরোধে ঐ ভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ সমুদায় অধ্যয়ন করেন। এই মহাত্মা পারসীক ভাষায় মহাভারত হইতে নল দময়ন্তীর উপাখ্যান এবং ভাস্করাচার্য্যের বীজ গণিত ও লীলাবতীর অনুবাদ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন যাহারা বেদের কিয়দংশ উপনিষদ মহাভারত রামায়ণ ও কাশ্মীর ইতিহাস অনুবাদ করেন, ইনিই তাঁহাদিগের আচার্য্যকতা করিতেন। আকবরের বিদ্যা বিষয়ে অতিশয় অনুরাগ ছিল। এক সময় তিনি বিবিধ দেশ ভাষায় পারদর্শী পণ্ডিতগণকে নিযুক্ত করিয়া অনেকানেক পুস্তক পারসীক ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

এক সময়ে গুর্জ্জর দেশ হইতে কতক গুলি অগ্নির উপাসক আকবরের নিকট আসিয়া ছিল। তাহারা তাঁহাকে অগ্নির উপাসনায় সম্পূর্ণ সম্মত করে। আকবর পূর্ব্বতন ঋষিদিগের নিয়মানুসারে অগ্নি স্থাপন করিবার বাসনায় দিবারাত্র রাজ-প্রাসাদে অগ্নি রক্ষার ভার আবুল ফাজেলের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং হিন্দুজাতীয় কএকটি স্ত্রীলোককে প্রতি দিন অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করেন।

আকবর বৎসরের প্রথম দিবস সর্ব্ব-সমক্ষে অগ্নির উপাসনা করিতেন। ঐ দিবস রাত্রিকালে প্রাসাদে আলোক মালার সহিত সকলের ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত হইয়া উঠিত। সূর্য্যোৎসবের সপ্তম দিবস অতীত হইলে আকবর ললাট দেশে টীকা ধারণ করিতেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার সৌভাগ্য লক্ষ্মী চিরস্থায়ী হইবে বলিয়া তাঁহার হস্তে মণিময় সূত্র বন্ধন করিয়া দিতেন*। আকবর সূর্য্যোৎসবের পর এই রূপ বেশে রাজসভায় উপস্থিত হইলে প্রধান লোকেরা তথায় আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে নানাপ্রকার উপহার প্রদান করিতেন।

তিনি যে ধর্ম্ম প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা যিনি অবলম্বন করিবার ইচ্ছা করিতেন, তাঁহাকে এই রূপে প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইত—আমি অমুক, আমার পিতার নাম অমুক; এক্ষণে আমি পূর্ব্ব পিতামহগণের অবলম্বিত ধর্ম্মের অসারতা অবগত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে তাহা পরিত্যাগ ও উৎসাহের সহিত আকবরের উদ্ভাবিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছি। আমি এই ধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত ধন মান যশ জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।

কোরানে এই রূপ কথিত আছে যে সকল মনুষ্যেরই ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে। আকবর একবার এই বাক্য সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত বিংশতি জন বালককে লোকালয় হইতে অন্তরিত করিয়া কোন এক নিভৃত স্থানে রাখিয়া ছিলেন এবং তাহাদিগের নিকট আহার দান-কাল ব্যতিরেকে মনুষ্যের সমাগম এক কালেই নিবারণ করিয়া দিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে তিনি তাহাদিগকে আনয়ন করিয়া দেখিলেন যে, তাহারা এক কালে মূক হইয়া গিয়াছে। যে স্থানে ঐ বালক সকলকে ঐ রূপে রক্ষা করা হইয়া ছিল, তাহা গাঙ্‌মহল বা মূকশালা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইত।

তাঁহার রাজ্য মধ্যে সুরাপান প্রচলিত ছিল কিন্তু অধিক পরিমাণে সুরা ব্যবহার করিলে তাহার গুরুতর দণ্ড হইত। তাঁহার রাজ্যে সুরা বিক্রয়ের স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইচ্ছা করিলেই কেহ সুরা বিক্রয় করিতে পারিত না। এই কার্য্যে তাহাকে রীতিমত রাজার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। তাঁহার আদেশে অসচ্চরিত্র লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া এক স্থানে বাস করিত। ঐ সকল লোক স্বেচ্ছানুসারে ইতস্তত বাস করিতে পারিত না। যে স্থানে ইহারা অবস্থান করিত, তাহা সয়তানপুর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। আকবর এই সয়তান পুরের তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ-পুরুষ নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যে সমাধি-কালে খাদ্য দ্রব্যের সহিত অর্থ দান নিষিদ্ধ হইয়াছিল। পিতৃব্য-পুত্রীর পাণিগ্রহণ এক কালে রহিত হইয়া যায় এবং পুরুষের ষোড়শ ও স্ত্রীলোকের চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত না হইলে বিবাহ হইত না।

আকবরের সময় আরবী ভাষায় ব্যবস্থা শাস্ত্র ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনুশীলন হইত না।

* ইহাকে রাখি বন্ধন বলে। পশ্চিম দেশে অদ্যাপি শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতে হিন্দু মাত্রেই হস্তে এই রূপ সূত্র বন্ধন করিয়া থাকে।

এমন কি আকবর ঐ ভাষার আলোচনা এক কালে রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। আরবী পুস্তকের পরিবর্ত্তে অন্যান্য ভাষা হইতে পুস্তক গৃহীত হইত। আকবর এই রূপ বিবেচনা করিতেন যে, মুসলমান ধর্ম্মের স্থিতি কাল সহস্র বৎসর; এক্ষণে তাহা অতীত হইয়াছে। এই নিমিত্ত তিনি হিজরী শকের পরিবর্ত্তে তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তি অবধি কাল-গণনার নিয়ম করিয়াছিলেন।

এক সময়ে তাঁহার রাজ্যমধ্যে কেহ রবি-বারে কোন জন্তু নষ্ট করিতে পারিত না। তিনি মাংসাহার এক কালে নিষেধ করিবার নিমিত্ত স্বয়ংই বৎসরের মধ্যে ছয় মাস কাল নিরামিষ ভোজন করিতেন। ঐ সময় তিনি দিবসের মধ্যে চারি বার সূর্য্যের উপাসনা করিতেন এবং দিবা দুই প্রহরের সময় হিন্দি ভাষায় সূর্য্যের একাধিক সহস্র নাম পাঠ করিতেন। প্রাতঃকালে তিনি সূর্য্য দর্শন না করিয়া স্নানাহার করিতেন না। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষায় সূর্য্যের একাধিক সহস্র নাম প্রস্তুত করিয়া ছিলেন। তাঁহারা বাদসাহকে রাম ও কৃষ্ণাবতারের ন্যায় দেখিতেন এবং বাদসাহের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত কহিতেন যে আমাদিগের প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে যে ভারতবর্ষে বিজাতীয় এক রাজা জন্ম গ্রহণ করিবেন। তাঁহা হইতে পৃথিবী সুনি-য়মে শাসিত হইবে এবং তিনি গো ও ব্রাহ্ম-ণকে যত্নের সহিত প্রতিপালন করিবেন। কেহ কেহ কহিতেন আকবর পূর্ব্ব জন্মে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তপোবলে এই রূপ অতুল ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্বের অধিকারী হন *।

আকবর কেবল ব্রাহ্মণ গণকেই আশ্রয় দেন নাই, অন্যান্য জাতির প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। তিনি আপনার ব্যয়ে মুসলমান ও হিন্দুদিগের নিমিত্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া ছিলেন। তিনি যোগীদিগের নিমিত্ত বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তিনি এক এক দিন রাত্রিকালে একাকী পাদচারে ঐ সমস্ত যোগীদিগের নিকট গমন করিয়া তাঁহার দিগের সহিত ধর্ম্ম-সংক্রান্ত নানা প্রকার কথোপকথন করিতেন। শিব রা-ত্রিতে ঐ সকল যোগীদিগের মহাসমা-রোহে একটি উৎসব হইত। আকবর ঐ উৎসব দর্শনার্থ গমন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত পানাহার করিয়া আসিতেন। মুসল-মান ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা উপস্থিত হওয়াতে তিনি শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে যোগীগণের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া ইহাঁদিগের ন্যায় শ্মশ্রু ধারণ করেন।

তিনি আপনার পুত্র জাহাঙ্গিরের ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে রাজা ভগবান দাসের কন্যার সহিত বিবাহ দেন। এই বিবাহ হিন্দুদিগের পদ্ধতি ক্রমে সম্পাদিত হইয়া ছিল।

আকবর এই রূপ একটি নিয়ম করিয়া-ছিলেন, যে কোন ব্যক্তিই একটির অধিক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে না কিন্তু কাহারও ভার্য্যা যদি বন্ধ্যা হয়, তাহা হইলে আর একটি স্ত্রীর পাণি গ্রহণ তাঁহার অনুমো-দিত ছিল। তিনি হিন্দু স্ত্রীলোকদিগকে প-তির সহিত চিতাগ্নিতে দগ্ধ হইতে দিতেন না,

* হিন্দুদিগের মধ্যে এইরূপ এক কিম্বদন্তী আছে যে মুকুন্দ নামা এক জন সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষের সা-ম্রাজ্য লাভের বাসনায় অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। তাঁহার এই রূপ অভিপ্রায় ছিল যে তিনি বর্ত্তমান দেহ পরিত্যাগ করিতে পারিলে পর জন্মে তপোবলে সম্রাট হইতে পারিবেন। ঐ ব্রাহ্মণ ইহ জন্মের বিষয় পর জন্মে স্মরণ হইবার নিমিত্ত এক খানি তাম্রফলকে কএকটি কথা লিখিয়া আলাহাবাদে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখেন। তৎপরে স্বেচ্ছাক্রমে অনল প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার নয় মাসের পর আকবর রূপে আলাহাবাদে জন্ম গ্রহণ করেন এবং যে স্থানে ঐ তাম্রফলক প্রোথিত করিয়া রাখিয়া ছিলেন, অবলীলাক্রমে তাহা আবিষ্কৃত করেন। আসি-য়াটিক রিসার্চ ৯ খণ্ড।

এবং বিধবা বিবাহের আবশ্যকতাও তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সতী-দাহ প্রতিষেধক বিধায়ক নিয়মটি অধিক কাল প্রচলিত রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার আদেশে হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা এবং মুসলমানদিগের মধ্যে কাজিরা সামাজিক বিবাদ-সকল নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। যদি কোন ব্রাহ্মণ-কন্যা মুসলমানের প্রতি আসক্ত হইয়া পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেন, আকবর বল পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বধর্ম্মে ব্যবস্থাপিত করিয়া দিতেন। কিন্তু আকবরের এই রূপ ধর্ম্ম ও ব্যবহার তাঁহার মৃত্যুর পর আর অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই।

বিজ্ঞান।

অনেকানেক গ্রহের জল-ভাগ ও স্থল-ভাগ কি রূপ, তাহা ভূবায়ু ও মেঘের আবরণ বশত কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না এবং কোন কোন গ্রহের দুরবর্ত্তিত্ব নিবন্ধন স্পষ্ট কিছুই দৃষ্টি-গোচর হইবার সম্ভাবনা নাই। গ্রহগণের মধ্যে শুক্র ও মঙ্গল অপেক্ষাকৃত আমারদিগের নিকটবর্ত্তী। সুতরাং এই দুই গ্রহের জল ও স্থল এক প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষত শুক্র অপেক্ষা মঙ্গল গ্রহ আরও বিষদ ভাবে দেখা যায়। এই গ্রহের মেরু-স্থান শীতকালে তুষার শিলায় নিরন্তর আচ্ছন্ন হইয়া থাকে এবং গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের উত্তাপে ঐ সকল শিলা দ্রবীভূত ও তিরোহিত হয়, ইহা অনেকেরই প্রত্যক্ষ হইয়াছে। ঐ গ্রহের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র এবং সমুদ্রও সুস্পষ্ট দেখা যায়। শুক্র ও বুধ গ্রহ মেঘ-মণ্ডলে নিরবচ্ছিন্ন যে রূপ আবৃত থাকে, তাহাতে উহার বিষয় সবিশেষ কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না বটে; তথাচ এই পৃথিবীর ন্যায় ঐ দুই গ্রহে যে সমস্ত অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শ্রেণী আছে, তৎসমুদয় বিলক্ষণ নেত্র-গোচর হইয়া থাকে।

এক জন ব্রহ্মবাদিনীর উক্তি।

(কৌমুদী হইতে প্রাপ্ত)

এই মানব দেহ ধারণ করিয়া সকলেরই আপন আপন আত্মার উন্নতি সাধন করা কর্ত্তব্য; কারণ আত্মা পবিত্র ও উন্নত না হইলে কখনই তাহাতে প্রকৃত মঙ্গল হয় না। পাপে ঘৃণা, কৃত পাপের নিমিত্ত অনুতাপ, সংসারকে অনিত্য জ্ঞান, ধর্ম্মে অনুরাগ, এবং পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশের নামই আত্মোন্নতি সাধন। পাপ, যাহা এমন শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যকে পশুবৎ করে, যাহার প্রলোভন সকল পরমার্থ পথ বিস্মরণ করায়—সেই পাপ পিশাচকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করা, এবং যদি মোহ বশত কখন তাহার প্রলোভনে পতিত হইতে হয়, তাহা হইলে অকৃত্রিম অনুশোচনা পূর্ব্বক পুনরায় সে কর্ম্ম না করা আমারদের সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু হায়! আমরা এরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মে তদ্রূপ যত্ন করি কই? আমরা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকিয়া, বিষয় মোহে মুগ্ধ হইয়া, আপনারদের যথার্থ মঙ্গলের প্রতি একবার দৃষ্টিপাতও করি না।

আহা! আমরা এই সাংসারিক অনিত্য বস্তু-সকলের প্রতিই প্রীতি করি ও তাহারদিগকেই নিত্য জ্ঞান করি। হায়! অনিত্য বস্তুতে প্রীতি করিলে কি কখনো চরিতার্থ হইতে পারা যায়? ঐহিক সুখে কি কখনো যথার্থ আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়? হা! আমরা যে ঐশ্বর্য্যকে জীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞান করি, যাহা প্রাপ্তির নিমিত্ত কত ক্লেশ স্বীকার করি, এবং যাহা লাভ করিলে আপনাকে কৃত-কৃতার্থ বোধ করি; তাহাও চিরস্থায়ী নয়। আমারদের যে প্রাণাধিক পুত্র কন্যা, যাহারদের মুখাবলোকনে একেবারে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হই, যাহারদের কিছু মাত্র দুঃখ উপস্থিত হইলে আমরা কত

দুর যন্ত্রণা ভোগ করি; তাহারদের সহিতও বিচ্ছেদ হইবে। আমারদের যে প্রিয় বন্ধুবর্গ, যাঁহারা আমারদের প্রতি কতই অনুরাগ প্রকাশ করেন, যাঁহারা আমারদের সুখে কি পর্য্যন্ত না সুখী হয়েন, এবং বিপদ উপস্থিত হইলে প্রাণ অবধি পণ করিয়া আমাদের কত দুর সাহায্য প্রদান করেন—এমন যে হিতৈষী বন্ধুবর্গ, তাঁহারদিগকেও এক সময়ে পরিত্যাগ করিয়া এ লোক হইতে যাইতে হইবে। আমারদের এই শরীর, যাহা কিছু মাত্র ম্লান হইলে আমরা কত দুঃখিত হই, যাহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে আমরা কত প্রয়াস পাই, হা! সে শরীরও বিনাশ পাইবে। অতএব সংসারকে অনিত্য জানিয়া, ইহার মোহে মুগ্ধ না হইয়া, কেবল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা ও ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি স্থাপন করা আমারদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। আহা! পুণ্য কর্ম্মে যে কি পবিত্র সুখ, কি বিমল আনন্দ, তাহা তিনিই জানেন, যাঁহা হইতে একটি মাত্রও সৎকার্য্য সাধিত হইয়াছে। যখন আমরা কোন নিরাশ্রয় দীন ব্যক্তির সাধ্য মতে উপকার করি, তখন মনে কি পবিত্র আনন্দের উদ্ভব হয়! যখন কোন সাধু-চরিত্র মহাত্মা দুর্জ্জয় স্বার্থপরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানা দুঃখ নানা ক্লেশ সহ্য করত কোন সৎকার্য্য সাধন করেন, তখন তাঁহার অন্তরে কি এক আনন্দ-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে! যখন কোন কুল-পাবন সৎ পুত্র শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত তাঁহার পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা করেন, এবং প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাঁহারদের দুঃখ নিবারণ করেন; তখন তিনি কি অসীম সুখই ভোগ করেন। আহা! এ সকল আনন্দ কি বর্ণনা দ্বারা শেষ করা যায়, না পাপী ব্যক্তিরা মনেতেও কল্পনা করিতে পারে? সেই ব্যক্তিই যথার্থ মনুষ্য নামের যোগ্য, যিনি সর্ব্বদা সাধু কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং পরমেশ্বরকেই প্রিয়তম বলিয়া জ্ঞান করেন।

আহা! যে পরম পিতার কৃপায় আমরা এমন দুর্লভ মনুষ্য জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, যাঁহার করুণায় ধর্ম্ম রূপ পরম ধন লাভে অধিকারী হইয়াছি; তাঁহার নিকট সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ থাকা, এবং তাঁহারই প্রতি প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশ করা কি আমারদের নিতান্ত কর্ত্তব্য নহে? আহা! তিনি আমাদের যে কত মঙ্গল বিধান করিতেছেন, কত বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন; তাহা কে বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে? যাহা আমারদের নিকট নিতান্ত দুঃখ-জনক বোধ হয়, তাহাতেও তিনি আমারদিগকে পরম মঙ্গলের সোপান প্রদান করেন। হা! আমরা কি হতভাগ্য! এমন পরম বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়া তাঁহা হইতে দূরে রহিয়াছি—ইহা মনে করি না যে ঈশ্বরই আমাদের পরম বন্ধু, তিনিই আমারদের নিত্য ধন। হে পরাৎপর পরমেশ্বর! তুমি কৃপা করিয়া আমারদের আত্মার উন্নতি সাধন কর। যাহাতে আমরা ধার্ম্মিক ও তোমার প্রেমের প্রেমিক হইয়া মনুষ্য জীবন সার্থক করিতে পারি, এই রূপ শুভ বুদ্ধি প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুঁংরি।

বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর, গায় সকল জগত বাসী।

প্রভু দয়ার অবতার, অতুল গুণ-নিধান, পূর্ণ ব্রহ্ম অবিনাশী।

না ছিল এ সব কিছু, আঁধার ছিল অতি ঘোর, দিগন্ত প্রসারি।

ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল, জয় জয় মহিমা তোমারি।

রবি চন্দ্র পরে, জ্যোতি তোমার, হে আদি-জ্যোতি কল্যাণ।

জগত-পিতা জগত-পালক তুমি সকল মঙ্গলের নিদান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তক।

সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম

তাৎপর্য্য সহিত	১।০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
ঐ তাৎপর্য্য সহিত	॥০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান প্রথম প্রকরণ ...	॥০
ঐ ঐ দ্বিতীয় প্রকরণ ...	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	॥০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶০
ব্রহ্ম-স্তোত্র	⁄১০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত	।০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৶০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা	॥০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	⁄০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।০
হিন্দী ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম—দেবনাগর অক্ষরে ..	৶০
তত্ত্ববিদ্যা প্রথমখণ্ড	১
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ ১।২।৩।৪।৫।৬। সংখ্যা একত্র বাঁধান	।০
ধর্ম্মচর্চ্চা	।০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	।৶০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	⁄০
মাঘোৎসব	১
ব্রহ্মসাধন	⁄১০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	॥০
ব্রহ্মোপাসনা	⁄০

বিজ্ঞাপন

বর্ষ শেষ হওয়াতে যাঁহাদিগের অগ্রিম মুল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা আগামী বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম মুল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

যাঁহাদিগের নিকট পত্রিকার মুল্য দ্বাদশ মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া অবিলম্বে উহা পরিশোধ করিবেন; নতুবা সমাজ তাঁহারদিগের নিকটে মাসুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে অসমর্থ হইবেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যে সমস্ত পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, ঐ সকল পুস্তক যাঁহারা ১০ টাকার অধিক ক্রয় করিবেন, তাঁহারদিগকে শত করা ১২॥০ হিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে। মফস্বলের ক্রেতারা মাসুল সহিত মুল্য পাঠাইলে ডাকযোগে তাঁহারদিগের নিকট পুস্তক প্রেরিত হইবে।

আগামী ৩ আষাঢ় রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭ সাত ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রণীত ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকার প্রথম খণ্ড ধর্ম্মতত্ত্ববিবেক মুদ্রিত হইয়া বিক্রীত হইতেছে। যাঁহারা পূর্ব্বে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের স্বাক্ষরিত ১॥০ দেড় টাকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবেন

এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের বর্ত্তমান ঠিকানাও লিখিয়া দিবেন; তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিকটে আপাততঃ এই প্রথম খণ্ড এবং আর কিছু দিন পরে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রেরিত হইবে। যাঁহারা স্বাক্ষর করেন নাই, তাঁহারা ১ এক টাকা করিয়া পাঠাইলে ঐ প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৮৯ শকের বৈশাখ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২১৮
পুস্তকালয়	৪৩।৶১০
যন্ত্রালয়	৪১
ডাক মাসুল	২৩।০
দুর্ভিক্ষে দান প্রাপ্ত	১০
গচ্ছিত	৫৭।১০
	৩৯২৸৶০

ব্যয়।

মাসিক বেতন	১১০॥৶১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৪৩।১০
পুস্তকালয়	২০॥০
যন্ত্রালয়	১১১।/১০
ডাক মাসুল	২০।১০
অক্ষর ক্রয়	১।১০
অনিরূপিত	১০(৫
অগ্রলোকের ব্যয়	২২৶৫
গচ্ছিত	২৮॥৶১৫
	৩৬৮৸/০

আয়	৩৯২৸৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	৮৮৶৫
	৪৮১৶৫
ব্যয়	৩৬৮।/০
স্থিত	১১২৸/৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

১৭৮৯ শকের বৈশাখ মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়।

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত কামাক্ষ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় ..	৫
" প্রসন্নচন্দ্র বসু	৪
" নবগোপাল মিত্র	২
" একজন ব্রাহ্ম	১
" হরচন্দ্র রায়	১
	১৩

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	১৫।৶০
	২৮।৶০

আয়	২৮।৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	১৫১/০
	১৭৯।৶০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৪। কলিগতাব্দ ৪৯৬৮। ২১ জ্যৈষ্ঠ সোম বার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম কল্প
প্রথম ভাগ।
আষাঢ় ১৭৮৯ শক।

২৮৭ সংখ্যা

৩৮ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথম মণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে চতুর্থং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ প্রস্তারপংক্তিচ্ছন্দঃ

মরুতোদেবতা।

১০২৩

১। আ বিদ্যুন্মদ্ভির্মরুতঃ স্বর্কৈ রথেভির্যাত ঋষ্টিমদ্ভিরশ্বপর্ণৈঃ। আ বর্ষিষ্ঠয়া ন ইষা বয়ো ন প-প্ততা সুমায়াঃ।

১। হে 'মরুতঃ' মিতং নির্ম্মিতং অন্তরিক্ষং প্রাপ্য রুবন্তি শব্দং কুর্ব্বন্তীতি মরুতঃ. যদ্বা অমিতং ভৃশং শব্দ-কারিণঃ। অথবা মিতং দৈবৈর্নির্ম্মিতং মেঘং প্রাপ্য বিদ্যু-দাত্মনা রোচমানাঃ। অথবা মহত্যন্তরিক্ষে দ্রবন্তীতি মরুতঃ। যে মধ্যমস্থানে দেবগণাঃ সমাম্নাতাস্তে সর্ব্বে মরুত আখ্যায়ন্তে। তথা চাহুঃ,সর্ব্বা স্ত্রী মধ্যমস্থানা পুমান্ বায়ুশ্চ সর্ব্বগঃ। গণাশ্চ সর্ব্বে মরুত ইতি বৃদ্ধানুশাসন-মিতি পৌরাণিকাস্ত্বাচক্ষতে। মারীচাৎ কশ্যপাৎ সপ্ত-গণাত্মকা একোনপঞ্চাশৎসংখ্যাকা মরুতো জজ্ঞিরে ইতি। এবম্ভূতা হে মরুতঃ 'রথেভিঃ' আত্মীয়ৈঃ রথৈঃ 'আ যাত' অস্মদীয়ং যজ্ঞং আগচ্ছত। কীদৃশৈঃ রথৈঃ 'বিদ্যুন্মদ্ভিঃ' বিদ্যোতনং বিদ্যুৎ বিশিষ্ট দীপ্তিযুক্তৈঃ। 'স্বর্কৈঃ' স্বর্চ্চনৈঃ শোভনগমনযুক্তৈঃ যদ্বা শোভনং অর্কঃ অর্চ্চনং স্তুতির্যেষাং অস্তি তাদৃশৈঃ। অথবা শোভন-দীপ্তিযুক্তৈঃ 'ঋষ্টিমদ্ভিঃ' ঋষ্টয়ঃ শক্তিরূপাণি আয়ুধানি স্থূণা ইত্যন্যে। তদ্বদ্ভিঃ। 'অশ্বপর্ণৈঃ' অশ্বানাং পতনং গমনং যেষামস্তি তাদৃশৈঃ হে 'সুমায়াঃ' মায়েতি কর্ম্মণো জ্ঞানস্যচ নামধেয়ং। শোভন কর্ম্মাণঃ শোভনপ্রজ্ঞা বা মরুতঃ 'বর্ষিষ্ঠয়া' প্রবৃদ্ধতরয়া 'ইষা' অস্মভ্যং দাতব্যেন অন্নেন সহ 'নঃ' অস্মান প্রতি 'বয়ঃ' 'ন' পক্ষিণ ইব শীঘ্রং 'আপপ্তত' আপতত আগচ্ছত ইত্যর্থঃ।

১। হে শোভন-প্রজ্ঞ মরুদ্গণ! তোমরা দীপ্তিশীল শোভনগামী ঋষ্টি অস্ত্রযুক্ত অশ্ব-বাহিত স্বীয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক আমাদিগকে দেয় প্রচুর অন্নের সহিত পক্ষীর ন্যায় শীঘ্র আমাদিগের যজ্ঞস্থলে আগমন কর।

১০২৪

জগতীচ্ছন্দঃ।

২। তেঽরুণেভির্বরমা পিশঙ্গৈঃ শুভে কংযান্তি রথতূর্ভিরশ্বৈঃ। রুক্মো ন চিত্রঃ স্বধিতীবান্ পব্যা রথস্য জঙ্ঘ-নন্ত ভূম।

২। 'তে' পূর্ব্বোক্তা মরুতঃ 'অরুণেভিঃ' অরুণবর্ণৈঃ 'পিশঙ্গৈঃ' পিঙ্গলৈঃ উভয় বর্ণোপেতৈঃ 'রথতূর্ভি' রথস্য

প্রেরয়িতৃভিঃ'অশ্বৈঃ' 'বরুং' দেবানাং বরীতারং 'কং' শব্দয়িতারং স্তুবন্তং যজমানং 'আযান্তি' আগচ্ছন্তি। কিমর্থং 'শুভে' তস্য শোভাং কর্ত্তুং অথবা শুভ উদকায় বৃষ্ট্যর্থমিত্যর্থঃ। তেষাং মরুতাং গণঃ 'রুক্মঃ' 'ন' রোচমানং সুবর্ণমিব 'চিত্রঃ' অতিশয়েন দর্শনীয়ঃ 'স্বধিতীবান' স্বধিতি রিতি বজ্রনাম। শত্রূণাং খণ্ডকেন আয়ুধেন উপেতঃ এবম্বিধ গণরূপাস্তে মরুতঃ 'রথস্য' 'পব্যা' চক্রধারয়া 'ভূম' ভূমিং 'জঙ্ঘনন্ত' অত্যর্থং ঘ্নন্তি। স্তোতৃরক্ষণার্থ মাগতানাং তেষাং মরুতাং ভারমসহমানা ভূমিরতিপীড়িতা বভূবেত্যর্থঃ।

২। এই সুবর্ণের ন্যায় প্রিয়-দর্শন বজ্রায়ুধ যুক্ত মরুদ্গণ অরুণবর্ণ পিঙ্গলবর্ণ রথবাহী অশ্বের সহিত যাঁহারা দেবগণকে বরণ ও স্তব করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত জযমানের নিকট বৃষ্টি প্রদানের নিমিত্ত আগমন করিতেছেন এবং আগমনকালে রথের চক্র ধারা দ্বারা পৃথিবীকে অতিশয় নিপীড়িত করিতেছেন।

১০২৫

৩। শ্রিয়ে কং বো অধি তনূষু বাশীর্মেধা বনা ন কৃণবন্ত ঊর্দ্ধ্বা। যুষ্মভ্যং কং মরুতঃ সুজাতাস্তুবিদ্যুম্নাসো ধনযন্তে অদ্রিং।

৩। হে মরুতঃ 'বঃ' যুষ্মাকং 'তনূষু' শরীরেষু অংশপ্রদেশেষু 'বাশীঃ' শত্রূণাং আক্রোশকং আরাধ্যং আয়ুধং 'শ্রিয়ে' 'কং' ঐশ্বর্য্যার্থং বর্ত্ততে ইতিশেষঃ। কমিত্যেতৎ পাদ পূরণং। তাদৃশা মরুতঃ 'বনা' 'ন' উচ্ছ্রতান বৃক্ষসমূহানিব 'মেধা' মেধান্ যজ্ঞান্ 'ঊর্দ্ধা' ঊর্দ্ধান একাহাহীনসত্ররূপেণো শ্রিতান্ 'কৃণবন্তে' যজমানৈঃ কারযন্তি। হে 'সুজাতাঃ' শোভন জনন যুক্তা 'মরুতঃ' 'যুষ্মভ্যং' যুষ্মদর্থং 'কং' সুখকরং 'অদ্রিং' সোমাভিষবে প্রবৃত্তং গ্রাবাণং 'তু' 'বিদ্যুম্নাসঃ' প্রভূতধনাঃ যজমানাঃ'ধনযন্তে' ধনং কুর্ব্বন্তি যুষ্মাকং যাগায গ্রাবভিস্তুভিষুণ্বন্তীত্যর্থঃ।

৩। হে সুজাত মরুদ্গণ! তোমাদিগের স্কন্ধদেশে শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত বাশী নামক অস্ত্র লম্বিত রহিয়াছে। তোমরা উচ্চ বৃক্ষের ন্যায় যজ্ঞ সকল যজমান দ্বারা উন্নত করাইয়া থাক। এক্ষণে প্রভূত ধনশালী যজমানেরা তোমারদিগের নিমিত্ত সুখকর পাষাণ দ্বারা সোম রস প্রস্তুত করিতেছেন।

১০২৬

৪। অহানি গৃধ্রাঃ পর্য্যা ব আগুরিমাং ধিযং বার্কার্য্যাং চ দেবীং। ব্রহ্ম কৃণ্বন্তো গোতমাসো অর্কৈরূর্দ্ধ্বং নুনুদ্র উৎসধিং পিবধ্যৈ।

৪। তৃষিতৈঃ গোতমৈঃ স্তুতা মরুতস্তেভ্যো গোতমেভ্যো দেশান্তরে বর্ত্তমানং কুপমুৎখাযানীয দদুঃ। এতদ্দৃষ্ট্বা কশ্চিদৃষির্ব্রূতে। হে গোতমাঃ 'গৃধ্রাঃ' জলাভিকাঙ্ক্ষাযুক্তান্ 'বঃ' যুষ্মান 'অহানি' শোভনোদকোপেতানি দিনানি 'পর্য্যাগ্মঃ' পর্য্যাগতানি পরিতঃ আভিমুখ্যেন প্রাপ্তানি। প্রাপ্য চ 'বার্কার্য্যাং' বার্ভিঃ উদকৈঃ নিষ্পাদ্যাং 'ধিযং' জ্যোতিষ্টোমাদিলক্ষণং কর্ম্ম 'চ' 'দেবীং' দ্যোতমানং অকুর্ব্বন্। যেষু অহস্সু'ব্রহ্ম' হবির্লক্ষণং অন্নং 'অর্কৈঃ' মন্ত্রসাধ্যৈঃ স্তোত্রৈঃ সহঃ 'কৃণ্বন্তঃ' মরুদ্ভ্যঃ কুর্ব্বন্তঃ 'গোতমাসঃ' গোতমাঋষযঃ 'উৎসধিং' উৎসো জলপ্রবাহোঽস্মিন্ ধীযতে ইতি উৎসধিঃ কূপঃ তং 'পিবধ্যৈ' স্বকীয পানায় ঊর্দ্ধং 'নুনুদ্রে' নুনুদিরে। দেশান্তরে বর্ত্তমানং কূপমুৎখাতবন্তঃ। এতদীয স্তোত্রৈঃ স্তুতা মরুতঃ কূপমুৎখাতবন্ত ইতিযৎ তদেব তদীয স্তোত্র কারিতমিত্যেতেষূপচর্য্যতে।

৪। হে মরুদ্গণ! গোতমেরা জলার্থী হওয়াতে তাঁহারদিগের এমন দিন উপস্থিত হইয়াছিল, যাহাতে সম্পূর্ণ জলের স্বচ্ছলতা হয়। তাঁহারা সেই দিন পাইয়া সলিল সম্পাদ্য জ্যোতিষ্টোমাদি কার্য্য সুন্দর রূপে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত দিবসে তাঁহারা তোমাদিগের নিমিত্ত স্তোত্রের সহিত অন্ন প্রস্তুত করত জল পানার্থ কূপকে দেশান্তর হইতে প্রত্যাহরণ করিয়াছিলেন।

১০২৭

৫। এতত্তস্য যোজনমচেতি সস্বহ যন্মরুতো গোতমো বঃ। পশ্যন্ হিরণ্যচক্রানযোদংষ্ট্রান্বিধাবতো বরাহূন্।

৫। হে 'মরুতঃ' 'এতৎ' 'যোজনং' যুজ্যতে অনেন দেবতেতি যোজনং এতৎ সূক্তসাধ্যং স্তোত্রং 'ত্যৎ' 'ন' ত্যৎ প্রসিদ্ধং অন্যৎ উৎকৃষ্টং স্তোত্র মিব 'অচেতি' সর্ব্বৈর্জ্ঞায়তে 'বঃ' যুষ্মদর্থং 'যৎ' যদেতৎ সূক্তরূপ স্তোত্রং 'গো-

তমঃ' ঋষিঃ 'সবর্হ' উচ্চারিতবান্ খলু। কিং কুর্ব্বন 'হিরণ্য চক্রান' হিরণ্ময়চক্র রথারূঢ়ান হিতরমণীয কর্ম্ম-যুক্তান বা 'অযোদংষ্ট্রান' দশতীতি দংষ্ট্রা চক্রধারা অযোময়ীতি ক্ষুরধারাক্তি র্যুক্তান যদ্বা দংশন সাধনা ঋষ্টযো দংষ্ট্রাঃ অযোময়া ঋষ্টযো যেষাং তান্। 'বিধা-বতঃ' বিবিধ মিতস্ততঃ প্রবর্ত্ত মানান্ 'বরাহূম' বরস্য উৎ-কৃষ্টস্য শত্রোর্হন্তৃন্। যদ্বা উৎকৃষ্টস্য বৃষ্ট্যুদকস্যা হর্ত্তৃন। অথবা উৎকৃষ্টানাং দেবতানাং আহ্বাতৃন বরস্য হবিষঃ ভক্ষযিতৃন বা। এবম্ভূতান মরুতঃ 'পশ্যন্' সম্যক জানন্ গোতমঃ যৎ স্তোত্রং কৃতবান্ তদেতৎ সর্ব্বোৎ-কৃষ্টং সৎ অস্মাভিঃ সর্ব্বৈঃ উপলভ্যতে ইত্যর্থঃ।

৫। হে মরুদ্গণ! গোতম সুবর্ণময় চক্র ও লৌহময় চক্রাগ্রযুক্ত রথে আরূঢ় ইতস্ততঃ প্রধাবিত শত্রু নাশক মরুদ্গণকে সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া সুক্ত-সাধ্য অন্য উৎকৃষ্ট স্তোত্রের ন্যায় যে স্তোত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জ্ঞাত আছি।

১০২৮

বিরাট্‌ছন্দঃ।

৬। এ॒ষা স্যা বো॑ মরুতোঽনু-ভ॒র্ত্রী প্রতি॑ ষ্টোভতি বা॒ঘতো॒ ন বাণী॑। অস্তো॑ভয়দ্বৃথা॑সামনু স্ব॒ধাং গভ॑স্ত্যোঃ। ১। ৬। ১৪।

৬। হে 'মরুতঃ' 'স্যা' 'এষা' দৈমষাস্মদীযা স্তুতিঃ 'বঃ' যুষ্মাকং 'অনুভর্ত্রী' যুষ্মান অনুহরন্তী যুষ্মকাণ সদৃশী 'প্রতি-ষ্টোভতি' প্রত্যেকং স্তৌতি। স্তোভতিঃ স্তুতিকর্ম্মা। তথা 'বাঘত' 'ন' 'বাণী' ন শব্দঃ সংপ্রত্যর্থে। তদুক্তং যাস্কেন অস্ত্যপমার্থস্য সংপ্রত্যর্থে প্রযোগঃ ইতি। ইদানীং ঋত্বিক সম্বন্ধিনী বাগপি 'বৃথা' অনাযাসেন। 'আসাং' আভিঃ ঋগ্‌ভিঃ 'অস্তোভযৎ' অস্তৌৎ। ইদানী মিত্যুক্তে কদেত্যাহ 'গভস্ত্যোঃ' অস্মদীযযোঃ বাহ্বোঃ 'স্বধাং' অন্ন নাম্যৈতৎ যদা বহুবিধ মন্নং মরুতঃ স্থাপযন্তি তামনুলক্ষ্যেত্যর্থঃ। ১। ৬। ১৪।

৬। হে মরুদ্গণ। আমাদিগের স্তুতিবাক্য তোমাদিগের গুণানুরূপ হইয়া উচ্চরিত হই-তেছে। যখন তোমরা আমাদিগের বাহুর বল-সাধন অন্ন স্থাপন কর, তখন ঋত্বিকদি-গের বাক্যও অনায়াসে এই ঋক্ দ্বারা তো-মারদিগকে স্তব করিয়া থাকে। ১। ৬। ১৪।

কোন্নগর চতুর্থ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৯ শক।

আজ কি মনোহর উৎসব দ্বার এখানে প্রমুক্ত হইয়াছে। আজ সাধু সজ্জন সকল চারিদিক হইতে এখানে সম্মিলিত হইয়া এই গৃহকে উজ্জ্বল এবং এই পল্লিকে পবিত্র করিয়াছেন। চারিদিক আলোকময়, সকল স্থান জনপূর্ণ হইয়াছে। এই গৃহ মধ্যে এই মনোহর দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া কার না হৃদয় আনন্দে প্রফুল্ল হইতেছে? কার চক্ষু না হর্ষে বিস্ফারিত হইতেছে? কিন্তু এই সমস্ত বাহ্য শোভাই কি আমারদিগের তাবৎ? আমারদের নয়ন মন এই বহি-র্ব্যাপার লইয়াই কি এই পবিত্র যামিনী অতিবাহিত করিবে? এই সমস্ত স্থূল সাজ সজ্জা দেখিয়াই কি এখান হইতে প্রত্যাগমন করিবে? আমরা এখানে কি জন্য সকলে সম্মিলিত হইয়াছি? ব্রহ্ম পূজার জন্য। যিনি ভূলোকের দ্যুলোকের অধীশ্বর, যিনি সমুদায় বিশ্বের স্রষ্টা পাতা, তাঁরই আরাধনার জন্য আজকার এই সমস্ত আয়োজন। এই সমুন্নত সুসজ্জিত জগৎই তাঁহার মন্দির, তিনি এই জগৎ-মন্দিরের এক মাত্র অদ্বিতীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ভূলোক দ্যুলোক, আকাশ অন্তরীক্ষ হইতে অহর্নিশি যে সমস্ত স্তুতি-গান বিনিঃসৃত হইতেছে, সে কেবল এক মাত্র তাঁহারই। স্থাবর জঙ্গম, দেব মনুষ্য, সকলে মিলে কেবল তাঁহা-রই যশো-গান করিতেছে—তাঁহারই মহিমা মহীয়ান্ করিতেছে। তিনি যেমন জগতের অধিপতি, জগতের রাজা; তেমনি তিনি আ-বার প্রতি গৃহের গৃহ-দেবতা, প্রতি হৃদয়ের পুরস্বামী। তিনি যেমন জগতের স্রষ্টা পাতা, তেমনি তিনি আমারদের প্রতিজনের "বিদ্যা

সম্পদ বুদ্ধি বিধাতা"—তিনি আমারদের প্রত্যেকেরই পাপ-ত্রাতা ও মুক্তি-দাতা। তিনি যেমন "চন্দ্র সূর্য্যে থাকিয়া চন্দ্র সূর্য্যকে নিয়মিত করিতেছেন" তিনি যেমন জগতের প্রাণ-রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া জগৎকে শোভা সৌন্দর্য্যে জীবন সুখে পূর্ণ করিতেছেন; তেমনি তিনি প্রতিনিয়তই প্রতি গৃহের গৃহপতি প্রতি পরিবারের পিতামাতা উপাস্য দেবতা হইয়া সকলকে রক্ষণ ও পালন করিতেছেন। তিনি মুক্ত হস্তে প্রতিক্ষণে শান্তি সমৃদ্ধি, সুখ সৌভাগ্য, জ্ঞান ধর্ম্ম বিধান করিয়া প্রতি আত্মাকেই উন্নত করিতেছেন। সম্বৎসর কাল যাঁহার হস্ত হইতে অন্ন-পান লাভ করিয়া শরীর রক্ষিত হইয়াছে, যাঁর প্রীতি-সুধা পান করিয়া আত্মা পরিপালিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে; আমরা সকলে তাঁরই বার্ষিক মহাপূজার জন্য পিতা পুত্রে, ভ্রাতা ভগিনীতে, আত্মীয় সুহৃদে, এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। প্রীতি-উপহার লইয়া সকলে যোড় করে তাঁরই সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। আমরা মনুষ্য হইয়া, তাঁহার শরণাগত পদানত সেবক হইয়া—ব্রাহ্ম হইয়া কি তাঁহাকে কেবল জগতের অধিপতি, দ্যুলোকের অধীশ্বর রূপে উপলব্ধি করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে পারি? আমরা কি পশু-পক্ষীর ন্যায় অরণ্যে অরণ্যে, বাহিরে বাহিরে, তাঁহার যশো-গান করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারি? যিনি আমারদের প্রাণের প্রাণ, অন্তরের অন্তর, তাঁহাকে আত্মাতে নিরীক্ষণ করিতে না পারিলে—পিতা মাতার ন্যায় সেই অন্তরতম প্রিয়তমকে চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া প্রতি দিন পূজা করিতে না পারিলে কি আত্মার আন্তরিক-স্পৃহা চরিতার্থ হয়। আমরা গৃহস্থ হইয়া সেই গৃহ-দেবতার নিত্য আরাধনা না করিলে কি কখনো গৃহ পরিবারের সুখ শান্তির সম্ভাবনা আছে?

সকল অধিকারের মধ্যে এই তো আমারদিগের প্রধান অধিকার, যে গৃহেতে থাকিয়া পরিবারে পরিবৃত হইয়া সেই অনন্ত দেবকে অন্তরে সন্দর্শন করিতে পারি। সকল করুণার মধ্যে এই তো সেই করুণাময়ের প্রধান করুণা, যে তিনি গৃহেতে আত্মাতে আসিয়া আমারদিগকে দর্শন দেন, আমারদের আন্তরিক প্রীতি-পূজা গ্রহণ করেন। তিনি যেমন জগতের অধিপতি—জগতের রাজা হইয়া চন্দ্র সূর্য্য, নদ নদী সমুদ্র পর্ব্বত, পশু পক্ষী জীব জন্তু সকলকে সুনিয়মে রক্ষা করিতেছেন, তিনি যেমন "লোক ভঙ্গ নিরাকরণার্থে সেতু-স্বরূপ হইয়া এ সকল ধারণ করিতেছেন; তেমনি তিনি প্রতি গৃহের গৃহ-পতি হইয়া প্রতি গৃহস্থকে সংসার-ধর্ম্ম পরিপালনে নিয়োগ করিতেছেন। তাঁরই অনুশাসনে পিতা-মাতা জীবন ধন সর্ব্বস্ব পণ করিয়া পুত্র-কন্যা পালন করিতেছেন, তাঁরই অনুশাসনে পুত্র পিতার বশীভূত ও মাতার অনুগত হইয়া চলিতেছে, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত এক-হৃদয় হইয়া প্রীতি সদ্ভাবে জীবন কাল অতিবাহিত করিতেছে, পতিব্রতা সতী পতির আজ্ঞানুসারিণী হইয়া প্রীতি সদ্ভাবে সংসার ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছে, সমুদায় পরিবার, সমস্ত লোক, ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনের জন্য আকুল ও অস্থির হইয়া রহিয়াছে। বাহ্য জগতের মধ্যে যেমন তাঁহার হস্ত না থাকিলে সকলই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িত; তেমনি পরিবারের মধ্যে তাঁহার সিংহাসন, হৃদয়ে তাঁহার ধর্ম্ম-শাসন না থাকিলে সকলই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত। অরাজক রাজ্যের ন্যায়, পিতৃ-হীন পরিবারের ন্যায় প্রতি গৃহে ভয়ানক দুঃখ দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া এখানকার সুখ-শান্তি সকলই ভস্মীভূত করিয়া দিত, সকল স্থান বিষাদের আলয় রূপে পরিণত হইত।

সেই অখিল-মাতা বিশ্ব-বিধাতা পরমেশ্বর জগতে জ্ঞান ধর্ম্ম ও সুখ শান্তি বিস্তার করিবার জন্য, প্রতি আত্মাকে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতি পবিত্রতাতে উন্নত করিয়া আপনার প্রতি আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশে আমারদিগকে পরিবারের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা পিতা মাতার স্নেহ করুণায় লালিত পালিত হইয়া—তাঁহারদিগের নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ ভাব দেখিয়া সেই পরম পিতার অনন্ত মঙ্গল ভাব উপলব্ধি করিতে পারি, ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয় স্বজনকে প্রীতি করিয়া প্রীতি বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করত ক্রমে সেই পরম পিতার সকল পুত্র কন্যাকেই প্রীতি করিতে সমর্থ হই, পরিবারের মধ্যে—এই একটু পরিমিত ক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহার হস্ত তাঁহার স্নেহ-দৃষ্টি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া ক্রমে জগতের সকল স্থানে, সকল পদার্থেই তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিতে পারি; এই তাঁহার এক মাত্র উদ্দেশ্য। আপনার ও পরিবারের জ্ঞান ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনে নিযুক্ত থাকিয়া ক্রমে কর্ত্তব্য জ্ঞানকে প্রস্ফুটিত করিয়া ধর্ম্ম ভাবকে উদার উন্নত করিয়া অল্পে অল্পে যে স্বদেশের স্বজাতির সমুদায় পৃথিবীর উন্নতি সাধনে সমর্থ হইতে পারি, এই জন্যই তিনি শিক্ষা-ভূমি সংসার-ক্ষেত্রে আমারদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। বালক যেমন প্রথমে গৃহ-প্রাঙ্গনে পদ-চালনা শিক্ষা করিয়া দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হইয়া পরে বাহিরে বহির্গত হয়; তেমনি গৃহ-পরিবারের মধ্যে থাকিয়া ঈশ্বরের নিত্য-পূজা নিত্য-সেবা করিয়া তাঁহার পিতৃ-ভাব মাতৃ-স্নেহ অনুভব করিতে পারিলে, জ্ঞান প্রীতি পবিত্রতাতে আত্মা উন্নত হইলে, সাধারণ মানব-কুলের সহিত আমারদিগের যে নিকটতর সম্বন্ধ, তাহা অতি সহজেই অন্তরে প্রতিভাত হয়, কর্ত্তব্য-জ্ঞানের আলোকে তাহা অতি উজ্জ্বল রূপেই প্রকাশ পায়; সুতরাং তখন পরিবারের উন্নতি সাধনের ন্যায় স্বদেশের স্বজাতির সমুদায় পৃথিবীর হিতসাধন করা আমারদিগের নিত্য কর্ম্ম হইয়া পড়ে। তখন ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া যেমন প্রতি জনে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয় পরিবারের মঙ্গল সাধনের জন্য আপনার বল বুদ্ধি শক্তি সমুদায়ই নিয়োগ করে, তেমনি তখন ঈশ্বরের সম্বন্ধে সকলই আমারদিগের আত্মীয় পরিবারের ভাব ধারণ করে; সুতরাং আমারদিগের ধর্ম্ম কার্য্য সাধন করিবার ক্ষেত্রও প্রশস্ত ও প্রসারিত হইতে থাকে—সহজ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় তখন যে দিকে ঈশ্বরের সৃষ্টি, সেই দিকে আমারদিগের সকলই নিয়োজিত হয়—যত দূর ঈশ্বরের রাজ্য, তত দূরই আমারদিগের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি বিস্তারিত হইতে থাকে।

আজ আমরা যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের গৃহে ব্রহ্ম-পূজার জন্য আহূত হইয়াছি, ইনি প্রথমে স্বীয় হৃদয়-ধামে সেই মঙ্গল-স্বরূপ বিশ্ববিধাতাকে স্থান দান করেন, পরে পরিবারের মধ্যে তাঁহার সিংহাসন সংস্থাপন করেন, তৎপরে এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বদেশের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অল্পে অল্পে নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বিবাদে কেমন সুন্দর-রূপে এখানে এই মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে। ঈশ্বরের চন্দ্র সূর্য্য যেমন কোন বিশেষ এক ব্যক্তির জন্য সৃষ্টি হয় নাই, তেমনি তাঁহার এই ব্রাহ্মসমাজ কেবল কোন এক পরিবার বিশেষের জন্যও প্রতিষ্ঠিত নহে। সাধারণের ব্রহ্ম-পূজার জন্য প্রতি পক্ষেই ইহার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। সেই করুণা পূর্ণ পুরুষ ধনী নির্ধন, জ্ঞানী অজ্ঞান, পাপী পুণ্যাত্মা সকলেরই প্রীতি-পূজা গ্রহণের জন্য সকলকেই আহ্বান করেন।

অতএব সকলে প্রাণ-পণে এই প্রাণ-স্বরূপ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হও। ঈশ্বরের আহ্বানে সকলে জড়তা দীর্ঘ সূত্রতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ধ্যান ধারণায় পূজার্চ্চনায় নিযুক্ত হও। এখান হইতে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-পূজা শিক্ষা করিয়া প্রতি গৃহে প্রতি আত্মাতে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা কর। নরনারী সকলে মিলে সেই অনন্তদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া সংসার আশ্রমের মর্য্যাদা রক্ষা কর, মনুষ্য নামের মহত্ত্ব বিস্তার কর, বঙ্গভূমির মুখ উজ্জ্বল কর। এই গুরুতর বিষয়ে কেহ ঔদাস্য উপেক্ষা করিও না। এই প্রাণ স্বরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে কেহ উদাসীন হইও না। এই পবিত্র ব্রহ্মোপাসনা যেমন বিষয়-বিরত বৃদ্ধের পক্ষে যার পর নাই প্রয়োজনীয়, তেমনি ইহা বিদ্যার্থী বালক বালিকা, সংসার-প্রবেশ-উন্মুখ যুবক যুবতী, সকলেরই জীবনের সার কার্য্য। এই ব্রহ্ম-উপাসনার বলেই মনুষ্য অটল ভাবে কি গৃহ কর্ম্ম, কি সামাজিক কার্য্য, সকলই সুন্দর-রূপে সম্পাদন করিতে পারে। এই উপাসনাতেই মনুষ্যের পারলৌকিক জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়, উৎসাহ অনুরাগ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এই ব্রহ্মের উপাসনাতেই গৃহস্থের গৃহ পবিত্র হয়, নগর গ্রাম উৎসবময় হয়, সমুদায় দেশ আনন্দময় স্বর্গধাম হইয়া উঠে। এই উপাসনাতেই মনুষ্য মর্ত্ত্য জীব হইয়া মহত্ত্ব দেবত্ব লাভ করে, অনন্তকাল স্বর্গ হইতে স্বর্গ লোকে, সুখ হইতে কল্যাণতর সুখ ভোগে, সমর্থ হয়। এই উপাসনার বলেই মনুষ্য "ঈশ্বরের সহিত কামনার সমুদায় বিষয় উপভোগ করে।"

হে অখিলমাতা বিশ্ববিধাতা! তুমি আমারদিগকে যে অতুল্য অমূল্য অধিকার প্রদান করিয়াছ, আমরা বিষয়-কোলাহলে পড়িয়া তোমার সেই উদার প্রসাদের প্রতি ঔদাস্য ও উপেক্ষা করিতেছি। তুমি আমারদের সুখের জন্য—মঙ্গলের জন্য যে সমস্ত সুখ-সজ্জা বিধান করিতেছ, আমরা তাহাতে মুগ্ধ হইয়া তোমাকে বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি। আমরা অনিত্য অচির পার্থিব-সুখে বিভ্রান্ত হইয়া সকলের কারণ ও মূলাধার যে তুমি, তোমাকে ভুলিয়া জীবন ধারণ করিতেছি। তুমি কৃপা করিয়া আমারদের সকলের অন্তরে উজ্জ্বল-রূপে প্রকাশিত হইয়া আমারদের সকল ভ্রম নিরসন কর। তোমার মঙ্গল-জ্যোতিতে আমারদের হৃদয়কে জ্যোতিষ্মান কর। তুমি আমারদের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া তোমার প্রতি আকর্ষণ কর। তুমি বালক বৃদ্ধ যুবা—নর নারী, সকলকেই তোমার উপাসনায় অনুরক্ত করিয়া পৃথিবীতে অক্ষয় সুখ শান্তি বিস্তার কর। আমারদের ভারত-ভূমির—বঙ্গ ভূমির ভূষণ স্বরূপ এই ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিয়া ভূমণ্ডলে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় পতাকা উড্ডীন কর—কায়মনোবাক্যে তোমার সন্নিধানে এই মাত্র প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

THE CALCUTTA BRAHMA SCHOOL.

INTRODUCTORY LECTURE

May 5th, 1867.

GENTLEMEN.

IT affords me sincere gratification to perform the ceremony of re-opening the Calcutta Brahma School, not only because, on personal grounds, it is full of pleasant associations, but because on public grounds I consider such an institution to be of vast importance to the spiritual welfare of the country and to the progress of the Brahma Samaj. Most of you are aware, I believe that nearly eight years ago, under the guidance and with the co-operation of my venerable coadjutor here present, we founded a Sunday School in this city, in connection with the Calcutta Brahma Samaj. Our object was to bring together a number

of young men, and give them a regular course of instructions in Brahmic Theology and Ethics. Week after week I and my coadjutor used to deliver lectures on these subjects, which, I must say, were duly appreciated by our auditors and conduced to their mental and moral improvement. We have every reason to congratulate ourselves on the fruits of our humble labors, which even exceeded our most sanguine expectations. Of about fifty regular students more than twenty creditably passed the periodical examinations, obtained testimonials of proficiency, and went forth into the world with sound ideas of religion and morality, lofty aspirations and an improved tone of thought and character, of which they have since given abundant proofs in their daily intercourses with the world. Through them and others who used to attend the School only now and then a salutary influence was also produced on the Brahma community in general. Some of the ex-students have also become missionaries of our holy faith, and are engaged in communicating to others those truths in which they had been originally indoctrinated in the School, and which they subsequently developed by their own mature reflection and practical experience. I am glad to see some of them before me. It cannot be denied, therefore, that the School was a success. However, it was closed after three years, as the course of instructions was finished, and the immediate object of the School seemed to have been accomplished in regard to the existing pupils. The idea of opening a new classes of pupils at the end of the final year and repeating our instructions, with a view to train up a fresh batch of young men, did not occur to us at the time. Several important events, however, have since transpired, which have impressed us with the necessity of reviving this useful institution. You are no doubt aware of the immense progress made by the Brahma Samaj of late in Bengal as well as in the North-Western Provinces, the Punjab and Madras. The number of Theists and Theistic Samajes has steadily increased, and a great religious agitation is strikingly manifest on all sides, which is destined to settle in the fulness of time, into a mighty Theistic organization. This progress is owing partly to English education and partly to the numerous tracts, books and periodicals published by the metopolitan and provincial Brahma Samajes, and to the exertions of our itinerant missionaries who have been preaching the doctrines of our faith for the last four years in different parts of the country. In the midst of these cheering indications of progress Calcutta appeared of late to be in a comparatively neglected condition. While our preachers were propagating Brahma Dharma far and wide in the mofussil and in other and remote provinces, our mission was all but closed in the metropolis—the primitive seat of Bramic movement. This was indeed painful to contemplate; the more so as Calcutta being the centre of native improvement should occupy a permanant and prominent place in our mission field, so that we may draw constant accessions from the ranks of the alumni of our schools and colleges, and render education, what it ought to be, a stepping-stone to religious improvement. Is it not a matter of grave regret that there is no public institution in this city for disseminating the truths of Brahma Dharma among our educated young men. I admit isolated attempts are now and then made in this direction by private individuals according to leisure, inclination and covenience, either in the shape of imparting instructions or merely lending books to such as come forward as enquirers; but there is no institution where young men may resort and receive systematic religious and moral training. Such a want has been long felt, in fact ever since the Brahma School was abolished. But never was it so forcibly felt as at present, when the tendencies of our leading educational institutions have become alarmingly prejudical to the spiritual interests of the rising generation of our countrymen.

I am fully alive to the importance and expediency of the policy of religious neutrality on which Government education is based. For wise and benevolent purposes that policy was laid down, and it is necessary that it should be strictly adhered to in all schools and colleges under direct Governmental management. It is not only sound and unimpeachable on political grounds but also acceptable to all religious denominations, being based on the principle of toleration. Secular education in itself is not defective or injurious; on the contrary it is highly useful so far as it goes,

as it affords us a fund of valuable truths for our mental improvement and our guidance in this world. We may disapprove of it on the score of its incompleteness—for it cultivates only the intellectual powers and neglects our religious interests,—and who would not like to see education tending to the development of the whole being? But still it must be confessed—and I would bear testimony from my own experience—that liberal education, though strictly secular, if kept within legitimate bounds must be beneficial, especially when it comprises the mental and moral sciences. Although however I am ready to support the principle of religious neutrality in Government school, I must declare my vigorous protest against undue advantage being taken of it by the tutors. If it is impolitic and wrong to teach any particular creed in Government school, it is morally reprehensible to rush to the other extreme, and by teaching materialism and scepticism sap the very foundations of morality and religion. All that the rule of neutrality requires of teachers is that they should simply abstain from sectarian teaching; but it gives them neither privilege nor power to wantonly and recklessly destroy the very religious instincts and sentiments of their pupils by false philosophy and false logic. Not to teach any specific religion is one thing; to teach irreligion and scepticism is quite a diferent thing: the former is negative and innocuous; the latter is positively mischievous,—alike hostile to the liberal policy of the State and the moral interests of the alumni, and repugnant to the feelings of all classes of the community, of whatever religious persuasion they may be. It is impossible to calculate the mischief arising from the systematic and unreserved inculcation of materialism in a Government college. And yet this has gone on year after year without a check or a protest. Its evil effects have now assumed such formidable proportions that further connivance is impossible. Amongst the advanced students materialism has found many advocates and followers. They belong to no religious denomination, and when questioned as to their real views of theology and ethics, spout forth the stereotyped phrases of thorough-going materialism. Not a few set themselves up as staunch advocates of Utilitarianism and Positivism, boastfully extol the philosophic beauty and grandeur of these systems and scoff at religion as a congeries of idle fancies and childish whims. It is a pity they do not Understand the dangerous position they occupy. For what are Utilitarianism, Positivism, Materialism, Fatalism, and all other *isms* of the Sensationalistic School, but different species of philosophic worldliness: and who are their adherents but worldly-minded men who live for the senses, seek only wordly interests, deny all the spiritual realities which are above and beyond the animal life, and who, with a view to attach the weight of philosophic sanction to these speculations and practices, take one or other of these big phiolosophic names. It is to be deeply regretted that our countrymen should thus be led away by false philosophy to sacrifice their true spiritual interests, and casting off the restraint of moral obligations, expose themselves to all the temptations and perils of unbridled worldliness. There are some who do not take wordliness to be so dangerous as it really is, for they find it not necessarily incompatible with honesty and even philanthropy and charity. A little reflection will however show that the spirit of worldliness is antagonistic to the first principles of religion, and when invested with philosophic importance is likely to prove pernicious and demoralizing in the extreme. I must confess that the evils I complain of are not confined to our colleges, nor are they wholly attributable to the influence of the teachers. Materialistic and sceptical notions, in some shape or other, prevail largely, at the present day, amongst various sections of our community, here and in the mofussil, and some of our intelligent countrymen take active interest in encouraging and spreading the same. In the majority of cases such notions are merely the result of worldly-mindedness. They are also specially fostered by the transition-state through which the country is passing, and which daily draws away hundreds from idolatry and superstition without giving them any positive faith in exchange. and thus lands them in scepticism. All this however might be tolerated, as being to some extent inevitable. But when Government institutions offer a premium to materialism, and systematically and with the weight of authority inculcate it in youthful minds; when those to whom we naturally look up with high hopes for

the advancement of our nation—I mean the graduates of our University—go forth into the world with academic honors in one hand and scepticism in another; when education, instead of being a safeguard against ungodliness, directly encourages and promotes it;—we feel that our country's best interests and prospects are in jeopardy. Hence is it that those who take an interest in the welfare of the country have viewed with alarm the progress of materialism and scepticism amongst the graduates of our University. And certainly they have a right to demand a higher order of intelligence and character from men blessed with liberal education. They have a right to demand that educated natives should not glory in denying the spirituality, immortality and accountability of the human soul, and in professing and practising that philosophy which dooms man to the low indulgences of sensual life and denies him the prerogatives and happiness of the moral nature; but that on the contrary they should endeavour to prove themselves in every respect worthy of the honor which the State has conferred on them, and of the confidence and respect of their own countrymen by exhibiting unblemished character, frevent piety, and humble reliance upon God side by side with their intellectual accomplishments.

But how is the needful reform to be brought about? What is to be done to prevent scores of our educated brothers from falling every year into the vortex of scepticism and materialism and to lead them to truth, righteousness and God? In such circumstances the revival of the Brahma School is evidently indispensable. I do not mean to say that it will be able wholly to overcome the gigantic evil reffered to. But I hope and trust that in the hands of Providence it may become an humble instrument to suppress it in some measure—to offer some resistance to the encroachments of materalistic philosophy. In a case of overwhelming difficulties and importance like this we cannot place any confidence in our own limited capacities or any purely human agency. God is our only hope, and we trust He will do what is best for our country in this crisis, through this small institution, which we consign wholly to his keeping. Under his holy gudiance it will teach the sublime doctrines of true faith and the immutable principles of morality, and will prove that true philosophy, far from being inimical to, is the foundation of religion and morality. It will also, we hope, be of service to our young men in leading them practically to that higher life to which they are destined, by giving them a true ideal of manhood and adequate motives for realizing it. Here Gentlemen, your minds, hearts and souls will be carried through such systematic exercise and training as may bring about the proper development of your whole spiritual nature. Here the struggles between reason and faith will be adjusted and the two harmoniously engaged in the service of God. Your secular enlightenment will be rendered conducible to the purification of your heart and the elevation of your character. Here in short you will have the means of laying the foundation of spiritual advancement on the firm basis of true philosophy.

Let me now proceed to give a sketch of the plan of instruction which we shall follow in the School. We propose to explain in a popular style the Theology and Ethics of Brahma Dharma. These subjects will be taken up on alternate Sundays as so to form two parallel series of Lectures. It is necessary in my opinion to keep these two subjects always connected with each-other, otherwise we may bring about all the evils and dangers of partial and one sided training. The inculcation of morality without theology is likely to produce a habit of worldly virtues and outward honesty unaccompanied by a due conception of God's attributes, prayerful reliance upon His Providence and a solemn sense of responsibility under His eternal moral government. We do not want that godless morality which is so much esteemed in the world, and which consists only in the fulfilment of a few social and domestic duties; we want that wholesome genuine morality which is grounded in faith, whose standard is the divine will and whose strengh is divine help. In order to comprehend and attain this preliminary theological training is indispensable, which will give the mind proper notions of God and our relations to Him. Nor is theology without morality less mischievous. It makes man rest satisfied with the abstract knowledge of God, or seek pleasure in the mere contemplation of his nature and works. It begets conceited rationalism and exerts no influence on the emotion or the will. It attaches little importance to the fulfilment of duty, and makes religion consist in knowing God, not in

serving Him. And hence it is often accompanied by a life of immoral thoughts and practices and vicious indulgences. It is therefore necessary that theology and ethics should go hand in hand.

Perhaps you will ask—what is there in Brahmic Theology worth learning? I believe there is a great deal to be learnt if only we apply ourselves to it with hearts free from prejudice and conceit. You are not to expect here any thing like hollow preaching, which only addresses the feelings but affords no solid argument for reflection. Such preaching has certainly its uses elsewhere. But in this institution which is intended to be a School, our object is not to preach but to teach. On referring to the vast mass of our sermons and popular tracts, you may have run away with the idea that there is nothing in Brahma Dharma which requires thought or study; it is all superficial and commonplace. However simple Brahmic truths may appear to be—and they cannot be otherwise as they are the spontaneous convictions of our natural consciousness—there is a world of philosophy at the bottom, which must be explored in order to reach their scientific principles. And as your object here is to obtain a scientific knowledge of Brahmic theology, it will be necessary to explain all its doctrines in connection with philosophy. We intend to begin with psychology and make it always the basis of our speculations and arguments. With its light we propose to clear up all doubtful points; and to it we shall appeal in solving all difficulties. We shall proceed step by step, drawing legitimate inferences from admitted premises, and from these inferences again developing the conclusion which they warrant, till we succeed in evolving the whole of Brahmic theology. Theology is evidently dependent upon psychology. The arguments and doctrines of religion are derived chiefly from the constitution and laws of the human mind. The more we look into our own consciousness, the more we feel what human nature really is, and recognise those facts of intelligence, personality and moral government which consititue the foundation of our knowledge of God. It is mind and not matter that furnishes the chief materials of theological knowledge. Hence the study of psychology is essential to theology.

The learned Vice-Chancellor of the Calcutta University highly extolled the Phisical Sciences. Nothing else could be expected from the standpoint from which he viewed the subject. His chief object being the development of the physical resources of the country and the promotion of its material prosperity, he could not but recommend the special cultivation of the physical sciences. But we must remember what Sir William Hamilton says on the evil influence of an exclusive devotion to physical pursuits. It makes the student a materialist; for by holding too much communion with material objects and outward nature he sees nothing but a series of secondary causes and the workings of blind necessity and mechanical laws, and is thus disabled from coceiving the ture nature of God. This truth is well exemplified in the case of the numerous professors and students of the physical sciences of our day who thuogh they constantly handle the most striking testimonies of God's wisdom and mercy, seem to be thoroughly materialistic in their views. But if the physical sciences be subordinated and rendered subservient to psychology, they prove and illustrate in a remarkable manner the primary truths revealed by the latter. We intend therefore in our discourses on Brahmic Theology to attach the utmost importance to psychology, it being at once the foundation and evidence of true theology; and if we have ever occasion to refer to the physical sciences, we shall use them for purposes of illustration. You are not to infer from what I have said that unless you become philosophers you cannot be Brahmas. Far from it. The sweet simplicities of Brahma Dharma are soul-satisfying, and are capable of meeting all the requirements of faith. But those who desire to understand the foundations of their faith and the reasons of their belief should study psychology. They will come to find that in the highest activity of our intellectual nature reason and faith are one; that what we believe by faith is perfectly consonant with the highest philosophy.

In the department of Ethics, we propose to take up only those subjects which relate to practical morality. Speculative Ethics, comprising an analysis of the nature and functions of conscience, the doctrines of personality and accountability, and the true theory of moral distinctions will be treated in the course of our Lectures on Theology. In expounding the principles of Practical Ethics we shall first describe the true destiny of human life. We shall enumerate and explain the various duties of man—to himself, to society

and to God. We shall try to impress upon you the high standard of moral purity which you should ever strive after, and to awaken you to a sense of your imperfections and sins. We shall explain in order the various means whereby the passions may be governed and all the propensities of the flesh subordinated to conscience and how man may be delivered from corrupt thoughts and evil practices, and how he may steadily advance in the path of purity and rectitude. Gentlemen, I cannot sufficiently urge upon you the importance of *character*. Religion is of very little use if it cannot restrain our passions and enable us to live with conscientious purity, and discharge our various duties with fidelity and earnestness. A tree is known by its fruits, and if we lead corrupt lives we shall certainly be hated as hypocrites, and we shall place our religion in a false light before others. You must endeavour to be strict in your moral life, if you wish to glorify God and secure your true welfare here and hereafter. Besides the various fashionable vices of the day which beset native society, and which have already dragged so many young men into the paths of destruction, demand your utmost care and watchfulness, and unless you habitually guard yourselves against temptation and place your hearts under rigid moral discipline you cannot be saved, Labour "heart within and God overhead," and pray unceasingly that with His strength you may be able to compass the destiny of existence.

In conclusion, I have only to request you will attend the School regularly, and perseveringly go through the routine of theological and moral exercises which will be prescribed for you. May God bless this institution, and render it conducive to the welfare of the teachers and the pupils ?

তত্ত্ববিদ্যা ।

ভোগ কাণ্ড ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

মূল আদর্শ ।

ঈশ্বরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ-মূলক যে সকল সৌন্দর্য্যের আদর্শ আমাদের অন্তঃ-করণে প্রকাশ পায়, তাহা এক প্রকার নির্ণীত হইল; এক্ষণে, আত্মায় আত্মায় যে রূপ প্রেম সম্বন্ধ, তাহারই আদর্শ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বকার প্রতিজ্ঞাত প্রণালী অনুসারে চলিতে হইলে, বর্ত্তমান স্থলে বুদ্ধির মূল তত্ত্ব গুলির প্রতি সর্ব্বাগ্রে মনোনিবেশ করা আবশ্যক।

বুদ্ধির মূল তত্ত্ব কি? না, আত্মা এক, ভাবাত্মক এবং স্বাধীন, বিষয় অনেক, অভাবাত্মক এবং পরাধীন, জ্ঞান সমষ্টিবদ্ধ, সীমাবদ্ধ এবং পরস্পরাধীন।

প্রজ্ঞার মূল তত্ত্ব এবং বুদ্ধির মূল তত্ত্ব উভয়ের মধ্যে কি বাস্তবিকই প্রভেদ আছে? না কেবল একটা প্রভেদ কল্পিত হইয়াছে? এ বিষয়ে অনেকের মনে এখানো সংশয় থাকিতে পারে। সংক্ষেপতঃ, প্রজ্ঞার অদ্বিতীয়ত্ব এবং বুদ্ধির একত্ব, এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে কি না প্রণিধান করিয়া দেখিলেই জিজ্ঞাস্য বিষয়ের যথোচিত মীমাংসা হইতে পারিবে।

মনে কর, আমার এক খণ্ড ভূমি মাপিবার প্রয়োজন হইয়াছে; তজ্জন্য এক হস্তই হউক, এক কাঠাই হউক, এক বিঘাই হউক, কতক পরিমাণ স্থানকে এক বলিয়া ধার্য্য করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। এক হস্তকে এক গণ্য করিলে আমার পক্ষে হয়ত, সুবিধা হয়, এক কাঠাকে এক গণ্য করিলে অন্যের পক্ষে হয়ত সুবিধা হয়,—কেন না বুদ্ধি বৃত্তির ধারণ শক্তি কাহারো বা অধিক কাহারো বা অল্প, কাহারো বা গ্রহ চন্দ্রাদি মধ্যগত ব্যবধান মাপা অভ্যাস, কাহারো বা ক্ষেত্রাদি মাপা অভ্যাস, সুতরাং যে পরিমাণ দণ্ড আমার মনো বৃত্তির ধারণোপযোগী, অন্যের পক্ষে তাহা সেরূপ না হইয়া ন্যূনাতিরেক হইতে পারে। অতএব খণ্ড আকাশ বিশেষকে আমরা চাই এক বলি, অন্যে চাই দুই বলুন, যাহার যে রূপ ধারণ শক্তি

তিনি সেই অনুসারে গণনা করুন, তাহাতে কিছুমাত্র বাধা নাই। কিন্তু কাহারো সাধ্য নাই যে, তিনি অসীম আকাশকে এক ভিন্ন দুই বলিতে পারেন। অসীম আকাশ সম্বন্ধে আমার ধারণ শক্তি যে রূপ, অন্যেরও সেই রূপ, সমূলে ব্যর্থ হয়। খণ্ড আকাশের একত্ব আমাদের নিজের নিজের তারতম্য বিশিষ্ট ধারণ শক্তিকে অপেক্ষা করে, অতএব ইহা আপেক্ষিক; কিন্তু অসীম আকাশের যে একত্ব তাহা নিরপেক্ষ সুতরাং নির্ব্বিকল্প। অসীম আকাশ যদিও আমাদের ধারণ শক্তির অতীত, তথাপি তাহার সেই অদ্বিতীয় একত্ব মূলে অপ্রতিহত থাকাতেই খণ্ড আকাশ সকলের সদ্বিতীয় একত্ব সিদ্ধ হইতে পারিতেছে। পূর্ব্ব হইতেই প্রজ্ঞাতে অসীমের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, বুদ্ধি সেখানে পৌঁছিতে পারে না। বুদ্ধি যদি অসীমের দিকে হস্ত প্রসারণ করে, তবে সে কেবল হাস্যাস্পদ হয়, ইহাই সত্য। আমারদের স্ব স্ব পরীক্ষিত বিষয় সমূহের মধ্যে বুদ্ধি যে কোন একত্ব উপলব্ধি করে, তাহাতে জীবাত্মার পরিমিত একত্বেরই পরিচয় দেওয়া হয়; কিন্তু সকল একত্বের মুল একত্ব যাহা পূর্ব্ব হইতে আমাদের প্রজ্ঞাতে স্থির নিশ্চয় রহিয়াছে, তাহাতে পরমাত্মার অদ্বিতীয় একত্ব প্রতিপন্ন হয়। অতঃপর প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাইতেছে।

আমাদের স্ব স্ব জীবাত্মার একত্ব, ভাবাত্মকতা, স্বাধীনতা, তদীয় বিষয়ের অনেকত্ব, অভাবাত্মকতা, পরাধীনতা, এবং উভয়ের মধ্যগত ঘণিষ্ঠ সম্বন্ধ, এই আদর্শানুযায়ী যে কোন দৃশ্য আমাদের সম্মুখে আইসে, তাহাতেই আমাদের প্রেম আকৃষ্ট হয়। কেন না, সকল হইতে মুখ্যতম রূপে আমরা আপনা আপনাকে প্রীতি করিয়া থাকি, এবং আমাদের নিজের ভাব আমরা অন্যেতে যে পরিমাণে আরোপ করিতে পারি, সেই পরিমাণে তাহার প্রতি আমাদের প্রীতি বর্ত্তে।

প্রথমতঃ,—আমরা আপনারা যে পরিমাণে বিচিত্র বিষয় সকলকে একের অন্তর্গত করিয়া ধারণ করিতে পারি, অন্যেতে তদনুরূপ ভাব দেখিলে তাহাকে আমরা আপনার মত করিয়া হৃদয়ে স্থান দিই। এতদ্ভিন্ন, যাঁহার ধারণ শক্তির ইয়ত্তা আমাদের অপেক্ষা অধিক, অর্থাৎ যিনি আমাদের অপেক্ষা বহুদর্শী ও দূরদর্শী, তাঁহাকে আমরা ভক্তি করি; এবং যাঁহার ধারণ শক্তির ইয়ত্তা আমাদের অপেক্ষা অল্প, তাঁহাকে আমরা স্নেহ করি। বিদ্যা অর্থ, মান সম্ভ্রম, আচার ব্যবহার, ভাব ভক্তি, কোন না কোন বিষয়ে দুই জনের ইয়ত্তা-পরিধি পরস্পর-সন্নিধানে সমান বলিয়া পরিচিত হইলেই উভয়ের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার হইতে পারে। অপিচ, দুই জনের মধ্যে বাহিরে বিস্তর অনৈক্য থাকিলেও ভিতরে ঐক্য থাকিবার কিছুমাত্র বাধা নাই। এক জন হয়ত বণিক্, অন্য জন হয়ত কৃষক, অথচ দুই জনেরই অর্থের প্রতি সমান রূপ মমতা থাকিতে পারে। এক জন হয়ত স্ত্রী, অন্য জন হয়ত পুরুষ, এবং তাহাদের মধ্যে স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ, অথচ গৃহকার্য্য সুনির্ব্বাহ পক্ষে, সন্তান প্রতিপালন পক্ষে উভয়েরই সমান রূপ যত্ন থাকিতে পারে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে রূপ সম্বন্ধ, তাহাতে বলা যাইতে পারে যে, তাহারা বাহিরে দুই কিন্তু ভিতরে এক; নতুবা কি, স্ত্রী পুরুষের পরস্পর অবস্থা-বৈচিত্র্য গুণে, উদ্বাহ বন্ধন জনিত উহারদের ভিতরের একত্ব চাপা পড়িতে পারে? কখনই না, তাহা আরো উজ্জ্বল রূপে প্রকটীকৃত হয়;—রজনীর অন্ধকারে তারকাবলি যেমন ঢাকা পড়ে না, প্রত্যুত তাহাদের উজ্জ্বলতা আরো ফুটিয়া বাহির হয়;—সেই রূপ।

[দ্ব]ারা ধরিয়া এই বলিয়া এক বার ও অমন্ত্রক দুই [ব]ার ঘৃত হোম করিবেক।

প্রজাপতিঋর্ষিঃ আজ্যং দেবতা আ-জ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ দেবস্ত্বা সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবি-ত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা।

হে আজ্য 'ত্বা' ত্বাং 'সবিতা' 'দেবঃ' 'অচ্ছিদ্রেণ' 'পবিত্রেণ' আভ্যাং অচ্ছিদ্রাভ্যাং পবিত্রাভ্যাং 'উৎপুনাতু' মজ্জাতকেশকীটাদিসংসর্গদোষং অপনয়তু। কিঞ্চ বসু তেজঃ তৎপ্রাধান্যাৎ সোঽপি তথোচ্যতে। 'বসোঃ' 'সূর্য্যস্য' 'রশ্মিভিঃ' কিরণৈঃ ত্বামুৎপুনাতু ইতি সম্বন্ধঃ।

হে ঘৃত! সবিতা দেব এই অচ্ছিদ্র পবিত্র দ্বারা ও তেজঃস্বরূপ সূর্য্যের কিরণ দ্বারা তোমাকে পবিত্র করুন।

৩। তৎপরে তাহাতে জলসিঞ্চন করিয়া তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেক।

আজ্যাদি সংস্কার।

১। তৎপরে ঘৃত পাত্র জল দ্বারা মার্জ্জন, অগ্নির উপর ধারণ ও উত্তর দিকে অবতারণ করিবেক। এই রূপ তিন বার করিলে আজ্য সংস্কার হইবে। এই রূপ স্রুক্ স্রুবাদির ও সংস্কার করিবেক।

উদকাঞ্জলি সেক।

১। দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিয়া নিম্নোক্ত চারি মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে, অগ্নির দক্ষিণদিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, পশ্চিম দিকে দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্য্যন্ত, উত্তর দিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ও শেষে দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে অগ্নির চতুর্দ্দিকে উদকাঞ্জলি সেক করিবেক।

প্রজাপতিঋর্ষিঃ অদিতির্দ্দেবতা উদকা-ঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অদিতেঽনুমন্যস্ব। ১।

যজুরিদং। অদিতির্দ্দেবমাতা হে 'অদিতে' 'অনুমন্যস্ব' অনুজানীহি।

হে অদিতি! আমাকে অনুমতি কর।

প্রজাপতিঋর্ষিঃ অনুমতির্দ্দেবতা উদকা-ঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অনুমতেঽনুমন্যস্ব। ২।

যজুরিদং। অনুমতিনাম দেবতা হে 'অনুমতে' 'অনুমন্যস্ব'।

হে অনুমতি! আমাকে অনুমতি কর।

প্রজাপতিঋর্ষিঃ সরস্বতী দেবতা উদকা-ঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সরস্বত্যনুমন্যস্ব। ৩।

যজুরিদং। সরস্বতী বাচামধিষ্ঠাত্রী দেবতা নদী বা। হে 'সরস্বতি অনুমন্যস্ব'।

হে সরস্বতী! আমাকে অনুমতি কর।

প্রজাপতিঋর্ষিঃ সবিতা দেবতা অগ্নিপর্য্যু-ক্ষণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞ-পতিং ভগায় দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাচস্পতির্ব্বাচন্নঃ স্বদতু।

যজুরিদং। হে 'দেব' ক্রীড়াদিগুণযুক্ত 'সবিতঃ' কর্ম্মণাং অনুজ্ঞাতঃ 'যজ্ঞং' 'প্রসুব' অনুজানীহি। 'যজ্ঞপতিং' যজমানং 'প্রসুব' 'ভগায়' কর্ম্মফলভজনায় কিঞ্চ 'দিব্যঃ' দিবিভবঃ 'গন্ধর্ব্বঃ' গোঃ পৃথিবী তৎস্থান্ রসান্ ধারয়তীতি গন্ধর্ব্বঃ সূর্য্যঃ 'কেতপূঃ' কেতং চিত্তং পুনাতীতি কেতপূঃ 'নঃ' অস্মাকং 'কেতং' চিত্তং 'পুনাতু' নির্ম্মলীকরোতু কর্ম্মসাধনায় যোগ্যং করোতু ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'বাচস্পতিঃ' প্রাণঃ 'নঃ' অস্মাকং 'বাচং' 'স্বদতু' আস্বাদয়তু স্তোতব্যস্য দেবতা বিশেষস্য প্রীতিকরীং করোতু।

হে সবিতৃদেব! যজ্ঞ করিবার অনুমতি কর এবং যজ্ঞপতি যজমানকে ফল লাভের অনুমতি কর; তুমি স্বর্গীয়, পৃথিবীর ধারণ কর্ত্তা ও চিত্তের পাবয়িতা; তুমি আমাদের চিত্তকে পবিত্র কর। বাক্যের অধিপতি প্রাণ আমাদের বাক্যকে স্বাদযুক্ত করুন।

বিরূপাক্ষজপ।

১। তৎপরে দক্ষিণ জানু তুলিয়া উপর্য্যধঃস্থিত দক্ষিণ বাম মুষ্টি দ্বারা ফল পুষ্প ও কুশ লইয়া বিরূপাক্ষ জপ করিবেক। জপান্তে সেই কুশ সকল পূর্ব্বোত্তর দিকে নিক্ষেপ করিবেক, ফলপুষ্প ব্রাহ্মণকে দিবেক।

পরমেষ্ঠী ঋষিঃ রুদ্ররূপোঽগ্নির্দ্দেবতা বিরূপাক্ষ জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ মহান্তমাত্মানং প্রপদ্যে, বিরূপাক্ষোসি দন্তাঞ্জিস্তস্য তে শয্যা পর্ণে গৃহা-ন্তরীক্ষে বিমিতং হিরণ্ময়ং তদ্দেবানাং হৃদয়া-ন্যয়স্ময়ে কুম্ভেঽন্তঃ সন্নিহিতানি, তানি বলভৃচ্চ বলসাচ্চ রক্ষতোঽপ্রমণী অনিমিষতঃ সত্যং, যত্তে দ্বাদশ পুত্রাস্তে ত্বা সংবৎসরে সংবৎসরে কামপ্রেণ যজ্ঞেন যাজয়িত্বা পুনর্ব্রহ্মচর্য্যমুপ-

যন্তি, ত্বং দেবেষু ব্রাহ্মণোস্যহং মনুষ্যেষু ব্রাহ্মণো বৈ ব্রাহ্মণমুপধাবত্যুপ ত্বা ধাবামি, জপন্তং মা মা প্রতিজাপীর্জুহ্বন্তং মা মা প্রতিহৌষীঃ কুর্বন্তং মা মা প্রতিকার্ষী স্ত্বাং প্রপদ্যে, ত্বয়া প্রসূত ইদং কর্ম্ম করিষ্যামি, তন্মে রাধ্যতাং তন্মে সমৃদ্ধ্যতাং তন্ম উপপদ্যতাং, সমুদ্রোমা বিশ্বব্যচা ব্রহ্মানুজানাতু, তুথোমা বিশ্ববেদা ব্রহ্মণঃ পুত্রোনুজানাতু, শ্বাত্রোমা প্রচেতা মৈত্রাবরুণোনুজানাতু, তস্মৈ বিরূপাক্ষায় দন্তাঞ্জয়ে সমুদ্রায় বিশ্বব্যচসে তুথায় বিশ্ববেদসে শ্বাত্রায প্রচেতসে সহস্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় নমঃ।

যজুরিদং। 'ভূঃ' পৃথিবী 'ভুবঃ' অন্তরীক্ষং 'স্বঃ' দ্যৌঃ 'ওঁ' আত্মা। 'মহান্তং' 'আত্মানং' 'প্রপদ্যে' শরণং গচ্ছামি। 'বিরূপাক্ষোঽসি' বিবিধরূপনেত্র বিশিষ্টঃ ভবসি। 'দন্তাঞ্জিঃ 'ব্যক্তদন্তঃ' 'তস্য' এবন্তু তস্য 'তে' তব শয্যা 'পর্ণে' উপলেপনাভ্যুক্ষণাদিভিঃ সংস্কৃতে স্থণ্ডিলে 'গৃহ' গৃহং 'অন্তরীক্ষে' 'বিমিতং' নির্ম্মিতং কীদৃশং 'হিরণ্যয়ং' সুবর্ণময়ং। 'তত্র' তস্মিন্ গৃহে 'দেবানাং' হৃদযানি তিষ্ঠন্তীতি শেষঃ। তানি 'অয়স্ময়ে' লৌহময়ে 'কুম্ভে' ইব 'অন্তঃ' মধ্যে সন্নিহিতানি। দেবৈঃ হৃদয়ৈক্যস্থিতোঽগ্নিঃ প্রার্থ্যতে কদাপুনস্ত্বমস্মাকমগ্নে হবিরানযিষ্যতীতি। 'বলভৃৎ চ' বলং উপচযাত্মকং বিভর্ত্তীতি বলভৃৎ 'বলসাৎ চ' বলং শত্রূণাং সাদয়তি-স্ফোটয়তীতি বলসাৎ তৌ 'রক্ষতঃ' অগ্নিং। কিন্তু তৌ 'অপ্রমণী' অপ্রমাদিনৌ 'অনিমিষৎ' অনিমীলিতাক্ষৌ যদেতৎ তৌ রক্ষতঃ 'তৎ সত্যং'। 'যৎ' 'তে' তব 'দ্বাদশ পুত্রাঃ' তে 'সংবৎসরে সংবৎসরে' প্রতিবর্ষং 'কামপ্রেণ' অভিলাষ পূরকেন যজ্ঞেন যজমানং 'যাজযিত্বা' 'ত্বা' ত্বাং 'পুনঃ' 'ব্রহ্মচর্য্যং' ব্রহ্মভূতং উপযন্তি প্রবিশন্তি। 'ত্বং' 'দেবেষু' 'ব্রাহ্মোণোসি' 'অহং' 'মনুষ্যেষু' 'ব্রাহ্মণঃ'। 'বৈ' 'যতঃ ব্রাহ্মণং উপধাবতি' ব্রাহ্মণমেবোপসেবতে অতঃ 'ত্ব' 'উপধাবামি' উপগচ্ছামি। তত্র কারণমাহ জপন্তমিত্যাদি। জপহোমকর্ম্ম কালে মম প্রাতিকূল্যং মা গাঃ। অতঃ 'ত্বাং' 'প্রপদ্যে' 'ত্বযা' 'প্রসূতঃ' অনুজ্ঞাতঃ 'ইদং কর্ম্ম করিষ্যামি' 'মে' মম 'তৎ' কর্ম্ম 'রাধ্যতাং' সিদ্ধ্যতু 'সমৃদ্ধ্যতাং' সংবর্দ্ধতাং 'উপপদ্যতাং ফলপ্রদানসমর্থং জায়তাং। দ্বাদশ পুত্রাণাং কতিচিদাহ সমুদ্র ইত্যাদি 'সমুদ্রঃ' সমুদ্র ইব বিশ্বং বিচতি বিবিধং গচ্ছতি 'বিশ্বব্যচা' ব্রহ্মনামা অগ্নিঃ তথা 'তুথঃ' 'বিশ্ববেদা' সর্ব্বস্য বেদিতা ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ তথা 'শ্বাত্রঃ' 'প্রচেতাঃ' প্রকৃষ্টমনাঃ তথা মৈত্রাবরুণঃ মাং অনুজানাতু ইত্যর্থঃ। অন্যৎ সুগমং।

আমি মহান্ আত্মার শরণাপন্ন হই। তোমার রূপ ও চক্ষু নানাবিধ। তোমার দন্ত সুব্যক্ত। সংস্কৃত স্থণ্ডিলে তোমার শয্যা। তোমার সুবর্ণময় গৃহ অন্তরীক্ষে নির্ম্মিত হইয়াছে। যেমন লৌহময় কুম্ভে কোন বস্তু নিহিত থাকে, সেই রূপ সেই গৃহে দেবগণের হৃদয় সকল সংহত হইয়া আছে। এক জন স্বপক্ষের বলদাতা ও অন্য জন বিপক্ষের বলনাশক, এই দেবতাদ্বয় অপ্রমাদে ও নির্নিমেষে তোমাকে রক্ষা করিতেছে, ইহা সত্য। তোমার দ্বাদশ পুত্র প্রতিবৎসর যজমানকে কামপ্রদ যজ্ঞ করাইয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্ম-স্বরূপ তোমাতে বিলীন হয়। তুমি দেবলোকে ব্রাহ্মণ, আমি মর্ত্ত্যলোকে ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণেরই সেবা করিতে হয়, এই জন্য আমি তোমার সেবা করিতেছি। আমি জপ, হোম ও কর্ম্ম করিতেছি, তুমি জপের, হোমের ও কর্ম্মের প্রতিকূলাচরণ করিও না। আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি; এবং তোমার আজ্ঞাক্রমে এই কর্ম্ম করিব। ইহা সিদ্ধ হউক, বর্দ্ধিত হউক ও সফল হউক। সমুদ্র তুল্য, বিশ্বব্যাপী ব্রহ্ম আমাকে অনুজ্ঞা করুন; সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম-পুত্র তুথ আমাকে অনুজ্ঞা করুন, উন্নতচেতা শ্বাত্র ও মৈত্রাবরুণ আমাকে অনুজ্ঞা করুন। সেই বিরূপাক্ষ ব্যক্তদন্ত সমুদ্র-তুল্য বিশ্বগামী তুথ সর্ব্বজ্ঞ শ্বাত্র প্রচেতা সহস্রাক্ষ ব্রহ্ম-পুত্রকে নমস্কার।

যদি কাম্য কর্ম্ম হয় তবে অগ্রে ইহা পাঠ করিবেক।

ওঁ তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধাচ হ্রীশ্চ সত্যঞ্চাক্রোধশ্চ ত্যাগশ্চ ধৃতিশ্চ ধর্ম্মশ্চ সত্ত্বঞ্চ বাক্ চ মনশ্চাত্মা চ তানি প্রপদ্যে তানি মামবন্তু।

আমি তপ, তেজ, শ্রদ্ধা, লজ্জা, সত্য, ক্ষমা দান, ধৈর্য্য, ধর্ম্ম, বল, বাক্য, মন ও আত্মার শরণাপন্ন হই; ইহাঁরা আমাকে রক্ষা করুন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৬ শ্রাবণ রবিবার প্রাতঃকালে ৭ সাত ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় প্রণীত ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা উহা লইতে বাসনা করেন, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকটে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন। প্রথম ভাগও বিক্রয়ার্থ আছে। প্রত্যেক ভাগের মূল্য স্বাক্ষর কারীর প্রতি ৷৹ আনা, আর অস্বাক্ষর কারীর প্রতি ১ টাকা।

শ্রী ঈশানচন্দ্র বসু।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৪। কলিগতাব্দ ৪৯৬৮। ২৫ আষাঢ় সোম বার।

প্রজাপতির্ঋষিঃ অগ্নির্দ্দেবতা তৃণনিরসনে বিনিযোগঃ।

ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।

২। তৎপরে জলস্পর্শ করিয়া দক্ষিণ পাদ দ্বারা বাম পাদ চাপিয়া উত্তর মুখ হইয়া আস্তীর্ণ কুশের উপর জল সিঞ্চন করিয়া এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে বসাইবেক।

প্রজাপতির্ঋষিঃ অগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিযোগঃ।

ওঁ আবসোঃ সদনে সীদ।

যজুরিদং। হে ব্রহ্মন্ 'আবসোঃ' বসু দক্ষিণারূপং ধনং তদ্যাবদ্দীয়তে তাবৎ কালং 'সদনে' কুশাস্তরণস্থানে 'সীদ' তিষ্ঠ।

হে ব্রহ্মন্! দক্ষিণা দান পর্য্যন্ত এই কুশাস্তরণ স্থানে উপবেশন কর।

যদি কোন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মকর্ম্মে ব্রত হন, তাহা হইলে, 'সীদামি' অর্থাৎ উপবেশন করি, এই প্রতি বাক্য বলিবেন।

৩। এই রূপে কুশময়াদি ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বাগ্র করিয়া, যদি মনুষ্য ব্রাহ্মণ হয়েন, তবে তাঁহাকে উত্তর মুখ করিয়া সংস্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি কুশ দিয়া ও জল সিঞ্চন করিয়া কুশ ও কুসুম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিবেক।

৪। তৎপরে পূর্ব্ব পথে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বীয় আসনে পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশন পূর্ব্বক পশ্চাদুক্ত ভূমি জপ করিবেক।

৫। ব্রহ্মকর্ম্মে ব্রত ব্রাহ্মণ অথবা কুশময়াদি ব্রহ্ম-পক্ষে কর্ম্মকর্ত্তা স্বয়ং অযজ্ঞীয় বাক্য উচ্চারণ করিলে এই মন্ত্র জপ করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ বিষ্ণুর্দ্দেবতা অযজ্ঞীয় বাগ্ বচননিমিত্ত জপে বিনিযোগঃ।

ওঁ ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে।

'বিষ্ণুঃ' ব্যাপকঃ সভগবান্ 'ইদং' জগৎ 'বিচক্রমে' আক্রান্তবান্। কথং 'ত্রেধা' 'পদং' 'নিদধে' পৃথিব্যাং আকাশে স্বর্গে চ পদত্রয়ং অর্পিতবান্। অতঃ 'অস্য' বিষ্ণোঃ 'পদং' 'পাংশুলে' পাংশুযুক্তে পৃথিব্যামিত্যর্থঃ। 'সমূঢ়ং' সম্যক্ নিবিষ্টং।

ভগবান্ বিষ্ণু এই ব্রহ্মাণ্ড আক্রমণ করিয়া আছেন; তিনি পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গ এই তিন স্থানে তিন পদ নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন; ইহাঁর পদ এই পৃথিবীতে সম্যক্ নিবিষ্ট আছে।

৬। প্রকৃত কর্ম্মে যদি চরু হোম থাকে, তবে তাহা এই সময়ে প্রস্তুত করিয়া তদুপরি ঘৃত দিয়া অগ্নির উত্তরে সংস্থাপন পূর্ব্বক ভূমি জপ করিবেক।

ভূমি জপ।

১। দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিয়া উভয় হস্ত অধোমুখ ও দক্ষিণ হস্ত বাম হস্তের উপরিস্থ ভাবে ভূমিতে নিহিত করিয়া জপ করিবেক।

পরমেষ্ঠী ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা ভূমিজপে বিনিযোগঃ।

ওঁ ইদং ভূমের্ভজামহ ইদং ভদ্রং সুমঙ্গলং। পরা সপত্নান্ বাধস্বান্যেষাং বিন্দতে ধনং।

'ভূমেঃ' 'ইদং' ভূমিসম্বন্ধি ইদং স্থণ্ডিলং বয়ং 'ভজামহে' সেবামহে গৃহ্নীমঃ ইতি যাবৎ। কিম্ভূতং 'ভদ্রং' কল্যাণতরং 'সুমঙ্গলং' প্রশস্ততরং। 'ইদম্' ইতি পুনরুচ্চারণমাদরার্থং। ত্বং 'সপত্নান্' অস্মাকং শত্রূন্ 'পরা' 'বাধস্ব' সুষ্ট পীড়য়। কিন্তু 'য়ঃ' অন্যেন মন্ত্রেণ বিবাহাদি যজ্ঞকর্ম্মণি তবদধিষ্ঠিতং ভূমরবয়বং গৃহ্নাতি সোঽপি 'অন্যেষাং' ঈশ্বরাণাং সম্বন্ধি 'ধনং' 'বিন্দতে' লভতে।

আমরা পৃথিবীর এই কল্যাণকর প্রশস্ততর অংশ গ্রহণ করি, তুমি শত্রুগণের বিঘ্ন উৎপাদন কর; যাহারা এই মন্ত্র পাঠ না করিয়া ভূমি গ্রহণ করে, তাহারা অন্যের ধন গ্রহণ করে।

পরিসমূহন।

১। তৎপরে দক্ষিণ হস্তে কুশ লইয়া এই মন্ত্রত্রয় পাঠ করিয়া অগ্নির উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম যথাক্রমে শোধন করিবেক।

কৌৎস ঋষিঃ জগতীছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা পৃষ্ঠস্য ষড়হস্য ষষ্ঠেঽহনি অগ্নিমারুতে শস্ত্রে পরিসমূহনে বিনিযোগঃ।

ওঁ ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সম্মহেমা মণীষয়া। ভদ্রাহি নঃ প্রমতি রস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বযং তব। ১।

'ইমং' 'স্তোমং' স্তবং 'সম্মহেমা' পূজোপকরণযুক্তং কুর্য্যাম। কস্মৈ 'জাতবেদসে' জাতজ্ঞানায অগ্নযে, কিম্ভূতায 'অর্হতে' স্তুতিযোগ্যায় কযা 'মনীষয়া' প্রজ্ঞয়া। 'রথমিব' সারথিরিত্যধ্যাহার্য্যং। 'হি' যস্মাৎ 'নঃ' অস্মাকং অস্য' অগ্নেঃ সকাশাৎ 'ভদ্রা' কল্যাণী 'প্রমতিঃ' প্রকৃষ্টা বুদ্ধিঃ 'সংসদি' জনসমাজে জায়তে। হে 'অগ্নে' 'তব' 'সখ্যে' মিত্রত্বে স্থিতাঃ বয়ং 'মা' 'রিষামা' কেনচিৎ দুরাত্মনা মা হিংসিষ্মহি। ১।

যেমন সারথি রথকে উপকরণযুক্ত করে, সেই রূপ আমরা পূজনীয় অগ্নির নিমিত্ত এই স্তোত্রকে প্রজ্ঞা দ্বারা উপকরণযুক্ত করি; যেহেতু এই অগ্নি হইতে আমাদের কল্যাণকরী সুমতি জনসমাজে উৎপন্ন হয়। হে অগ্নি! আমরা তোমার সহায়তা অবলম্বন করিয়া থাকি; আমাদিগকে যেন কোন দুরাত্মা হত্যা না করে।

ওঁ ভরামেধং কৃণবামা হবীংষি তে চিত-যন্তঃ পর্ব্বণা পর্ব্বণা বয়ং। জীবাতবে প্রাতরাং সাধয়া ধিয়োগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ।২।

হে 'অগ্নে' ত্বদর্থং 'ইধ্মং' যজ্ঞদারু 'ভরাম' আহরাম 'হবীংষি' চরু প্রভৃতীনি পর্ব্বণা পর্ব্বণা পর্ব্বণি পর্ব্বণি চিত-যন্তঃ উৎপাদয়ন্তঃ 'কৃণবামা' সম্পাদয়াম নির্ব্বপামেত্তি যাবৎ। কিমর্থং 'প্রাতরাং' সুদীর্ঘ কালং 'জীবাতবে' জীবনায় কিঞ্চ 'ধীয়ঃ' কর্ম্মাণি 'সাধয়' সাধয় সকলানি কুরু। শিষ্টং পূর্ব্ববৎ।২।

হে অগ্নি দীর্ঘ জীবনের নিমিত্ত আমরা তোমার কাষ্ঠ সকল আহরণ ও প্রতি পর্ব্বে চরু প্রভৃতি হব্য সকল উৎপাদন পূর্ব্বক তোমাকে দান করি। তুমি আমাদের কর্ম্ম সকল সফল কর, আমরা তোমার সখ্য ভাব অবলম্বন করিয়া থাকি, কোন দুরাত্মা যেন আমাদিগকে হত্যা না করে।

ওঁ শকেম ত্বা সমিধং সাধয়া ধিয়স্তে দেবা হবিরদন্ত্যাহুতং। ত্বমাদিত্যানাবহতাং হ্যুশ্ম-স্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব। ৩।

হে 'অগ্নে' ত্বং অস্মাকং 'ধিয়ঃ' কর্ম্মাণি বুদ্ধীর্ব্বা সাধয়া সাধয়, ত্বদারাধনযোগ্যাঃ নিষ্পাদয়। যথা বয়ং 'ত্বা' ত্বাং 'সমিধং' পরিচরিতুং 'শকেম' শক্তা স্যাম। 'তে' ত্বয়ি 'আহুতং' 'দেবাঃ' 'অদন্তি' ভক্ষয়ন্তি অতস্ত্বং 'তান্' 'আদিত্যান্' অদিতেঃ পুত্রান্ 'আবহ' আবাহয় 'হি' যতঃ বয়ং 'তান্' আদিত্যান্ 'উশ্মসি' কাময়ামহে। শিষ্টং পূর্ব্ববৎ।৩।

হে অগ্নি। তুমি আমাদের বুদ্ধিকে তোমার আরাধনার উপযুক্ত কর, যাহাতে আমরা তোমার পরিচারণা করিতে সমর্থ হই; তোমাতে যাহা আহুতি দেওয়া যায়, তাহা দেবতারা ভক্ষণ করেন; অতএব তুমি সেই অদিতিপুত্র দেবগণকে আহ্বান কর, আমরা তাঁহাদিগকে কামনা করিতেছি। আমরা তোমার সখ্য ভাব অবলম্বন করিয়া থাকি, কোন দুরাত্মা যেন আমাদিগকে হত্যা না করে।

২। তৎপরে সেই সমস্ত কুশ ঈশান কোণে নিক্ষেপ করিবেক।

আস্তরণ।

১। তৎপরে অগ্নির পূর্ব্ব দিকে উত্তর প্রান্ত হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রথমে কতকগুলি কুশ আস্তরণ করিবেক; তৎপরে আর কতক গুলি কুশ দ্বারা তাহার মুল সকল আচ্ছন্ন করিবেক; এবং পুনরায় আর কতকগুলি লইয়া দ্বিতীয় বার নিক্ষিপ্ত কুশের মুল আচ্ছাদন করিবেক। এই রূপ দক্ষিণ দিকে পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত; পশ্চিম দিকে দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তর প্রান্ত পর্য্যন্ত এবং উত্তর দিকে পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব-প্রান্ত পর্য্যন্ত আস্তরণ করিবেক।

স্বস্তিক দান।

১। তৎপরে পূর্ব্বাদি ক্রমে ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে স্বস্তিক দিবেক।

ওঁ ইন্দ্রায় লোকপালায় স্বাহা।
ওঁ অগ্নয়ে লোকপালায় স্বাহা।
ওঁ যমায় লোকপালায় স্বাহা।
ওঁ নির্ঋতয়ে লোকপালায় স্বাহা।
ওঁ বরুণায় লোকপালায় স্বাহা।
ওঁ বায়বে লোকপালায় স্বাহা।
ওঁ কুবেরায় লোকপালায় স্বাহা।
ওঁ ঈশানায় লোকপালায় স্বহা।
ওঁ অনন্তায় লোকপালায় স্বাহা।
ওঁ ব্রহ্মণে লোকপালায় স্বাহা।

বিংশতি কাষ্ঠিকা।

১। হোম যেথানে প্রকৃত কর্ম্মের অঙ্গ না হইয়া স্বয়ং প্রকৃত কর্ম্ম হইবেক, তথায় দুই প্রাদেশ প্রমাণ বিংশতি কাষ্ঠিকা ঘৃতাক্ত করিয়া প্রজাপতিকে ধ্যান পূর্ব্বক অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিবেক।

আজ্যোৎপবন।

১। তৎপরে দুটি অগ্রযুক্ত কুশ লইয়া নিম্নোক্ত প্রথম মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ ছেদন ও দ্বিতীয় মন্ত্র বলিয়া মার্জ্জন পূর্ব্বক তাম্রাদি পাত্রে উত্তরাগ্র রাখিয়া তদুপরি হোমার্থ ঘৃত রাখিবেক।

প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্র-চ্ছেদনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ।

যজুরিদং। হে 'পবিত্রে' যুবাং 'বৈষ্ণব্যৌ' বিষ্ণুদেবতাকৌ "বিষ্ণুর্বৈযজ্ঞঃ" যজ্ঞার্হে 'স্থঃ' ভবথঃ।

হে পবিত্র দ্বয়! বিষ্ণু তোমাদের দেবতা হউন।

প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্র-মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পুতে স্থঃ।

যজুরিদং। 'বিষ্ণোঃ' 'মনসা' 'পুতে' স্থঃ ভবথঃ।

তোমরা বিষ্ণুর মন দ্বারা পবিত্র হইতেছ।

২। পরে সেই কুশদ্বয়ের অগ্রভাগ বাম হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা এবং তাহার মুল বাম হস্তের উপরিস্থ দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ

দ্বিতীয়তঃ, আমরা আপনারা যে পরিমাণে অভাবাম্বিত আবির্ভাব সকলের মধ্যে ভাবের আস্বাদ পাই, অন্যেতে সেই মাত্রা ভাবুকতার নিদর্শন পাইলে তাহার প্রতি আমাদের প্রীতি সংক্রমিত হয়। এতদ্ভিন্ন, যিনি আমারদের অপেক্ষা অধিক মাত্রা ভাবুক, তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, যিনি তদপেক্ষা অল্প মাত্রা ভাবুক, তিনি আমাদের স্নেহের পাত্র! এই জন্য, প্রীতির শিকড় সমবয়স্কদিগের মধ্যে যেমন সহজে বিস্তারিত হইতে দেখা যায়, বিভিন্ন বয়স্কদিগের মধ্যে সে রূপ কখনই সম্ভবেনা। তৃতীয়তঃ;—আমরা আপনারা যে পরিমাণে পরাধীনতার মধ্যে স্বাধীনতা উপভোগ করি, তদনুরূপ ভাব অন্যেতে দেখিলে তাহার প্রতি আমাদের প্রীতি নিবদ্ধ হয়; এবং সে ভাবের ন্যূনাতিরেক দেখিলে তৎপরিবর্ত্তে স্নেহ ভক্তির উদ্দীপন হয়। এই প্রকার সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উচ্চের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি, সমানে সমানে প্রেম, এবং নীচের প্রতি স্নেহ মমতা, ভাবের স্রোত এই রূপ ত্রিপথগামী।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহার মধ্য হইতে সার সংকলন করিলে এবং তদীয় আনুসঙ্গিক দুই একটি শাখা প্রশাখা অঙ্কুরিত করিলে, নিম্নলিখিত কতিপয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, যথা;—

প্রথমতঃ, প্রকৃত প্রেম যাহা, তাহা পৃথিবী লোকে মনুষ্যে মনুষ্যেই সম্ভবে। বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী ইহারা আমাদের ক্রীড়ার বস্তু হইতে পারে, প্রেমের বস্তু হইতে পারে না। মনুষ্যে মনুষ্যে প্রেম বলাতে আত্মায় আত্মায় প্রেম বুঝায়—এই প্রেমই যথার্থ প্রেম নামের যোগ্য। আত্মায় আত্মায় যে কেমন প্রেম, তাহা আমরা স্ব স্ব অন্তরেই উপভোগ করিতে পারি; যে হেতু, সকলেই আমরা আপনা আপনাকে প্রীতি করিয়া থাকি। আপনাকে প্রীতি করা আত্মারই ধর্ম্ম; এই হেতু আমাদের আত্মা যত উন্নত হয়, ততই আমরা অধিক পরিমাণে আপনাকে প্রীতি করিতে সমর্থ হই;—যে পরিমাণে আমরা ঈশ্বরের ভক্ত, সেই পরিমাণে আমাদের আত্মা উন্নত, সেই পরিমাণে আমরা আপনাতে এবং অন্যেতে প্রীতি রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হই।

দ্বিতীয়তঃ;—আমরা আপনার ভাব অনুসারেই অন্যের সহিত প্রেমে আবদ্ধ হইয়া থাকি। এক জন বিদ্যার্থী পণ্ডিত, এবং এক জন ধনার্থী বণিক্, উভয়ের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার হইতে না পারে এমন নয়; কিন্তু তাহা হইলে ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে যে, বিদ্যা এবং অর্থ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে যথোচিত ঐক্য আছে, নতুবা কিসের উপরে স্থাপিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে প্রেম সজীব থাকিবে। একবার কোন বিষয়ে দুই জনের মধ্যে প্রেমের সূত্রপাত হইলে, পরে যত উভয়ের মধ্যে সেই বিষয়ের আলোচনা হয়, এবং তজ্জন্য উভয়ই সে বিষয়ে একত্র উন্নতি লাভ করে, ততই তাহাদের মধ্যে প্রেম সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা হয়; এবং উভয়ের যদি ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সে প্রেম কোন কালেই জরাজীর্ণ হইয়া মৃত হয় না, প্রত্যুত ক্রমশই বিকসিত হইয়া আনন্দামৃতে পূর্ণ হইতে থাকে।

তৃতীয়তঃ;—উচ্চতর ব্যক্তির সহবাসে আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি চরিতার্থ হয়, এবং তাহাতে আমরা উন্নতির দিকে আকৃষ্ট হই। কখন কখন এ রূপ হয় যে, অরোগী হৃষ্টপুষ্ট বলবান্ চিকিৎসক বিশেষ অভ্যাগত হইবামাত্র রোগীর রোগ দূরে পলায়ন করে;—ভক্তি শ্রদ্ধাই এ রূপ আরোগ্যের

মুল। রোগী ব্যক্তি যেমন চিকিৎসকের হস্তে আপনাকে শ্রদ্ধার সহিত সমর্পণ করে, সেই রূপ আমরা যদি ঈশ্বরের উপরে সম্পূর্ণ ভরসা স্থাপন করত সাংসারিক দুঃখ বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকি এবং তাঁহার আদিষ্ট সদুপায়ে তৎপর হই, তাহা হইলে তিনিই আমারদের আত্মার উন্নতি করিয়া দেন; কিন্তু দুর্দ্দান্ত রোগীর ন্যায় আমরা যদি অধৈর্য্য হইয়া ঈশ্বরের সাহায্য বিনা আপনার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে যাই, তাহা হইলে আমরা পদে পদে আরো রোগ সঞ্চয় করিতে থাকি।

সমানের সহবাসে আমাদের প্রীতি চরিতার্থ হয়, এবং তাহাতে বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যেই আমাদের সন্তোষ নিমগ্ন থাকে। ভক্তি উন্নতির দিকে চক্ষু নিবিষ্ট করিয়া থাকে, প্রীতি বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে দ্রব্যাদি গুছাইয়া সন্তোষ উপভোগে রত হয়; পরন্তু এই প্রীতির যদি ভক্তির সহিত সংস্রব না থাকে, তাহা হইলে সে সন্তোষ দেবতার বর্ষণ অভাবে ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়; কেন না ঈশ্বরের কল্যাণ আশীর্ব্বাদ আমাদের শরীর মন আত্মাতে যথা পরিমাণে বর্ষিত না হইলে, আপন আত্মাও আমাদের নিকটে অসার ও হেয় বোধ হয়, তবে আর কে আমাদিগ ক প্রীতি দানে পরিতুষ্ট করিবে? সম্পূর্ণ দাতার নিকটে সম্পূর্ণ গৃহীতার যে রূপ ভাব হওয়া উচিত, সেই রূপ ভক্তি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভাব আত্মাকে অভিভূত করিলে, তবেই ঈশ্বরের দান আমারদের নিকটে বিশেষ রূপে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে। ইন্দ্রিয়ের বলে আমরা বিষয় উপভোগ করি, সমুদায় আত্মার বলে আমরা আপনাকে প্রীতি করি, কিন্তু সমুদায় আত্মার বলেও আমরা পরমাত্মাকে ভক্তি করিয়া উঠিতে পারি না; তবে কি? না তাঁহার সাহায্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক যে পরিমাণে আমরা তাঁহাতে ভক্তি সমর্পন করি, সেই পরিমাণেই আমারদের আত্মার আত্মায় বিশুদ্ধ প্রীতির সঞ্চার হইতে থাকে।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, যদিচ মুখ্য রূপে ধরিতে গেলে মনুষ্যই কেবল আমাদের প্রীতির আস্পদ হইতে পারে, তথাপি বহির্বিষয় সকলেতে যে হেতু মনুষ্যত্বের ভাব কৃত্রিম রূপে আরোপ করিতে পারা যায়, এই হেতু উহাদিগকেও আমরা এক প্রকার প্রীতি করিতে পারি। সূর্য্যকে আমরা বলি চক্ষুষ্মান্, আলোককে—আনন্দযুক্ত, রজনীকে—প্রশান্ত; কিন্তু বাস্তবিক, সূর্য্যেতে চক্ষু নাই, আলোকে আনন্দ নাই, রজনীতে শান্তি নাই,—সকলই আমাদের মনে। অন্ধকার আমাদের সম্মুখ হইতে বিষয় সকল কাড়িয়া লয়, আলোক পুনর্ব্বার তাহাদিগকে আমাদের নিকট প্রত্যানয়ন করিয়া আমাদের মনে আনন্দ বিধান করে—এই পর্য্যন্ত; কিন্তু সে আনন্দ আমাদের মনেরই সম্পত্তি, আলোকের তাহাতে সত্ত্ব নাই। অতএব আলোককে কেবল আমরা কৃত্রিম রূপেই আনন্দনিধান বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি;—শিশুকে যেমন নানা রূপ উচ্চপদসেব্য উপাধি সম্বোধনে আদর করা যায়,—সেই রূপ। প্রকৃতিকে ঈশ্বরপদোচিত উপাধি উল্লেখ সহকারে ব্যাখ্যা করাও এই রূপ অবাস্তবিক স্নেহ সম্ভাষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অতএব আমরা আত্মাকে যে ভাবে প্রীতি করি, বিষয়কে কদাপি সে ভাবে প্রীতি করিতে পারি না। কেন না ইহা সুস্পষ্ট যে, যদি একটা কোন সামগ্রীতে রত হওয়া কর্ত্তব্য হয়, তবে তাহা বিষয় নহে, কিন্তু আত্মা; এবং যদি হেলাক্রমে নানাবিধ বিচিত্র সামগ্রীতে বিচরণ করা কর্ত্তব্য হয়, তবে তাহা

আত্মা নহে কিন্তু বিষয়-সঙ্গ। সুতরাং গাঢ় প্রেমাসক্তি আত্মার সঙ্গেই বিধেয়, বিচিত্র বিষয়ের সঙ্গে তরল বাল্য ক্রীড়াই বিধেয়, এ ভিন্ন বিষয়-বিশেষের সহিত অকাট্য গ্রন্থিতে অনুস্যূত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে।

সূফি ধর্ম্ম।

সুফি ধর্ম্ম অপৌত্তলিক ধর্ম্ম। এক মাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য। বিশুদ্ধ ধর্ম্ম লাভ করিতে মনুষ্যের যে এক স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে, এই ধর্ম্ম তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার মত অনেক ধর্ম্মেই লক্ষিত হয় বটে, বস্তুত কোরাণের ধর্ম্মই ইহার মুলভুমি। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় যেমন কোরাণের অভ্রান্ততা স্বীকার করে, সুফিরা তদ্রূপ নহে; গুরূপদেশ বা যোগীদিগের যোগ লব্ধ প্রত্যাদেশই ইহাদিগের শাস্ত্র। সুফিরা কোরাণের অযৌক্তিক বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া মনুষ্যের অন্তর্দৃষ্টিতে ধর্ম্মের অনুসন্ধান করে। ইহারা কহে যে, মনুষ্যের আত্মা শান্তিনিকেতন ঈশ্বর হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। এই নির্ব্বাসনের নির্দ্দিষ্ট কালই ইহার জীবনের সীমা। আত্মা নির্ব্বাসিত হইবার পূর্ব্বে সত্যের স্বর্গীয় মুখ দর্শন করিয়াছিল কিন্তু এক্ষণে এই পৃথিবীতে কেবল তাহার অব্যক্ত ও অপরিস্ফুট ভাব গ্রহণ করিতেছে। ইহাদিগের এই বিশ্বাসটি ইহাদিগের মধ্যে এই প্রচলিত প্রবাদ সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। জগদীশ্বর সৃষ্টিকালে সমুদায় সৃষ্ট আত্মাকে সম্মুখে আহ্বান করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিয়াছিলেন, তোমরা আমার ঐশ্বর্য্য স্বীকার কর কি না? আত্মা সকল বিনীত ভাবে কহিল, প্রভো! আমরা কিছুতেই আপনার আধিপত্য অস্বীকার করিতে চাহি না। সুফিরা কহে যে জ্ঞান ও শান্তি লাভ করিতে হইলে ধর্ম্মালোচনা ও নীতি শিক্ষা আবশ্যক এবং আত্মার যে সমস্ত ইচ্ছা ন্যায়ানুগত, ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা অবশ্যই সফল হইবে।

বৈদান্তিকদিগের সহিত সুফি ধর্ম্মের অনেকাংশে মত-সাদৃশ্য আছে। বৈদান্তিকেরা কহে যে এই জগৎ কিছুই নহে, স্বয়ং ঈশ্বরই প্রকৃতিরূপ ছদ্ম মুখে অবস্থান করিতেছেন। সুফিদিগের মত ইহারই অনুরূপ; সুফিরা কহে যে, সকলের মুলকারণ ঈশ্বর বিশ্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। সকল বস্তুই ঈশ্বর ও ঈশ্বরই সকল বস্তু। ইহারা বিশুদ্ধ গীত বাদ্য ও পরমার্থতত্ত্ব প্রকাশক গ্রন্থের আলোচনায় অতিশয় অনুরক্ত। ইহারা কহে যে,যে বাক্য সাংসারিক ভাব ব্যক্ত করে, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ; তাহার দ্বারা আত্মার স্বর্গীয় উন্নত ভাবকে কলঙ্কিত করা বিধেয় নহে। এই কারণে সুফিদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ নূতন প্রণালীতে বিরচিত হইয়াছে। ইহারা সাঙ্কেতিক বাক্য ও রূপকচ্ছলে আত্মার ভাব সকল ব্যক্ত করিয়াছে। পার্থিব প্রিয় বস্তুর সমাগম ও বিরহ বর্ণন-চ্ছলে ঈশ্বরের সহিত সমাগম ও বিরহ গূঢ় ভাবে প্রকাশ করিয়াছে। মদ্য-পান-জনিত মত্ততাচ্ছলে স্বর্গীয় অলৌকিক আনন্দ অভিব্যক্ত করিয়াছে।

সুফিদিগের সহিত চৈতন্য সম্প্রদায়ের অধিক ভেদ নাই। অকপট প্রীতিই যে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইবার প্রকৃত উপায়, উভয় পক্ষই তাহা স্বীকার করিয়া থাকে। প্রকৃতির সমুদায় বিষয়ই যে এক একটি মঙ্গল উদ্দেশ্য বহন করিতেছে, ইহা উভয় পক্ষই মুক্তকণ্ঠে কহিয়া থাকে। সুফিরা যেমন ব্যাবহারিক গ্রন্থের সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার না করিয়া চলে, বৈষ্ণবেরাও ঐ রূপ। গুরুর মতানুবর্ত্তী হওয়া সুফিদিগের একটি বিশেষ লক্ষণ। ইহারা গুরুকে মনুষ্য জাতির মধ্যে প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করে,

এবং তাঁহার প্রতি একটি পবিত্র বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে। বৈষ্ণবেরাও এই রূপ। গুরুপদাশ্রয় ইহাদিগের মতে অতিশয় আবশ্যক। ইহারা আপনাকে ও আপনার অধিকৃত সমুদায় পদার্থ গুরুর অধীন করিয়া রাখে। গুরুকে ঐহিক দেবতা বোধ করিয়া থাকে এবং কৃষ্ণ অপেক্ষাও গুরুকে প্রসন্ন করাই জীবনের একটি প্রধান লক্ষ্য বিবেচনা করে।

সুফি ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কেহই জাতি ভেদ স্বীকার করে না। বৈষ্ণব ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাত্মা চৈতন্য মোগল ও পাঠানদিগকেও আপনার সম্প্রদায়-ভুক্ত করিয়াছিলেন। উভয় পক্ষই পার্থিব বৈরাগ্যকে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহাঁরা কহেন যে, যতটুকু সংসারে অনুরাগ, ততটুকু ধর্ম্মে বিরাগ। সুফিদিগের ন্যায় বৈষ্ণবেরা গ্রন্থ রচনাশক্ত ও গীত বাদ্যানুরক্ত। চৈতন্য, সংকীর্ত্তনকে ধর্ম্ম প্রচারের প্রকৃত উপায় বোধ করিয়া নৃত্য গীতে কালক্ষেপ করিতেন। সুফি ও বৈষ্ণবেরা উপবাসাদি কৃচ্ছ্রসাধনকে ঘৃণা করিয়া থাকে। ভক্তিভরে মূর্চ্ছিত হওয়া দুই পক্ষেরই একটি অসাধারণ লক্ষণ। ইহাদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থ সকল পর্য্যালোচনা করিলে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৈষ্ণবেরা কহে যে ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে ক্রমশ পাঁচটি অবস্থা অতিক্রম করা আবশ্যক। প্রথম শান্ত, দ্বিতীয় দাস্য, তৃতীয় সখ্য, চতুর্থ বাৎসল্য, পঞ্চম মাধুর্য্য। বৈষ্ণবদিগের ন্যায় সুফিদিগেরও চারিটি অবস্থা আছে, যদিও এই চার অবস্থা বৈষ্ণবদিগের উল্লিখিত অবস্থার সম্যক অনুরূপ নহে, তথাচ ইহার সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। সুফিদিগের প্রথম অবস্থার নাম নাসৎ। এই অবস্থায় উপাসকেরা আপনাদিগকে বিশ্বাসের একান্ত অধীন করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আত্মার বিশুদ্ধ ভাব সম্পাদনে চেষ্টা করিয়া থাকে। বৈষ্ণবদিগের দ্বিতীয় দাস্য অবস্থার সহিত ইহার এক প্রকার সাদৃশ্য আছে। সুফিদিগের দ্বিতীয় অবস্থার নাম জাব্রুৎ। এই অবস্থায় সুফিরা ধর্ম্ম-সংক্রান্ত নানা প্রকার ক্রিয়া কলাপ পরিত্যাগ করে, বাহ্য উপাসনার পরিবর্ত্তে আন্তরিক উপাসনায় লিপ্ত হয়। বৈষ্ণবদিগের তৃতীয় সখ্য অবস্থার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। বৈষ্ণবেরা এই অবস্থায় ধর্ম্ম-শাস্ত্র স্মৃতির মতানুবর্ত্তী না হইয়া ঈশ্বরের সহিত আপনাদিগের সখ্যভাব স্থাপন করিয়া থাকে। সুফিদিগের তৃতীয় অবস্থার নাম আরাফ্। এই অবস্থায় জ্ঞানযোগে ক্রমশ পবিত্র ভাব উপলব্ধ হইয়া থাকে। বৈষ্ণবদিগের প্রথম অবস্থা শান্তের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। সুফিদিগের চতুর্থ অবস্থার নাম ওয়াসিল্। এই অবস্থায় ঈশ্বরের সহিত আত্মার একাত্মভাব প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। সুফিদিগের এই চতুর্থ অবস্থার সহিত বৈষ্ণবদিগের আপাতত কিছু মত ভেদ লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু বৈদান্তিক মতের সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। সুফিরা কহে যে এই অবস্থায় সূর্য্যের সহিত সূর্য্য কিরণের যেরূপ সম্পর্ক, পরমাত্মার সহিত আত্মার সেই রূপই সম্পর্ক, যেমন সূর্য্য হইতে কিরণ সকল এক বার প্রসারিত হইয়া পুনরায় তাহাতে মিলিত হয়, সেইরূপ যে আত্মা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে, তাহা পুনরায় তাঁহাতেই গিয়া মিশ্রিত হইবে। এই চতুর্থ অবস্থায় সুফি সন্ন্যাসীরা ঈশ্বরের সহিত আপনার আত্মার সম্বন্ধ বিলক্ষণ অবগত হন, এবং আমিই সত্য মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। সুফিদিগের এই বাক্যের সহিত বৈদান্তিকদিগের "সোঽহমস্মি" এই বাক্যের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বৈষ্ণবেরা কহেন যে যদিও

পরমাত্মার ন্যায় আত্মা অসৃষ্ট ও নিত্য পদার্থ, তথাচ পরমাত্মার সহিত আত্মার সম্পূর্ণ ভেদ আছে। ইহাঁরা উভয়েই স্বতন্ত্র। পরমাত্মার সহিত সহবাসই ধর্ম্মের শেষ পুরস্কার।

যদিও আপাতত সুফিদিগের সহিত বৈষ্ণবদিগের এই বিষয়ে মতভেদ লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ইহা নাম মাত্র ভেদ বলিয়া বোধ হইবে। মৌলানা জেলাল্ উদ্দিন রুমি স্বপ্রণীত গ্রন্থে এই অবস্থার উল্লেখ করিয়া এক স্থলে কহিয়াছেন, উপাসকগণ! এক্ষণে তোমরা আনন্দের সহিত ঈশ্বরের নিকেতনে গমন কর এবং তাঁহাকে নয়নে নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার অর্চনা কর। এই বাক্য দ্বারা পরমাত্মায় আত্মার মিশ্রণ ভাব কিছুই অভিব্যক্ত হইতেছে না। সুফি ধর্ম্ম যে কোন্ সময় প্রাদুর্ভূত হইয়াছে এবং ইহার প্রবর্ত্তকই বা কে, তাহার কিছুই নির্ণয় নাই।

সংস্কৃত সাহিত্য।

২৮৫ সংখ্যক পত্রিকার ১৮ পৃষ্ঠার পর।

মহর্ষিগণ দর্শনশাস্ত্র প্রণয়নকালে বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। বেদান্ত সূত্রের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র যে রূপে বৌদ্ধ মত দূষিত করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহা প্রদর্শন করিতেছি। তিনি বেদান্ত সূত্রের টীকার এক স্থলে লিখিয়াছেন, যে বৌদ্ধেরা কহে, সৎ ও অসৎ বস্তুর ভাব বিচারসহ হইতে পারে না*। কিন্তু আমরা কহিতেছি যে ইহার বিচার-সহত্ব ও অসহত্বের বিচার অগ্রে করিয়া পশ্চাৎ এই রূপ সিদ্ধান্ত করা হইতেছে। সুতরাং যখন এই বাক্যের মূলে বিচার, তখন ইহা বিচারসহ হইতে পারে না, এই বাক্য নিতান্ত অপ্রামাণিক। মহর্ষিরা কহিয়াছেন, বৌদ্ধ মত শ্রুতিবিরুদ্ধ ও অসত্য। সাঙ্খ্য মত বিশেষ বিশেষ স্থলে বৈদান্তিক মতের সম্পূর্ণ বিপরীত; কিন্তু কপিল শ্রুতিকে শিরোধার্য্য করিয়া আপনার মত সমর্থন করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা যদি কপিলের ন্যায় শ্রুতির অবিরোধে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে মত সংস্থাপনে প্রয়াস পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহারদিগের পরিশ্রম সার্থক হইত, মহর্ষিরা তাঁহারদিগের বাক্য ভ্রান্তিকল্পিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন না। কিন্তু তাঁহারা কি আতিথর্ম্ম কি বিনয় কোন স্থলেই শ্রুতির অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। মনুষ্যের মনোবৃত্তি স্বভাবত যে সমস্ত বিষয় নিরূপণ করে, বেদের মধ্যে তৎসমুদায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং বুদ্ধ বেদের সহিত স্বমতের একতা অনায়াসে প্রদর্শন করিতে পারিতেন। 'হিংসা করা অবিধেয়' 'অপেয় পান অতিশয় গর্হিত' বুদ্ধ যদি বেদের সহিত এই সমস্ত উপদেশ বাক্যের একবাক্যতা দেখাইয়া জনসমাজে প্রচার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুর পর 'স্বর্গার্থী চৈত্যের উপাসনা করিবে' 'শিরোমুণ্ডন করা কর্ত্তব্য' এই সমস্ত উপদেশ যে গ্রন্থ-বদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহা বেদ-বিরোধী হইলেও লোকের আদরণীয় হইত। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই বলিয়া লোকে তাঁহার মতের উপর নানাপ্রকার তর্ক তরঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছে।

বৌদ্ধেরা যে বেদ-বিরুদ্ধ মত সমর্থন করিয়া নিশ্চিন্ত হন, তাহা নহে; মহর্ষিগণ বেদকে যেমন অপৌরুষেয় বাক্য রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, উহাঁরাও আপনা দিগের গ্রন্থ তদ্রূপ করিবার চেষ্টা পান। কুমারিলের তন্ত্র বার্ত্তিকের মধ্যে ইহার একটি বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ঐ গ্রন্থের এক স্থলে এই রূপ লিখিত হইয়াছে যে, যে সমস্ত যুক্তি বেদের অপৌরুষেয়তা প্রতিপাদন করিতেছে, শাক্য মুনির উপদেশেও তৎ সমুদায় তুল্যবলে প্রযুক্ত হইতে পারে। শাক্যের

* সদাদীনামন্যতমং বিচারং ন সহতে।

বাক্য অবিষদ ও দুরূহ নহে, সুতরাং ইহা যে প্রমাণ-সিদ্ধ তাহাতে কোন সংশয়ই উপস্থিত হইতে পারে না। বিশেষত শাক্য মুনি স্বয়ং ঐ সমস্ত মত রচনা করেন নাই। তিনি কেবল এই সকল প্রচার করিয়া যান, এবং কোন্ মনুষ্য যে তাঁহার ঐ মতগুলি রচনা করেন, তাহারও কিছুমাত্র উল্লেখ নাই সুতরাং বেদের ন্যায় ইহাঁর মতের কোন অংশে মানুষ-সুলভ ভ্রান্তির কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না *। কুমারিল এই রূপ বাক্যে ক্রোধান্ধ হইয়া কহিয়াছেন যে, এই সমস্ত ধর্ম্ম-দেষী বৌদ্ধেরা আপনাদিগের গ্রন্থ সমুদায়কে মনুষ্য-রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ-করিতে ইচ্ছুক নহে। এই সকল দুর্ব্বল-প্রকৃতি ধূর্ত্ত কেবল বিদ্বেষ-পরবশ হইয়াই বেদের প্রাচীনত্ব অস্বীকার করিতেছে। ইহারা যে সমস্ত মত বেদ হইতে অপহরণ করিয়াছে, ইহারা কহে যে তৎসমুদায় বেদ হইতে সঙ্কলিত হয় নাই। কারণ, বুদ্ধের অন্যান্য মত বেদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, সুতরাং তিনি যে আপনার মতের মধ্যে বৈদিক মত প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, ইহা যার পর নাই অসম্ভব। ইহারা বুদ্ধ-বাক্যের অভ্রান্ততা সংস্থাপন করিবার চেষ্টা পাইয়া অধ্যাত্ম বিদ্যায় মনুষ্যের বাক্য নিতান্ত দুর্ব্বল ও অকিঞ্চিৎকর, এই আশঙ্কায় বেদের অলৌকিকতা প্রতিপাদনে আমরা যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছি, সুবিধা বোধে তৎসমুদায়ের অনুসরণ করিয়াছে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনুষ্যের উপদেশ গ্রাহ্য হয় না, মীমাংসকদিগের এই সিদ্ধান্ত ইহারা বিলক্ষণ জানে এবং ইহাও জানে যে, বেদের প্রামাণ্যের উপর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করা নিতান্ত সুকঠিন; কারণ যে সমস্ত যুক্তি ইহার প্রামাণ্য স্থাপনে প্রযুক্ত হইয়াছে, যাহা দ্বারা বেদ মনুষ্য-কৃত এই সংশয় সম্পূর্ণ নিরাকৃত হইয়াছে, সেই যুক্তির বিরুদ্ধে ইহারা কোন রূপ তর্ক উপস্থিত করিতে পারে না। এই রূপে এই সমস্ত বৌদ্ধেরা অন্যায়ত লোক সকলকে ভ্রান্তিসঙ্কুল ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের দুশ্চেষ্টা সকলের গোচর হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে তাহারা উপায়ান্তর না পাইয়া কেবল প্রলোভন দ্বারা আপনারদিগের ধর্ম্মে অন্যের চিত্ত আকর্ষণ করিবার চেষ্টায় আছে। নির্গুণ বিবাহার্থী ব্যক্তি কন্যাকে অন্য কোন রূপে মোহিত করিতে না পারিয়া যেমন এই রূপ কহিয়া থাকে, যে আমার গৃহ তোমারই গৃহের অনুরূপ হইবে; সেই প্রকারে ইহারাও আমাদিগের যুক্তি গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে লোককে প্রলুব্ধ করে। এই সমস্ত নির্লজ্জ পুরুষেরা মীমাংসকদিগের কল্পিত যুক্তি অপহরণ করিয়া মীমাংসকদিগের প্রতিই অপহারকতা দোষের আরোপ করিয়া থাকে। কুমারিল এই রূপে বাক্যের উপসংহার কহিয়াছেন যে, যাহারা সকল পদার্থকেই অনিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে, ধর্ম্ম-গ্রন্থকে নিত্য বলিয়া তাহাদিগের কি ফল দর্শিবে।

বৌদ্ধদিগের সহিত এই রূপ বিবাদ উপস্থিত হইলে মহর্ষিগণ শ্রুতি ও স্মৃতির বিভিন্নতা স্বীকার করিয়াছেন। এই ধর্ম্ম-যুদ্ধ কালে যদি মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগের প্রণেতৃগণ জীবিত থাকিতেন, অথবা তাঁহাদিগের নাম জনসমাজ হইতে বিলুপ্ত না হইত, তাহা হইলে শ্রুতির অপৌরুষেয়তা রক্ষা করা অতিশয় সুকঠিন হইয়া উঠিত। এ দিকে আবার যদি সূত্রগ্রন্থ প্রণেতারা এই বিবাদ কালে জীবিত না থাকিতেন, তাহা হইলে সূত্র-গ্রন্থের অপৌরুষেয়তা কেহ অস্বীকার করিত না।

* অকর্ত্তৃকতয়া নাপি কর্ত্তৃদোষেণ দুষ্যতি। বেদবৎ বুদ্ধবাক্যাদি কর্ত্তৃস্মরণ বর্জ্জনাৎ। যাবদেবোদিতং কিঞ্চিৎবেদপ্রামাণ্য সিদ্ধয়ে। তৎসর্ব্বং বুদ্ধবাক্যানামপি দেশেন গম্যতে।

সামবেদীয় কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি।

ভবদেব ভট্ট প্রণীত।

হিন্দুসমাজে যে সমস্ত ক্রিয়া কলাপ প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশই অতি প্রাচীন কাল অবধি একটি নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। সেই সমুদায় ক্রিয়া কাণ্ডের উপরেই হিন্দু জাতির ধর্ম্ম সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কিন্তু সেই সকল পদ্ধতি অনুসারে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান ও যে সকল মন্ত্রাদি জপ করিতে হয়, তাহার উদ্দেশ্য ও অর্থ অনুষ্ঠাতারা কিছুই অবগত নহেন। যাঁহারা ঐ সকল কর্ম্মে পৌরোহিত্য করেন, তাঁহারা যজমানদিগকে কেবল যথালিখিত পাঠ করাইয়া থাকেন। আমরা সেই সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে ভবদেব ভট্ট প্রণীত সামবেদীদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। হিন্দুজাতির ধর্ম্মানুষ্ঠানের কিরূপ প্রকৃতি, প্রকৃত ধর্ম্মের সহিত তাহার কিরূপ সম্বন্ধ, কোন্ সকল দেব-দেবী তন্মধ্যে উপাসিত হইয়া থাকেন, কোন্ কোন্ প্রক্রিয়া কি অভিপ্রায়ে প্রচলিত হইয়াছিল, এবং এক্ষণে তাহার উপযোগিতাই বা কি রূপ, বিশেষত অপৌত্তলিক ও একেশ্বর-প্রতিপাদক ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে তৎসমুদায় কি জন্য পরিত্যক্ত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; তাহা সকলে অবগত হইতে পারিবেন! এই এক সম্প্রদায়ের পদ্ধতি দ্বারাই সমস্ত হিন্দু-জাতির কর্ম্ম কাণ্ডের সামান্য প্রকৃতি জানা যাইতে পারিবে, বিশেষত বঙ্গ দেশে সামবেদী ব্রাহ্মণের ভাগই অধিক; এই জন্য এই খানিই প্রথমে প্রকাশ করা যাইতেছে। যাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া পুরাতন ইতিহাস আলোচনা করেন, তাঁহারা এই সকল পদ্ধতি দ্বারা অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন।

সর্ব্বসাধারণী কুশণ্ডিকা। (১)

বহ্নিস্থাপন।

১। এক হস্ত দীর্ঘ, এক হস্ত প্রস্থ, চতুষ্কোণ, কাঁকর অঙ্গার অস্থি কেশ ও তুষাদিরহিত পূর্ব্বোত্তর ভাগে নিম্ন অথবা সমান, উপরে চন্দ্রাতপ যুক্ত স্থান গোময়লিপ্ত করিয়া, কর্ত্তা স্নান ও আচমন পূর্ব্বক শুচি হইয়া (উক্ত চতুষ্কোণ স্থানের পশ্চিমে) পূর্ব্ব মুখে কুশযুক্ত আসনে উপবেশন করিয়া, জলসিঞ্চনার্থ কুশ ও কুসুম সহিত জলপাত্র আপনার বাম দিকে রাখিয়া, দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিত করিয়া, (উক্ত চতুষ্কোণ স্থান ও স্বীয় আসন এই উভয়ের মধ্য স্থলে) উত্তরাগ্র কুশের উপর বাম হস্তের প্রাদেশ উত্তান ভাবে বহ্নি স্থাপন পর্য্যন্ত স্থাপিত করিয়া, দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা একটি কুশ লইয়া তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত স্থণ্ডিলের দক্ষিণ প্রান্তে দ্বাদশাঙ্গুল প্রমাণ পূর্ব্বমুখী রেখা টানিয়া এই প্রকার ধ্যান করিবেক।

রেখেয়ং পৃথ্বীদেবতাকা পীতবর্ণা।

পৃথিবী এই রেখার দেবতা, ইনি পীতবর্ণা।

২। ঐ রেখার মূল হইতে একবিংশতি-অঙ্গুল প্রমাণ উত্তরমুখী রেখা টানিয়া এই প্রকার ধ্যান করিবেক।

রেখেয়ং অগ্নিদেবতাকা লোহিতবর্ণা।

অগ্নি এই রেখার দেবতা, ইনি রক্তবর্ণা।

৩। তৎপরে প্রথম রেখার উত্তর দিকে সপ্তাঙ্গুল অন্তরে প্রাদেশ প্রমাণ পূর্ব্বাভিমুখী রেখা টানিয়া এই প্রকার ধ্যান করিবেক।

রেখেয়ং প্রজাপতি দেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা।

প্রজাপতি এই রেখার দেবতা, ইনি কৃষ্ণবর্ণা।

৪। এই তৃতীয় রেখা হইতে সপ্তাঙ্গুল অন্তরে (উত্তরে) প্রাদেশ প্রমাণ পূর্ব্বমুখী রেখা টানিয়া এই প্রকার ধ্যান করিবেক।

রেখেয়ং ইন্দ্রদেবতাকা নীলবর্ণা।

ইন্দ্র এই রেখার দেবতা, ইনি নীলবর্ণা।

৫। এবং সেই চতুর্থ রেখা হইতে সপ্তাঙ্গুল অন্তরে (উত্তরে) প্রাদেশ প্রমাণ পূর্ব্বমুখী রেখা টানিয়া এই প্রকার ধ্যান করিবেক।

রেখেয়ং সোমদেবতাকা শুক্ল বর্ণা।

চন্দ্র এই রেখার দেবতা, ইনি শুক্ল বর্ণা।

---

(১) কুশণ্ডিকা শব্দে অগ্নি সংস্কারক ক্রিয়াবিশেষ। ইহা দ্বারা যে অগ্নির সংস্কার করা না হয়, তাহাতে হোম হয় না অথচ ব্রাহ্মণদিগের প্রায় সমুদায় কর্ম্মেই হোম করিতে হয়। এই জন্য কুশণ্ডিকাই প্রথমে উক্ত হইয়াছে।

৬। তৎ পরে দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা প্রথম রেখাদিক্রমে সকল রেখার উৎকীর্ণ মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া—

প্রজাপতি ঋর্ষিঃ অগ্নির্দ্দেবতা রেখাস্থুৎকর নিরসনে বিনিযোগঃ। (২)

ওঁ নিরস্তঃ পরা বসুঃ।

যজুরিদং। অপকৃষ্টভাগোরক্ষোঽধিষ্ঠানভূতঃ পরাবসুরুচ্যতে সচ নিরস্ত স্তেনৈব তৎস্থানং পবিত্রতরমুপজাতমিত্যর্থঃ।

পরাবসু শব্দে রাক্ষসগণের আশ্রয়ীভূত অপকৃষ্ট ভাগ, তাহা নিরস্ত হইল।

এই বলিয়া হোম ভূমির ঈশান কোণে অরত্নি প্রমাণ (অর্থাৎ কুনুই অবধি কনিষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত পরিমাণ) অন্তরে নিক্ষেপ করিবেক।

৭। তৎপরে পুর্ব্বস্থাপিত জল রেখার উপর সিঞ্চন করিয়া দক্ষিণ দিকে স্থিত কাংস্য পাত্রে বা নুতন শরাবে স্থাপিত অগ্নি হইতে জ্বলৎ কাষ্ঠ লইয়া এই বলিয়া দক্ষিণ পশ্চিম কোণে প্রক্ষেপ করিবেক।

প্রজাপতিঋর্ষিঃ ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা অগ্নি সংস্কারে বিনিযোগঃ।

ওঁ ক্রব্যাদ মগ্নিং প্রহিণোমি দুরং যমরাজ্যং গচ্ছতুরিপ্রবাহঃ।

'অগ্নিং' 'দূরং' লোকান্তরং 'প্রহিণোমি' প্রস্থাপযামি কিন্তু তং ক্রব্যাদং আমমাংসাদং। অসৌ মানুষান্ অত্তুমভিলষতীত্যমঙ্গল্যত্বাৎ। 'যমরাজ্যং' যমস্যাধিকারং গচ্ছতু। 'রিপ্রবাহঃ' রিপ্রং পাপং বহতীতি রিপ্রবাহঃ।

আমমাংসভোজী পাপাবহ অগ্নিকে দূরীকৃত করি; ইনি যম রাজ্যে গমন করুন।

৮ তৎপরে অন্য অগ্নি লইয়া এই বলিয়া স্বাভিমুখ করিয়া তৃতীয় রেখার উপরে রাখিবেক।

প্রজাপতিঋর্ষিঃ বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোম্

৯ তৎপরে বাম হস্ত তুলিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবেক।

প্রজাপতিঋর্ষিঃ ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিযোগঃ।

ওঁ ইহৈবাযমিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্।

'অয়ং' 'ইতরঃ' ক্রব্যাদাদন্যঃ'জাতবেদাঃ' সঞ্জাতজ্ঞানঃ অগ্নিঃ 'ইহৈব' গৃহেএব 'দেবেভ্যঃ' 'হব্যং' 'বহতু' হবিঃ প্রাপযতু 'প্রজানন্' স্বীয়মধিকারং প্রকর্ষেণ জানন্।

এই অপর অগ্নি এই গৃহে দেবগণকে হব্য লইয়া দিন; ইনি আপনার অধিকার অবগত আছেন।

১০। তৎপরে নিম্নোক্ত রূপে অগ্নির নামকরণ, ধ্যান ও আবাহন পূর্ব্বক পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবেক।

অগ্নে ত্বং বিশ্বরূপনামাসি।

বিশ্বরূপনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

ওঁ সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখং বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।

হে অগ্নি। তোমার নাম বিশ্বরূপ। হে বিশ্বরূপ অগ্নি! এই যজ্ঞে আগমন কর, এই স্থানে অবস্থান কর, আমার পুজা গ্রহণ কর। বিশ্বরূপ মহান্ অগ্নি সকল কর্ম্মে প্রণীত হইয়া থাকেন; সর্ব্বত্র ইহাঁর হস্ত পদ চক্ষু, মস্তক ও মুখ বিদ্যমান আছে.

১১। তৎপরে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিৎ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া ব্রহ্মস্থাপন করিবেক।

ব্রহ্মস্থাপন।

১। যাহার অগ্রভাগ আছে এমন পঞ্চাশ গাছি কুশ একত্র করিয়া সেই কুশসমষ্টির অগ্রভাগ দ্বারা নিম্নভাগ ডানি দিক্ দিয়া দুই বার বেষ্টন করিয়া পুনরায় উর্দ্ধমুখ করিয়া রাখিবেক; এই প্রকার কুশ-রচিত ব্রাহ্মণ, অথবা অধীতবেদ কোন ব্রাহ্মণ, অথবা ছত্র, অথবা উত্তরীয়, অথবা কমণ্ডলুকে ব্রহ্ম কল্পনা করিয়া জলপাত্র লইয়া জলধারা প্রদান করিতে করিতে অগ্নির উত্তর দিক্ দিয়া দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে অগ্নির দক্ষিণে যাইয়া এক অরত্নি অন্তরে পূর্ব্বমুখী বারিধারা দিয়া তদুপরি কুশ সকল পূর্ব্বাগ্র করিয়া আস্তরণ পূর্ব্বক না বসিয়া বাম হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই আস্তীর্ণ কুশের মধ্যে এক গাছী কুশ লইয়া এই বলিয়া সেই কুশ দক্ষিণ পশ্চিম কোণে নিক্ষেপ করিবেক।

---

(২) প্রজাপতি ঋষি অর্থাৎ প্রজাপতি এই মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অগ্নি ইহার দেবতা অর্থাৎ ইহা দ্বারা অগ্নির উপাসনা হয়, উৎকর নিরসনে বিনিয়োগ অর্থাৎ উৎকীর্ণ মৃত্তিকা নিরসন করিবার সময় ইহার প্রয়োগ করিতে হয়। সর্ব্বত্রই এই রূপ।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম কল্প

প্রথম ভাগ।

শ্রাবণ ১৭৮৯ শক।

২৮৮ সংখ্যা | ৩৮ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথম মণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে পঞ্চমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ বিশ্বেদেবা দেবতা জগতীচ্ছন্দঃ।

১০২৯

১। আ নোভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতোঽদব্ধাসো অপরীতাস উদ্ভিদঃ। দেবা নো যথা সদমিদ্‌বৃধে অসন্নপ্রায়ুবো রক্ষিতারো দিবে দিবে।

১। 'নঃ' অস্মান্ 'ক্রতবঃ' অগ্নিষ্টোমাদযঃ মহাযজ্ঞাঃ 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বস্মাদপি দিগ্‌ভাগাৎ 'আ' 'যন্তু' আগচ্ছন্তু। কীদৃশাঃ ক্রতবঃ 'ভদ্রাঃ' সমীচীনফলসাধনত্বেনকল্যাণাঃ ভজনীযা বা 'অদব্ধাসঃ' অসুরৈঃ অহিংসিতাঃ 'অপরীতাসঃ' শত্রুভিঃ অপরিগতাঃ অপ্রতিরুদ্ধা ইত্যর্থঃ। 'উদ্ভিদঃ' শত্রূণাং উদ্ভেত্তারঃ ঈদৃশাঃ ক্রতবঃ অস্মান্ আগচ্ছন্তু: 'অপ্রায়ুবঃ' অপ্রগচ্ছন্তঃ স্বকীয়ং রক্ষিতব্যমপরিত্যজন্তঃ অতএব 'দিবে' 'দিবে' প্রতি দিবসং 'রক্ষিতারঃ' রক্ষাং কুর্ব্বন্তঃ এবং গুণবিশিষ্টাঃ সর্ব্বে 'দেবাঃ' 'নঃ' অস্মাকং 'সদমিৎ' সদৈব 'বৃধে' বর্দ্ধনায 'অসন্' ভবন্তু।

১। শুভজনক অসুরগণ-অহিংসিত শত্রু-গণ কর্তৃক অপ্রতিরুদ্ধ অরাতি-বিনাশক যজ্ঞ সমুদায় আমাদিগের নিকট দিক সকল হইতে আগমন করুক এবং শরণাগত-পালক যে সমস্ত দেবতারা প্রতিদিনই রক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমাদিগের নিয়তই উন্নতি সম্পাদন করুন।

১০৩০

২। দেবানাং ভদ্রা সুমতিঋর্জূযতাং দেবানাং রাতিরভি নো নি বর্ত্ততাং। দেবানাং সখ্যমুপসেদিমা বযং দেবা ন আয়ুঃ প্রতিরন্তু জীবসে।

২। 'ভদ্রা' সুখয়িত্রী ভজনীযা বা 'দেবানাং' 'সুমতিঃ' শোভনা মতিঃ অনুগ্রহাত্মিকা বুদ্ধিঃ অস্মাকং অস্ত্ব ইতি-শেষঃ। কীদৃশানাং 'ঋজূযতাং' ঋজুং আর্জ্জবযুক্তং সম্যক্ অনুষ্ঠাতারং যজমানং আত্মন্ ইচ্ছতাং তথা 'দেবানাং' 'রাতিঃ' দানং 'নঃ' অস্মান 'অভি' 'নি' আভিমুখ্যেন নিতরাং 'বর্ত্ততাং'। তদভিমতফলপ্রদানমপ্যস্মাকং ভবত্বিত্যর্থঃ। 'বযং' তেষাং 'দেবানাং' 'সখ্যং' সখিত্বং সখ্যুঃ কর্ম্ম 'উপ-সেদিমঃ' প্রাপ্নুবামঃ। তাদৃশাঃ 'দেবাঃ' 'নঃ' অস্মাকং 'আযুঃ' 'জীবসে' জীবিতুং 'প্রতিরন্তু' বর্দ্ধযন্তু।

২। আমাদিগের প্রতি যজমান-প্রার্থী দেবগণের সুভপ্রদ বুদ্ধি উপস্থিত হউক।

তাঁহারা আমাদিগকে প্রার্থনাধিক দান এবং আমাদিগের জীবন কাল পরিবর্দ্ধিত করুন। আমরা তাঁহাদিগের সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিব।

১০৩১

৩। তান্পূর্ব্বয়া নিবিদা হূমহে বয়ং ভগং মিত্রমদিতিং দক্ষমস্রিধং। অর্য্যমণং বরুণং সোমমশ্বিনা সরস্বতী নঃ সুভগা ময়স্করৎ।

৩। 'তান্' বিশ্বান্ দেবান্'পূর্ব্বয়া'পূর্ব্বকালীনয়া নিত্যয়া 'নিবিদা' বেদাত্মিকয়া বাচা নিবিদিতি বাঙ্ নাম। যদ্বা নিবিদা বিশ্বে দেবাঃ সোমস্য মৎসন্নিত্যাদিকয়া বৈশ্বদেব্যা নিবিদা 'বয়ং' 'হূমহে' আহ্বয়ামঃ। দেবানিতি যৎ সামান্যেনোক্তং তদেব বিব্রিয়তে। 'ভগং' ভজনীয়ং দ্বাদশানাং আদিত্যানাং অন্যতমং 'মিত্রং' প্রমীতে ত্রায়কং অহরভিমানিনং দেবং। মৈত্রং বা অহঃ ইতিশ্রুতেঃ 'অদিতিং' অখণ্ডনীয়াং অদীনাং বা দেবমাতরং 'দক্ষং' সর্ব্বস্য জগতঃ নির্ম্মাণে সমর্থং প্রজাপতিং যদ্বা প্রাণরূপেণ সর্ব্বে প্রাণিষু ব্যাপ্য বর্ত্তমানং হিরণ্যগর্ভং প্রাণো বৈঃ দক্ষঃ ইতিশ্রুতেঃ। 'অস্রিধং'শোষণ রহিতং সর্ব্বদৈকরূপেণ বর্ত্তমানং মরুদ্গণং 'অর্য্যমণং' অরীন্ সন্দেহাদীনসুরান্ যচ্ছতি নিযচ্ছতি ইতি অর্য্যমা সূর্য্যঃ অসৌ বা আদিত্যোঽর্য্যমেতি শ্রুতেঃ তং। 'বরুণং' বৃণোতি পাপকৃতঃ স্বকীয়ৈঃ পাশৈঃ আবৃণোতি ইতি রাত্র্যভিমানি দেবো বরুণঃ শ্রূয়তে চ বারুণী রাত্রিরিতি 'সোমং' বেধাত্মানং বিভজ্য পৃথিব্যাং লতারূপেণ দিবি চ চন্দ্রাত্মনা দেবতারূপেণ বর্ত্তমানং 'অশ্বিনা' অশ্ববন্তৌ যদ্বা সর্ব্বং ব্যাপ্নুবন্তৌ তথাচ যাস্কঃ অশ্বিনৌ যদ্ব্যাশ্নুবাতে সর্ব্বং রসেনান্যো জ্যোতিষান্যোঽশ্বৈরশ্বিনাবিত্যৌর্ণনাভ স্তৎ কাবশ্বিনৌ দ্যাবা পৃথিব্যা বিত্যেকেঽহোরাত্রাবিত্যেকে সূর্য্যাচন্দ্রমসা বিত্যেকে রাজানৌ পুণ্যকৃতা বিত্যৈতিহাসিকাঃ। এবম্ভূতান সর্ব্বান দেবানস্ম রক্ষণার্থ মাহ্বয়াম ইতি পূর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ। অস্মাভিঃ আহূতা 'সুভগা' শোভন ধনোপেতা 'সরস্বতী' 'নঃ'অস্মভ্যং 'ময়ঃ' সুখং 'করৎ' করোতু।

৩। আমরা ভগ, মিত্র, অদিতি, দক্ষ, মরুৎ, সূর্য্য, বরুণ, সোম ও অশ্বিনীকুমার দ্বয়কে নিত্য বেদ বাক্য দ্বারা আহ্বান করিতেছি। শোভন ধনোপেতা দেবী সরস্বতী আহূত হইয়া আমাদিগের সুখ বিধান করুন।

১০৩২

৪। তন্নো বাতো ময়োভু বাতু ভেষজং তন্মাতা পৃথিবী তৎপিতা দ্যৌঃ। তদ্গ্রাবাণঃ সোমসুতো ময়োভুবস্তদশ্বিনা শৃণুতং ধিষ্ণ্যা যুবং।

৪। 'বাতঃ' বায়ুঃ 'তৎ' 'ভেষজং' ঔষধং 'নঃ' অস্মান 'বাতু' প্রাপয়তু যৎ ভেষজং 'ময়োভুঃ' ময়সঃ সুখস্য ভাবয়িতৃ। 'মাতা' সর্ব্বেষাং জননী 'পৃথিবী' ভূমিরপি 'তৎ' ভেষজং অস্মান প্রাপয়তু 'পিতা' বৃষ্টিপ্রদানেন সর্ব্বস্য রক্ষিতা 'দ্যৌঃ' দ্যুলোকোপি তৎ ভেষজং অস্মান প্রাপয়তু 'সোমসুতঃ' সোমাভিষবং কৃতবন্তঃ 'ময়োভুবঃ' ময়সঃ যাগফল ভূতস্য সুখস্য ভাবয়িতারঃ 'গ্রাবাণঃ' অভিষব সাধনাঃ পাষাণাশ্চ 'তৎ' ভেষজং অস্মান প্রাপয়ন্তু। হে 'ধিষ্ণ্যা' ধিষণা বুদ্ধিঃ তদর্হৌ 'অশ্বিনৌ' 'যুবং' যুবাং 'তৎ' ভেষজং 'শৃণুতং' আকর্ণয়তং যদ্ভেষজং অস্মাভির্ব্বায্বাদিষু প্রার্থ্যতে তৎ ভেষজং দেবানাং ভিষজৌ যুবাং অনুকূলং যথা ভবতি তথা জানীত মিত্যর্থঃ।

৪। বায়ু, সকলের জননী পৃথিবী, বৃষ্টিপ্রদ আকাশ ও সোম সংস্কারক যাগফল সুখপ্রদ প্রস্তর সকল সুখ-জনক ঔষধ আমাদিগকে প্রদান করুন। হে ধীমন্ অশ্বিনীকুমার যুগল! তোমরাও এই প্রার্থনীয় ঔষধের বিষয় শ্রবণ কর।

১০৩৩

৫। তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ং জিন্বমবসে হূমহে বয়ং। পূষা নো যথা বেদসামসদ্বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে। ১। ৬। ১৫।

৫। পূর্ব্বার্দ্ধেনেন্দ্রঃ স্তূয়তে। অপরার্দ্ধেন পূষা। 'ঈশানং' ঐশ্বর্য্যবন্তং অতএব 'জগতঃ' জঙ্গমস্য প্রাণিজাতস্য 'তস্থুষঃ' স্থাবরস্য চ 'পতিং' স্বামিনং 'ধিয়ং জিন্বং' ধীভিঃ কর্ম্মভিঃ প্রীণয়িতব্যং এবম্ভূতং 'তং' ইন্দ্রং 'অবসে' রক্ষণায় 'বয়ং' 'হূমহে' আহ্বয়ামঃ। 'পূষা' 'নঃ' অস্মাকং 'বেদসাং' ধনানাং 'বৃধে' বর্দ্ধনায় 'রক্ষিতা' 'যথা' 'সৎ' যেন প্রকারেণ ভবতি তেনৈব প্রকারেণ 'অদব্ধঃ' কেনাপ্যহিংসিতঃ পূষা 'স্বস্তয়ে' অস্মাকং অবিনাশায় 'পায়ুঃ' 'রক্ষিতা' ভবতু। ১। ৬। ১৫।

৫। আমরা ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের অধিপতি কর্ম্ম দ্বারা প্রীণয়িতব্য ইন্দ্রকে আমাদিগের রক্ষার্থ আহ্বান করি। অহিংসিতু সূর্য্য আমাদিগের ধন বর্দ্ধন ও প্রাণ রক্ষণার্থ যত্নবান হউন। ১। ৬। ১৫।

ভবানীপুর পঞ্চদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

৯ আঢ় শনিবার ১৭৮৯ শক।

আমরা প্রতি সপ্তাহে এই পবিত্র মন্দিরে যাঁহার আরাধনার জন্য সকলে একত্রিত হই, সেই দেব-দেবের বার্ষিক পূজার্চ্চনার নিমিত্তই চারিদিক হইতে এই সমস্ত সাধু সজ্জন এখানে সম্মিলিত হইয়াছেন। কেবল তাঁরই ধ্যান ধারণার জন্য বিমল-হৃদয় ব্রহ্মপরায়ণ বিশুদ্ধ-চরিত জনগণ এই পরিশুদ্ধ উপাসনা-মণ্ডপে অদ্য আগমন করিয়াছেন। আজকার এই জন-সমারোহের অন্য কোন প্রকার আকর্ষণ নাই। আমরা সকলে কেবল সেই ত্রিভুবন-রাজের আহ্বানেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। সম্বৎসর কাল নানাবিধ বিঘ্ন বিপত্তি,পাপ তাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই বিঘ্ন-বিনাশনের সেই পতিত-পাবনের সন্নিধানেই কৃতজ্ঞতা উপহার লইয়া আগমন করিয়াছি। সকলে সদ্ভাবে প্রীতি-ভাবে, শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

সূর্য্য যেমন পৃথিবীকে আপনার অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে, নদ নদী সকল যেমন আপনা হইতেই সমুদ্র সহ সম্মিলিত হইবার জন্য দিবা রাত্র প্রবাহিত হইতেছে; সেই রূপ সেই মহান্ অনাদ্যনন্ত পরমেশ্বর, সমস্ত মানব-কুলকে চির-কালই আপনার প্রতি আকর্ষণ করিতেছেন, সমুদায় মানব জাতি চিরদিনই সেই ভূমা অসীম অপার জ্ঞান-সমুদ্র প্রেম-সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। সকল বাধা বিঘ্ন, আবরণ প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া জন-সমাজের বাল্যাবস্থা হইতেই একাদিক্রমে সকল মনুষ্যই ধর্ম্ম-তৃষ্ণায় আকুল ও অস্থির হইয়া সেই ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছে। জগতে যত প্রকার আকর্ষণ আছে, তন্মধ্যে ধর্ম্মের আকর্ষণই প্রধান আকর্ষণ। জন সমাজের যে সকল বন্ধন আছে, ধর্ম্মবন্ধনই-তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অচ্ছেদ্য বন্ধন। সাধারণ মানব জাতির যদি কোন রূপ ঐক্য-স্থল থাকে, তবে তাহা ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিভিন্ন-প্রকৃতি মানব কুলের ঐক্য-বন্ধনের এক মাত্র সূত্র কেবল ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম-সূত্রে অনুস্যূত না হইলে আর কোন রূপেই অসংখ্য মর্ত্ত্য জীব এক-শরীর এক-আত্মা হইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারে না। মনুষ্যের শরীর পোষণ ও আত্ম পরিপালনের জন্য যত প্রকার দ্রব্যের অভাব থাকিতে পারে, তন্মধ্যে ধর্ম্মের অভাবই তাহার গূঢ়তর গভীরতর অভাব। মনুষ্য সংসারে অন্যবিধ উপকরণের অসদ্ভাবে জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের অভাবেই তাহার মহত্ত্ব দেবত্বের হানি হয়, ধর্ম্ম বিহীনেই তাহাকে মনুষ্য হইয়া পশুত্ব লাভ করিতে হয়। জগতে এমন আর কোন উপকরণই নাই, যে সমস্ত লোককে তাহা লাভ করিতেই হইবে। ভূমণ্ডলে এমন আর কোন বিষয়ই নাই, যে তাহার অভাবে মনুষ্যের উন্নতির স্রোত এককালে অবরুদ্ধ হইতে পারে—সুখ শান্তি ও আশা আনন্দের সোপান একেবারে বিনষ্ট হইতে পারে। ধর্ম্মের অভাবই মনুষ্যের যথার্থ অভাব। ধর্ম্ম-শূন্য হইলে আর আর শত সহস্র উপকরণ সত্ত্বেও তাহাকে দুঃখ দুর্গতিতে পতিত হইতে হয়। ধর্ম্ম ব্যতিরেকে

কোন একটী আত্মার কিম্বা কোন একটী জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মের আকর্ষণেই অসভ্য বনবাসী মনুষ্য হইতে, সদ্বুদ্ধি-সম্পন্ন সুসভ্য মানব-কুল পর্য্যন্ত, পরস্পর দৃঢ়-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া কালাতিপাত করিতেছে। মনুষ্যের যে প্রকার বিভিন্ন-প্রকৃতি, তাহাতে কোন রূপেই সাধারণ মনুষ্য জাতিকে এক পথে পরিচালিত করিবার আর উপায়ান্তর নাই।

যদি জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা, বিষয়-বিভব দ্বারা, মনুষ্যের মধ্যে সদ্ভাব সাধু-ভাব—ঐক্য-ভাব ভ্রাতৃ-ভাব বিস্তার না হয়, তবে আর সাধারণ মনুষ্য-জাতির ঐক্য-স্থল কোথায়? যদি বিষয়-বিত্ত লাভে মনুষ্যের বিভিন্ন মত বিভিন্ন অভিলাষ হয়, তবে আর কিসের জন্য তাহারদিগের এক লক্ষ্য হইবে? যদি সংসারের অপরাপর বিষয় লাভ করা তাহারদিগের স্বীয় স্বীয় ইচ্ছা ও অভিরুচির প্রতি নির্ভর করে, তবে কোন্ বস্তু লাভ করা তাহারদিগের সকলেরই প্রকৃতিগত প্রাণগত আকিঞ্চন? সকলে মর্ত্ত্য জীব হইয়া এক সূর্য্যালোকে বাস করিয়া যদি আর সমুদায় বিষয়েই তাহারা পরস্পর বিভিন্ন পথে বিচরণ করিবে, তবে আর কিসের জন্য তাহারা সকলে হস্তে হস্তে, স্কন্ধে স্কন্ধে, হৃদয়ে হৃদয়ে সম্বদ্ধ হইয়া এক পথের যাত্রী হইবে? যদি বিদ্যা বিত্ত ও পদের তারতম্য হেতু জনসমাজের মধ্যে উচ্চ ও নীচ ভাব থাকে; তবে আর কিসের জন্য ভূমণ্ডলে রাজা প্রজা, ধনী নির্দ্ধন, পণ্ডিত মুর্খ, বালক বৃদ্ধ—নরনারী সকলেই সমভাবে চালিত হইবে? কিসের জন্য, কাহার নিকটে, সমস্থলে সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া এক বাক্যে একবিধ প্রার্থনা ও যাচ্ঞা করিবে। সাধারণ মানবকুল কেবল ধর্ম্ম-দ্বারা—ঈশ্বর-সন্নিধানেই এক-হৃদয় এক-বাক্য এক লক্ষ্য হইয়াই দণ্ডায়মান হইতে পারে। ধর্ম্ম-পথই সাধারণের সম্মিলন স্থল। ধর্ম্মের অভাবই সমুদায় মানব জাতির গুরুতর গভীরতর অভাব। ধর্ম্ম-সাধন ব্রহ্ম-লাভই সমগ্র মনুষ্য-জাতির ঐক্যস্থল। মনুষ্যের আর আর সকল বিষয়েই বিভিন্নতা বিচিত্রতা, একতা কেবল ঈশ্বর লাভ স্থলে। জগতে বিষয়-বিত্ত-নিবন্ধন যে সম্মিলন ও সদ্ভাব, তাহা বিষয় বিত্ত অপনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অপহৃত হয়। কিন্তু ধর্ম্ম-জনিত যে সৌহৃদ্য ভ্রাতৃভাব, তাহা ইহলোকে সঞ্চারিত হয়, লোক লোকান্তরে তাহা আরো দৃঢ়তর গাঢ়তর হইতে থাকে। বাণিজ্য ব্যবসায় সম্বন্ধে আমরা এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর হয় তো দুই চারিটী জাতির সঙ্গে বাহিরে বাহিরে মিলিত হইতে পারি, ধন-বলে বাহু-বলে বিদ্যা বা কৌশল-বলে অধিক হয় তো দুই একটী দেশের সহিতই কোন প্রকার বৈষয়িক সম্বন্ধে অচির ঐক্য স্থাপন করিতে পারি; কিন্তু আমারদের অন্তরের—হৃদয়ের চির-সম্মিলন কেবল ধর্ম্ম প্রভাবেই সুসম্পন্ন হয়। ধর্ম্মের সম্বন্ধে ঈশ্বরের সম্বন্ধে এই মর্ত্ত্যলোকবাসী মনুষ্যের সঙ্গে, দেব-লোকেও দেবতাদিগের সঙ্গে, চিরন্তন অক্ষয় ভ্রাতৃভাব সঞ্চারিত হয়।

ধর্ম্মের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিই সমুদায় মানব-জাতির ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও একান্ত অটল অবিচলিত অনুরাগ থাকাতে পৃথিবীর প্রারম্ভ হইতে অদ্যাবধি ধর্ম্মের নামেই সকলে পরস্পর আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এমন কি, ইতিহাস পুরাবৃত্তে ইহার কতশত জাজ্বল্যতর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে দেশ-বিশেষে জাতি-বিশেষের মধ্যে ধর্ম্মের নামে সময়ে সময়ে যত লোক একত্রিত হইয়াছে, অন্য কোন কারণ উপলক্ষে তাদৃশ লোকারণ্য দৃষ্ট হয় নাই। ধর্ম্মের নামে মনুষ্য জাতি জগতীতলে যে প্রকার নির্য্যাতন ও নিষ্পীড়ন

সহ্য করিয়াছে, কুত্রাপি অন্য কোন ব্যাপার উপলক্ষে তাহার সহস্রাংশের একাংশও সহ্য করে নাই। ধর্ম্ম উপলক্ষে মনুষ্য-কুল দেশ বিশেষে এক বাক্যে যে প্রকার শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছে, রাজার দুর্জ্জয় শাসনেও কোন জাতিই তাদৃশ রণ-নৈপুণ্য প্রকাশ করে নাই। কত মনুষ্য নিষ্কাসিত হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়াছে, তথাপি ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করে নাই। যে সমস্ত জাতিকে অপরাপর বৈষয়িক ব্যাপার উপলক্ষে ভীরুতা ও দুর্ব্বলতার সহস্র নিদর্শন প্রদর্শন করিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু ধর্ম্ম-লোপ আশঙ্কায় তাহারাও সমর-সজ্জা ধারণ করিতে কিছু মাত্র আকুলিত হয় নাই। কাহার না ইহা বিদিত আছে, যে নৃশংস ও নিষ্ঠুর রাজা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া এই ভারতবর্ষ-বাসী জনগণ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য কত দুঃসহ যন্ত্রণা স্বীকার করিয়াছেন, যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াছেন—কত অসংখ্য মনুষ্য অক্লেশে অম্লান বদনে শত্রু কর্ত্তৃক ছিন্ন-শিরা হইয়াছেন, তথাপি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর অবলম্বিত ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থকে স্পর্শও করেন নাই।

মানব-কুল ধর্ম্মের নামে সহজেই জাগ্রৎ ও উত্তেজিত হয় দেখিয়াই কত কত কুটিল-লক্ষ্য মনুষ্য সময়ে সময়ে উত্থিত হইয়া ধর্ম্মের নামে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে ঐক্য-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া কত প্রকারে অসম্ভাবিত স্বার্থ-সাধন করিয়া আসিয়াছেন। ধর্ম্মকে উপলক্ষ করিয়া দেশ বিদেশ জয় করত জগতীতলে ভয়ানক আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। সহস্র সহস্র লোকের স্বাধীনতা হরণ করিয়া পুষ্ট-দল হইয়া ও বিপুল বল লাভ করত ভূমণ্ডলে নূতন রাজ্য সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত সংস্থাপন করিয়াছেন। কেহ বা ঈশ্বরের সিংহাসনে আপনাকে স্থাপিত করিয়া তাঁহার একই অদ্বিতীয় পুত্র বলিয়া লোক সমক্ষে আপনার পরিচয় দিয়াছেন, কেহ বা সেই অনাদ্যনন্ত মহান্ অপ্রতিম পরমেশ্বরের অবতার বলিয়া আপনাকে ধাতা পাতা মুক্তিদাতা রূপে প্রতিপন্ন করত লোকের পুজার্হ হইয়াছেন। এই রূপে তাঁহারা ধর্ম্মকে কলুষিত কলঙ্কিত করিয়া জগতে অনৈক্য ও অসদ্ভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। ভূমণ্ডলের কোন স্থানে প্রচারকদিগের প্রতারণা ও দূষিত ব্যবহারে, কুত্রাপি বা সত্য ধর্ম্মের প্ররোচনা সহকারে নানা দল নানা সম্প্রদায় সংরচিত হইয়াছে। কখন বা সহস্র সহস্র মনুষ্য ধর্ম্ম-তৃষ্ণায় আকুল ও অস্থির হইয়া কোন ব্যক্তি-বিশেষের আহ্বানে ধাবিত হওত পিপাসার অনুরূপ জল-লাভে বঞ্চিত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কখন বা কোন রূপ উদ্ধৃত সত্য লাভ করিয়া অগণ্য লোক নূতন সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে। কোন সময়ে কোন ব্যক্তি-বিশেষের গুপ্ত অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার কৃত্রিম বাহ্য ক্রিয়া সন্দর্শন করত তাঁহাকে মহাপুরুষ বোধে তাঁহার বিষ-পূরিত মধুরাবৃত উপদেশে উৎসাহিত হইয়া জ্ঞান-শূন্য ক্ষিপ্তের ন্যায় ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে আদর্শ করিয়া তাঁহার অনুকরণ করাই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বিবেচনা করিয়াছেন, কখন বা কর্ত্তব্য-জ্ঞান প্রস্ফুটিত হওয়াতে আপনার ভ্রম প্রমাদ সকলই বুঝিতে পারিয়া আপনারদিগের দূষিত আচরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিশুদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঈদৃশ বিবিধ কারণে মনুষ্য-জাতি অটল ভাবে ধর্ম্ম-জনিত দৃঢ়-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একাদি ক্রমে উন্নতি-সোপানে উত্থিত হইতে পারেন নাই। ভূমণ্ডলে সময়ে সময়ে যে সমস্ত সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে; তাহারদিগের মধ্যেও ঈদৃশ কোন প্রকার সামর্থ্যও ছিল না, যদ্দ্বারা

সমগ্র মনুষ্য-কুলের ধর্ম্ম-তৃষ্ণা শান্তি করিয়া তাহারদিগকে চির-তৃপ্ত রাখিতে পারে। তথাপি একাল পর্য্যন্ত ক্রমাগত এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের সাংঘাতিক বিরোধে ধর্ম্মের বিজাতীয় আন্দোলন ও আলোচনা উপস্থিত হইয়া পৃথিবীর অনেক উপকার হইয়া আসিয়াছে। তাড়িত-রাশি এক মেঘ হইতে মেঘান্তরে সঞ্চালিত হইবার সময়ে যেমন ঘোর গর্জ্জন শ্রুত হয়, সেইরূপ মানব কুল যখন অবলম্বিত দূষিত কলঙ্কিত ধর্ম্ম সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া কোন প্রকার উন্নততম সত্য ধারণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে, তখনই জন-সমাজে মধ্যে মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়া দেশ বিদেশকে কম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু তদ্দ্বারা বিশেষ অনিষ্ট ও অপকার না হইয়া প্রচুর ইষ্ট সংসাধিত হইয়াছে। পৃথিবী যেমন স্তরে স্তরে সংরচিত হওয়াতে বর্ত্তমান ভূ-পৃষ্ঠ মনুষ্য জাতির বাস-যোগ্য হইয়াছে, তেমনি ধর্ম্ম-বিষয়ক বিবিধ আন্দোলন ও আলোচনার পর ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে। যে যে কারণে অপরাপর ধর্ম্ম সমুদায় সাধারণ মানব-জাতির মধ্যে ঐক্য-সংস্থাপন ও সুখ শান্তি সমুদ্ভাবন করিতে পারে নাই; ব্রাহ্মধর্ম্মে তাদৃশ কোন একটি হীন ভাব ও অপকৃষ্ট লক্ষ্য নাই—প্রত্যুত যে সমস্ত মহত্তা ও উন্নত লক্ষ্য থাকিলে সমুদায় মানব-কুলকে এক সূত্রে গ্রথিত করিতে পারা যায়, অসম্প্রদায়িক অপৌত্তলিক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সেই সমস্ত স্বর্গীয ভাবে অলঙ্কৃত হইয়া পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি কোন দেশ-বিশেষের বা জাতি বিশেষের পক্ষপাতী হইয়া উপস্থিত হন নাই, সমুদায় মানব-কুলের গতি মুক্তির জন্য, দুঃখ দুর্গতি পরিহার করিবার নিমিত্তেই, অবনী মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ধর্ম্মরাজ্যের মধ্যে তিনি মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াই ঈশ্বরের সিংহাসন তাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে আগমন করিয়াছেন। পাপী তাপী, সাধু অসাধু, সকলকেই ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য অভ্যুদিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমারদিগের হস্ত ধারণ করিয়া সেই খানে—সেই "মহতো মহীয়ানের" নিকটে লইয়া যাইতেছেন, যাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান হইলে "পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা"। ভূমণ্ডলে সকল গুরুর মধ্যে মাতা যিনি পরম গুরু, যে পিতা আকাশ অপেক্ষাও উচ্চতর, ইঁহারা সকলেই সেই গরীয়ান্ গুরু ঈশ্বরের সমীপস্থ হইলে পুত্রের সহিত সমভাব ধারণ করেন। যেমন সমুদ্র সম্বন্ধে শিশির-বিন্দু, যেমন পর্ব্বত সম্বন্ধে বালু-কণা, সেই রূপ সেই বিশ্বপিতা অখিল-মাতার তুলনায় ইঁহাদের স্নেহ করুণা মঙ্গল-ভাব সকলই সংকীর্ণ ও কনীয়ান্ বোধ হয়। এমন যে জ্ঞান-গম্ভীর প্রেমোজ্জ্বল উন্নত-লক্ষ্য মুক্তি-প্রদ ব্রাহ্মধর্ম্ম, ইহার প্রতি কেহ উদাসীন হইও না। সকলে প্রাণ-পণে ইহাঁকে রক্ষণ ও পোষণ কর। হে বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন জ্ঞানীগণ! তোমরা এই পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুগত হইয়া উপার্জ্জিত জ্ঞানের সমন্বয় কর। হে তীক্ষ্ন-বুদ্ধি সুধীগণ! আপনাপন প্রবল মেধা প্রকৃষ্ট বুদ্ধি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রখর সত্য-সকল অবধারণ করিয়া বুদ্ধি-চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কর। হে সরল-মতি সাধু সজ্জনসকল! তোমরা আপনারদিগের কোমল হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবনকে স্বর্গীয় ভূষণে ভূষিত ও অলঙ্কৃত কর। হে ধন-শালী প্রতাপশালী মহাত্মা গৃহস্থসকল! তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের শরণাগত পদানত হইয়া ধনের সাফল্য, পদের মর্য্যাদা,

জীবনের সার্থক্য সম্পাদন কর। সকলে অন্যবিধ অহঙ্কার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধন কর। সাধারণের ঐক্য-ভূমি সম্মিলন স্থল ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মার উৎকর্ষ সাধন কর, দেশের মঙ্গল কর, জগতে অক্ষয় ভ্রাতৃভাব বিস্তার করিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় সংসাধন কর।

হে মঙ্গল-বিধাতা অখিল-মাতা পরমেশ্বর! আমরা সকলে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের বিমল উজ্জ্বল আলোকে-তোমার আকর্ষণে ধর্ম্ম-পথের সকল কণ্টক অতিক্রম করিয়া অনাদ্যনন্ত ভূমা মহান্ যে তুমি, তোমার সিংহাসন সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সকল প্রকার ক্ষুদ্র পরিমিত পদার্থের উপাসনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অসীম অপরিমিত অখিল-বিশ্ব-পতি যে তুমি, তোমার আরাধনায় অধিকারী হইয়াছি। হে নাথ! তুমি আমারদের এই উচ্চ অধিকার রক্ষা কর। সংসারের রাশি রাশি প্রলোভন অতিক্রম করিয়া আমরা যে নিজ বলে তোমার সহিত এই অক্ষয় যোগ রক্ষা করিতে পারি, আমাদের এমন বল বুদ্ধি শক্তি কিছুই নাই। তুমিই আমারদের আশা ভরশা সকলই। তুমি আমারদিগকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া তোমার অচ্ছেদ্য প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া আমার-আত্মাকে তোমার চির-পদানত করিয়া রাখ। হে নাথ! তুমি তোমার অক্ষয় বলে আমারদের আত্মাকে বলীয়ান্ কর, তুমি আমারদের নেতা উপদেষ্টা হইয়া সৎ পথে সাধু পথে লইয়া যাও। তুমি সমুদায় আত্মাকে একমাত্র ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত করিয়া এখান হইতে বিবাদ বিসম্বাদ বিদ্বেষ অসূয়া সকলই বিদূরিত করত জগতে অক্ষয় ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ বিস্তার কর। তুমি সমুদায় মানবজাতির প্রীতি-পূজা গ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলে স্বর্গের আভাস প্রদর্শন কর-এই আমারদের প্রাণগত প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

ত্রয়োদশ উপদেশ।

ঈশ্বর আনন্দ-স্বরূপ।

এই সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা নির্ব্বিশেষ পরমেশ্বরের কোন বিশেষ নাম নাই। যে সকল পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদিরা আপনার অন্তরে সেই নিরতিশয় মহান্ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত মঙ্গলময় পুরুষকে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া তজ্জনিত বিমলানন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরাও যখন তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া আনন্দ-রসে দ্রব হই, তখন আমরাও তাঁহাকে আনন্দ-স্বরূপ বলিতে থাকি।

সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর নিত্যকাল পরিশুদ্ধ পরিপূর্ণ আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন। বিষাদের অন্ধকার---নিরানন্দের যন্ত্রণা সেই অপাপবিদ্ধ আনন্দ-ধামে প্রবেশ করিতে পারে না। যেখানে জ্ঞান-সূর্য্য নিত্য কাল প্রজ্বলিত আছে; যেখানে প্রেম-চন্দ্র চিরকাল পূর্ণ রহিয়াছে; যেখানে মঙ্গল-ভাবের প্রস্রবণ নিয়ত বহিতেছে; যেখানে পুণ্যসমীরণ নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে; যেখানে কেবলই পূর্ণতা—যেখানে পাপ নাই, তাপ নাই, রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই; সেখানে আনন্দ ব্যতীত আর কি থাকিতে পারে? তিনি আনন্দে পূর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। সেই নিত্য-তৃপ্ত পরমেশ্বর আনন্দ-স্বরূপ। আমাদের আত্মা অপূর্ণ, এই জন্য আমরা কখন আনন্দে উৎফুল্ল হই, কখন বিষাদে ম্লান হইতে থাকি, কিন্তু সেই পরিপূর্ণ আত্মা আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াই আছেন। এই অসীম আকাশে অগণ্য লোক-মণ্ডল তাঁহার রাজ্য এবং ইহাতে তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা-সকল অনবরত বিলসিত

হইতেছে, তাঁহার আনন্দ-জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। তিনি আপনার আনন্দে আপনি আনন্দিত হইয়া স্বকীয় মহিমাতে বিরাজিত আছেন। আমরা তাঁহার প্রসাদে সময়ে সময়ে আনন্দের আস্বাদ পাইয়া তাহার উপাদেয়তা বুঝিতে পারিয়াছি এবং তিনি যে কি আনন্দে আছেন, আমাদের অনুভবের অতীত হইলেও তাহার বিলক্ষণ আভাস পাইতেছি। প্রভাতের প্রভাকর, পূর্ণিমার চন্দ্র, বিকসিত পুষ্প-বন, ও রবি-কিরণ-রঞ্জিত মেঘমালা, সমুদায় পদার্থই সেই আনন্দ-মুর্ত্তিকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। যখন পুণ্যবানের আত্মা অতি বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগ করেন, তখন সেই আত্মা তাঁহার আনন্দ রূপের আভাস প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া ব্যক্ত করেন। যখন আমরাও পবিত্র কামনায় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, ও আমারদের আত্মা পুণ্য লাভে উৎফুল্ল হয়; তখন আমরাও এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়া বুঝিতে পারি, সেই পবিত্র-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর কি আনন্দে পরিপূর্ণ আছেন।

কিন্তু আমরা যে আনন্দ ভোগ করি, তাহা সেই পূর্ণানন্দের এক কণাকেও প্রকাশ করিতে পারে না। আমরা অবস্থা-বিশেষে যে সকল বিভিন্ন প্রকার সুখ সম্ভোগ করি, তাহার মধ্যেই কত বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাই। যে কার্য্যে যত স্বাধীনতা ও পবিত্রতা বিদ্যমান থাকে, সেই কার্য্যে তত গভীরতর, তত উচ্চতর আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি পূর্ণ-স্বরূপ ও পবিত্র-স্বরূপ এবং স্বতন্ত্র ও মুক্ত; তাঁহার আনন্দ কি আমরা বুদ্ধিতে, কি কল্পনাতে ধারণ করিতে পারি? আমাদের বিশ্বাস এই যে, সেই পরম পিতা পরমেশ্বর আমাদের আত্মাকে যে সকল স্বর্গীয় গুণে অলংকৃত করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং তৎসমুদায়ের পরাকাষ্ঠায় নিত্য কাল বিভূষিত আছেন। এই জন্য তিনি আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও আমরা অপূর্ণ আত্মাকে দেখিয়াও তাঁহার পূর্ণস্বরূপ নিরূপণ করিতে পারি। আমরা আমাদের দেহাতিরিক্ত আত্মাকে জানিতে পারিয়াছি বলিয়াই অশরীর পরমেশ্বরকে পরমাত্মা বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি—আপনার জ্ঞান ও সাধুভাব উপলব্ধি করিয়া ঈশ্বরকে জ্ঞান-স্বরূপ ও মঙ্গল-স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারি; আপনার স্বাধীনতা দেখিয়াই ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি করিতে পারি। সেই রূপ, আমরা চিরজীবন আত্মাতে পর্য্যায়ক্রমে আনন্দ ও নিরানন্দ ভোগ করিতেছি; এবং এই উভয় ভোগের মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্ট ও কোন্‌টী জঘন্য, তাহাও প্রভেদ করিতে পারিতেছি; যখন আমরা আনন্দে থাকি, তখন জীবনকে কেমন উৎকৃষ্ট ও স্পৃহনীয় বোধ হয়, আর যখন তাহা হইতে বিচ্যুত হই, তখন আপনা হইতেই বুঝিতে পারি কি জঘন্য অবস্থায় নিপতিত হইলাম—এই রূপ আনন্দ ও নিরানন্দের মধ্যে প্রভেদ দেখিয়াই ঈশ্বরকে আনন্দে পরিপূর্ণ বলিয়া আপনা হইতে প্রতীতি জন্মে।

যখন শুদ্ধসত্ত্ব ও ধ্যানযুক্ত হইয়া স্বীয় হৃদয়াসনে সেই আনন্দ-স্বরূপের অধিষ্ঠান অনুভব করি, যখন আত্মাতে সেই পরমাত্মার সন্নিকর্ষ করতল-ন্যস্ত-আমলকের ন্যায় প্রতীতি হইতে থাকে, যখন ইন্দ্রিয়-গোচর জড় বস্তুর সত্তা অপেক্ষাও তাঁহার সত্তা স্পষ্ট-রূপে উপলব্ধ হয়; তখনি সেই আনন্দ-দাতার প্রসাদে একটি অনির্ব্বচনীয় বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে থাকি। কাহারও প্রফুল্ল বদন নিরীক্ষণ করিলে যেমন হৃদয় প্রফুল্ল হয়, সেই রূপ সেই আনন্দ-স্বরূপের সহবাসে আত্মা আনন্দ-রসে দ্রবীভূত হয়। যখন তিনি

হৃদয়ে আসীন হন, তখন শোক তাপ হৃদয়-জ্বালা সকলই তিরোহিত হইয়া যায়। তখন হৃদয়ে আনন্দ-সলিলের প্রস্রবণ প্রযুক্ত হয়, এবং তাহাতে সেই পূর্ণানন্দের মুখ-চ্ছবি প্রতি-ভাত হইতে থাকে। কি আশ্চর্য্য! তিনি আমাদের শরীর রক্ষার নিমিত্ত নীরস অন্ন-পান প্রদান করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি-তেন; কিন্তু তাহা না করিয়া তাহার সহিত তৃপ্তি-সুখ বন্ধন করিয়া দিয়া যেমন অযা-চিত করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন—সেই রূপ আমাদের আত্মা যাহাতে আনন্দের সহিত উন্নত*পদে উত্থিত হইতে পারে, তাহার সম্যক্ উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। যদি সেই সর্ব্ব শক্তিমান্ কেবল রুদ্র-রূপে ভীষণ বজ্র-হস্তে আমাদের প্রতি আদেশ প্রদান করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সেবা আমা-দের পক্ষে কি কঠোর বোধ হইত! কিন্তু তিনি অসভ্য রাজার ন্যায় ভয় প্রদর্শন না করিয়া স্নেহ-পূর্ণ পিতা-মাতার ন্যায় প্রসন্ন-বদনে আমাদের প্রীতি আকর্ষণ করিতেছেন। সেই আকর্ষণ পুণ্যাত্মাদিগকে এমন আকৃষ্ট করিয়া রাখে যে, যদি সমুদায় সংসার তাঁহা-দের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তাঁ-হারা তাঁহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারেন না। যিনি ধর্ম্মপথে যত অগ্রসর হন, তিনি সেই নির্ম্মল আনন্দমূর্ত্তি ততই সুস্পষ্ট দেখিতে পান এবং ততই তাঁহার প্রেমে আ-সক্ত হন। যিনি যে পরিমাণে পাপ দ্বারা আক্রান্ত হন; তাঁহার নিকট তাহা তত প্রচ্ছন্ন হইতে থাকে—পরিশেষে একেবারে তিরোহিত হয়।

সেই আনন্দ-স্বরূপ হইতে এই চরাচর উৎপন্ন ও বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। ইহার সর্ব্বত্রই সেই আনন্দ-রূপের প্রতিমা প্রতিভাত হইতেছে। তিনি আনন্দ বিতরণের জন্যই এই জগৎ সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার সমুদায় নিয়ম, সমুদায় কৌশল ও সমুদায় প্রণালী সেই আনন্দ দানের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। যাহাতে আমরা আনন্দে থাকিতে পারি,তাহারই অনুকূল করিয়া তিনি আমাদের শরীর মন আত্মাকে নির্ম্মাণ করিয়া-ছেন, এবং আপনার আনন্দময় মূর্ত্তি আমা-দের সম্মুখে প্রকাশিত করিয়া আমারদিগকে আনন্দের উচ্চতর অবস্থায় উন্নমিত করিতে-ছেন। সকলে নির্ভয়ে, আনন্দে ও প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার সন্নিধানে গমন করিবে, এই জন্যই তিনি আপনার আনন্দরূপ আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। যে ব্যক্তি যত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, সে ব্যক্তি তাঁহার আনন্দ-রূপ ততই দেখিতে পায় এবং ততই সুবিমল আনন্দ লাভ করিয়া চরিতার্থ হয়। যত ক্ষণ সেই আনন্দোৎফুল্ল সৌন্দর্য্য না দেখিতে পাওয়া যায়; তত ক্ষণ মানব-জীবনের উৎকৃষ্ট অংশ যে ঈশ্বর-প্রেম, তাহা উদ্দীপিত হয় না।

যদিও তিনি নির্ব্বিশেষ, বুদ্ধি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারে না; যদিও তাঁহার বিশেষ নাম নাই—তিনি কোন শব্দ দ্বারা ব্যপদেশ্য নহেন; তথাপি আমাদের এমন সৌভাগ্য যে আমরা তাঁহার স্বরূপ চিন্তনে অধিকারী হইয়াছি ও তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া চরিতার্থ হইতেছি। পূর্ব্ব কা-লের ঋষিরা যেমন তাঁহার আনন্দ-স্বরূপ ধ্যান করিয়া ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, সেই রূপ আমাদেরও উচিত যে,আমরা কায়-মনোবাক্যে পবিত্র হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক সেই আনন্দময় পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকি ও তজ্জনিত ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া এই ক্ষুদ্র জীবন সার্থক করি। যাঁহারা সেই আনন্দ-সুন্দর মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতরণ করেন,তাঁহারা অনায়াসে সমু-দায় বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিতে পারেন।

তত্ত্ববিদ্যা।

ভোগ কাণ্ড।

তৃতীয় অধ্যায়।

মূল আদর্শ।

প্রেমের আদর্শের পর ইন্দ্রিয়-সুখের আদর্শ অন্বেষণ করা যাইতেছে। কিন্তু অগ্রে আবশ্যক, যে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় বোধ উভয়ের মধ্যে ভেদাভেদ কি রূপ অহার প্রতি এক বার দৃষ্টিপাত করা। বুদ্ধির কার্য্য—সাধারণ এবং বিশেষ উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সংস্থাপন করা, ইন্দ্রিয় বোধের কার্য্য—সে সম্বন্ধের প্রতি উদাসীন থাকিয়া বিচ্ছিন্ন বিষয়েতে অভিলিপ্ত হওয়া। সাধারণ পশুভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যখন আমরা কোন একটা বিশেষ পশুর প্রতি—যথা হরিণের প্রতি—মনোযোগ করি, তখন সেই হরিণের সহিত আর আর পশুর সহিত সম্বন্ধ বিষয়ে আমাদের মনে আলোচনা হইতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই তিনটি তত্ত্ব মুলে স্ফূর্ত্তি পায় যে, সাধারণ পশু—এক, বিশেষ পশু—অনেক, এবং এই অনেক পশুর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু পশু ভাব কি কোন ভাবের প্রতি আমাদের লক্ষ্য নাই, ইতিমধ্যে একটা হরিণ যদি আমাদের দৃক্‌পথে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই হরিণের সহিত আর আর পশু প্রভৃতির ভেদাভেদ কিছুই আর মনে হয় না, কেবল আমাদের দৃষ্টি উহাতে বিলীন হইয়া একটা অবস্থা পরিবর্ত্তন মাত্র যাহা কিছু অনুভূত হয়।

বুদ্ধির ক্রিয়া এবং বুদ্ধির লক্ষ্য দুয়ের মধ্যে যেমন একটি প্রভেদ উপলব্ধি হয়,—ইন্দ্রিয়ের-ক্রিয়া এবং ইন্দ্রিয়ের লক্ষ্য এ দুয়ের মধ্যে সে রূপ হয় না। "এই যাহা দেখিতেছি এটা হরিণ; কি রূপে জানিলাম? না শাখায়মান শৃঙ্গ, দ্বিখণ্ডিত খুর, কোমল অঙ্গ ইত্যাদি লক্ষণ সকল দ্বারা," বুদ্ধির লক্ষ্য এস্থলে প্রত্যক্ষ হরিণ, বুদ্ধির-ক্রিয়া এস্থলে—শৃঙ্গাদি অবয়ব গুলির বিবেচনার দ্বারা হরিণত্ব সিদ্ধি করা; সুতরাং উভয়ের মধ্যে অনায়াসেই ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ইন্দ্রিয় বোধ উপলক্ষে কদাপি এরূপ বলিতে পারা যায় না যে, শ্রবণ-ক্রিয়া এইটি—এবং তাহার লক্ষ্য ধ্বনি এইটি, ঘ্রাণ-ক্রিয়া এইটি এবং তাহার লক্ষ্য গন্ধ এইটি, ইত্যাদি,—ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া এবং ইন্দ্রিয়ের লক্ষ্য, দুইকে কদাপি পৃথক্ পৃথক্ রূপে ধরিতে পারা যায় না।

ঐক্যানৈক্য প্রভৃতি বিবেচনা যাহা বুদ্ধির প্রাণ-স্বরূপ, ইন্দ্রিয়-বোধ তাহার বিরোধী। অবিবেচনাই ইন্দ্রিয় বোধের উপজীবিকা। যেখানে বিবেচনার প্রাচুর্ভাব সেখানে ইন্দ্রিয় বোধ শাসনে থাকে, যেখানে ইন্দ্রিয় বোধের প্রাচুর্ভাব সেখানে বিবেচনা কারাবদ্ধ থাকে। আমাদের শরীরের কোন অঙ্গ যখন আঘাত পাইয়া ব্যথিত হইয়াছে, তখন যদি আমাদের এ রূপ বিবেচনার অবকাশ হয় যে, আমি স্বতন্ত্র এবং আমার শরীর স্বতন্ত্র, তাহা হইলে সে ব্যথার তখনি অস্ত হয়; কিন্তু কঠোর পরীক্ষাতে ইহাই দেখা গিয়া থাকে যে, ইন্দ্রিয় বোধ ও রূপ প্রবল হইয়াছে কি—অমনি আমাদের আত্মানাত্ম বিবেচনা খর্ব্ব হইয়া যায়।

যখন এ রূপ হয় যে, আমরা আমাদের জ্ঞানকে যথেচ্ছাক্রমে নানা বিষয়ে নিয়োগ করিতে পারিতেছি, তখন সেই জ্ঞান কার্য্যে আমাদের আত্মারই শক্তি প্রকাশ পায়; কিন্তু যখন দেখি যে আমরা অবস্থার দাস হইয়া সে রূপ করিতে পারিতেছি না, তখন আমাদের সেই অশক্তিতে বিষয়েরই শক্তি প্রকাশ পায়।

যতক্ষণ আমরা বিষয় হইতে নির্লিপ্ত থাকি, ততক্ষণই বিষয় আমারদের কর্ত্তৃক

গ্রাহ্য হইতে পারে; কিন্তু আমরা যদি বিষয়ের সহিত রূপ লিপ্ত হইয়া যাই যে, আপনাতে তাহাতে কিছুই প্রভেদ দেখিতে পাই না, তাহা হইলে উহা আমারদের জ্ঞানের অবিষয় হইয়া পড়ে।

নিদ্রাকর্ষণ-বশে যখন আমাদের চেতন অবসন্ন হইয়া পড়ে, যখন আমাদের অন্তঃকরণ শরীরসাৎ হইয়া প্রসুপ্তি রূপ এক অবস্থা বোধ মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তখন শরীরাদিকে আর বিষয় বলিয়া বোধ থাকে না। ইন্দ্রিয় বোধ এই নিদ্রাবস্থারই প্রতিকৃতি; নিদ্রা যেমন এক অবস্থা মাত্র, ইন্দ্রিয় বোধও সেই রূপ এক অবস্থা মাত্র;—ফলতঃ আমাদের জ্ঞান যেমন অবস্থা-প্রবাহের মূলস্থিত দর্পণ-স্বরূপ, ইন্দ্রিয় বোধ সে রূপ নহে।

প্রেম এবং ইন্দ্রিয় সুখ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখিতে হইলে, এক দিকে গীত-রচয়িতা, চিত্রকর, কবি, এবং একদিকে সুখাসক্ত বিলাসী, দুয়ের ইতর বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইবে। কবি এক জন আপন রচনার ভাবটির প্রতি যেমন অনুরক্ত, তাহার শব্দ লালিত্যের প্রতি তেমন নহেন; কিন্তু বিলাসী এক জন সেই রচনার শব্দ-মাধুরী মাত্রে এরূপ বান্ধা পড়িয়া থাকেন যে, তাহার মর্ম্মে প্রবেশ করিতে তাঁহার আর অবকাশ হয় না। কবির দৃষ্টান্তানুযায়ী মনের ভাব অনুসারে বাহিরের সামগ্রী সকলকে অধিকার করা—প্রেমের পদ্ধতি; এবং বিলাসীর দৃষ্টান্তানুযায়ী বাহিরের সামগ্রী সকল অজ্ঞাতসারে মনকে অধিকার করা—ইন্দ্রিয় সুখের পদ্ধতি। এখানে এই যেমন দুইটি ভাব দেখা গেল—কবির মনের ভাব এবং বিলাসীর মনের ভাব, এই রূপ প্রতি মনুষ্যের মনোমধ্যে দুই প্রকার ভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়;—কি? না প্রবৃত্ত ভাব প্রবর্ত্তক ভাব, স্বপ্ন ভাব জাগ্রৎ ভাব, তাচ্ছল্যের ভাব ব্যবস্থার ভাব, ইত্যাদি; প্রথমটি প্রাকৃতিক ভাব, দ্বিতীয়টি আধ্যাত্মিক ভাব, প্রথমটি পশুভাব, দ্বিতীয়টি মনুষ্য ভাব। দেশ কালে কেবল প্রবৃত্ত ভাবই দৃষ্টিগোচর হইতে পারে, কিন্তু প্রবর্ত্তক ভাব আত্মা ভিন্ন আর কোথাও অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। আত্মা যাহা আদেশ করে, কাল তাহাই মস্তকে বহন করে। আমরা যদি একটা গোলাকে দ্রুতবেগে চালনা করি, তবে কোন প্রতি বন্ধক অবিদ্যমানে কাল ক্রমাগত তাহাই করিবে; আমরা যদি গোলাটাকে মন্দ বেগে চালনা করি, কাল ও তাহাই ক্রমাগত করিতে থাকিবে। কালেতে নূতন কিছুই হয় না; আত্মা কর্ত্তৃক যাহা আরব্ধ হয়, কালেতে তাহাই কেবল বহমান হয়। নূতন আরম্ভ—আত্মা ভিন্ন আর কাহারো কর্ত্তৃক সংঘটনীয় নহে, পুরাতন অভ্যাসই কেবল কালের অধিকারে স্থান পায়। কিন্তু আত্মার প্রারব্ধ কার্য্য সকলকে কাল যে এই রূপ যথাজ্ঞাক্রমে বহন করে, তাহাও আত্মার মূলবর্ত্তিতা ব্যতিরেকে উহা আপন ক্ষমতায় করিতে পারে না। সময় বিশেষে, যদি আমাদের পদ চালনা করা বা নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস হয়, তবে সেই অভ্যাসের প্রবর্ত্তক—আত্মা মূলে অধিষ্ঠিত থাকাতেই সে অভ্যাস জীবন ধারণে সমর্থ হয়। এস্থলে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, আত্মা যখন এই রূপে আপন কার্য্যের ভার, প্রকৃতির স্কন্ধে বা কালের স্কন্ধে সমর্পণ করে, তখন তাহাতে আত্মার কেবল অধ্যক্ষতা মাত্র থাকিলেই হইল, আত্মাকে স্বহস্তে সে কার্য্য লইয়া পুনর্ব্বার বিব্রত হইতে হয় না। বীণা-যন্ত্রে যে ব্যক্তির নিপুণতা জন্মিয়াছে, তিনি এদিকে বীণা বাদ্য করিতেছেন, ওদিকে কোন এক ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছেন—

ইহা কিছুই বিচিত্র নহে ; এখানে ইহা স্পষ্ট যে, আত্মার অধিষ্ঠান মাত্র থাকাতে প্রকৃতি তাহার আদেশ পালনে তৎপর হইতেছে, এই যে সময়ে আত্মা অন্য কার্য্যে মন দিতে অবকাশ পাইতেছে।

এক্ষণে বলিবামাত্রই বুঝিতে পারা যাইবে যে, আত্মা স্বাধীন ভাবে যাহা চায় তাহাই প্রেমের আদর্শ, এবং প্রকৃতি যাহা চায় তাহাই ইন্দ্রিয় সুখের আদর্শ ; অথবা আমরা আত্মার বলে যাহা চাই তাহাই প্রেমের আদর্শ এবং প্রবৃত্তির বলে যাহা চাই তাহাই ইন্দ্রিয় সুখের আদর্শ।

প্রকৃতির আকিঞ্চন তিন রূপ হইতে পারে, যথা, পূর্ব্ব অভ্যাসের অনুযায়ী, বর্ত্তমান উত্তেজনার অনুযায়ী, এবং ভবিষ্যৎ চরিতার্থতার অনুযায়ী ; এতদনুসারে ইন্দ্রিয় সুখের আদর্শকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা গেল,—আনুপূর্ব্বিক, আনুসঙ্গিক,এবং আনুশেষিক।

উদাহরণ ;—আমাদের চক্ষুতে জ্যোতি নিপতিত হইলে প্রথমতঃ এক প্রকার গতির অবস্থা অনুভূত হয়। ধ্বনিতে এবং জ্যোতিতে এ বিষয়ে বস্তুতঃ কোন প্রভেদ নাই,—কেবল ধ্বনিতে উক্ত গতির ভাবটি আরো কিছু স্পষ্টতর রূপে প্রকাশ পায়। এই প্রকার গতির অবস্থা আনুপূর্ব্বিক হইলে, অর্থাৎ আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের পূর্ব্বাভ্যাসের অনুযায়ী হইলে, আমাদের পক্ষে তাহা সুখজনক হয়, তদপেক্ষা অতিরিক্ত হইলে অসহ্য হইয়া উঠে, তদপেক্ষা ন্যূন হইলে অতৃপ্তি-জনক হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়ত ;—দৃশ্য পরিসর বিস্তৃত রূপে প্রতিভাত হয়। এই দৃশ্য বিস্তৃতি বর্ত্তমানের আনুসঙ্গিক হইলে, অর্থাৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধে উহার এদিক্ ওদিক্ পরস্পরের অনুযায়ী হইলে, উহা সুখ জনক হয়। তৃতীয়তঃ,—উক্ত দৃশ্য দূরবর্ত্তী রূপে প্রতিভাত হয় ; দূরে যাহা অস্পষ্ট দেখায় তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে আমাদের বাসনা হয় ; এবং দৃশ্য বস্তু সকল যদি এ রূপ ভাবে অবস্থিত থাকে যে, উহারা পরস্পরা ক্রমে নিকট হইতে দূরে অবসৃত হইয়া স্পষ্টতা হইতে ক্রমশঃ অস্পষ্টতায় বিলীন হইয়াছে, তাহা হইলে সে বাসনা চরিতার্থতার পক্ষে সুবিধা হয়; কেন না এ রূপ হইলে, দূর বশতঃ যাহা অস্পষ্ট দেখায়, সমবর্ত্তী দৃশ্য সকলের সহিত তাহার ক্রমান্বয়ে যোগ থাকাতে তাহা স্পষ্ট হয়। যথা,—দুইটি অশ্ব যদি প্রথমেই বহু দূরে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অস্পষ্টতা বশতঃ উহাদিগকে একটি অশ্ব বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু যদি উহারা প্রথমে আমাদের নিকটে থাকিয়া পরে ক্রমে ক্রমে সেই দূর দেশে গিয়া উপনীত হয়, তাহা হইলে সে রূপ ভ্রমের আর সম্ভাবনা থাকে না; কেন না এ স্থলে পূর্ব্ব দৃশ্যের স্পষ্টতা বশতঃ পর দৃশ্যের অস্পষ্টতা ঘুচিয়া যায়। কিন্তু ইহার বিপরীত এই দেখা যায় যে, যদি আমাদের চারি দিকে প্রাচীর উত্থিত হয়, তাহা হইলে সেই প্রাচীরের বহির্দ্দেশ আমাদের দৃষ্টিতে—অস্পষ্টতা হইতেও অধম—একেবারেই শূন্য রূপে পরিণত হয়; এ অবস্থায় প্রাচীরের বহির্দ্দেশের অত্যন্ত অস্পষ্ট ভাবকে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার বাসনা যাহা আমাদের মনে উদিত হয়, তাহা চরিতার্থ হইবার উপায় না থাকাতে কাযেই আমাদের অতিশয় কষ্ট বোধ হয়।

গতির আনুপূর্ব্বিকতা হেতু আমাদের অন্তঃকরণে যে সুখানুভব হয়, কবিতাচ্ছন্দ ও গীত প্রবাহ উভয়ই তাহার প্রমাণ দিতেছে; ছন্দের হ্রস্ব দীর্ঘ এবং গীতের তাল মান আনুপূর্ব্বিক রূপে চলিতে থাকিলে, তাহা কেমন শ্রুতি-সুখের আস্পদ হয় ; এবং

অকস্মাৎ ছন্দঃ পতন বা তাল ভঙ্গ হইলে তৎক্ষণাৎ কেমন শ্রবণে আঘাত লাগে; এই জন্য এরূপ ঘটনা বিচিত্র নহে যে, সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে ঈষৎ নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে, ইতি মধ্যে তাল ভঙ্গ হওয়াতে নিদ্রা অমনি সচকিত হইয়া প্রস্থান করিল। যদি কেবল একটি মাত্রও সুস্বর আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে—যেমন কোকিলের পঞ্চম স্বর, তাহাও আনুপূর্ব্বিক তরঙ্গমালাচ্ছন্দে নাচিতে নাচিতে তথায় প্রবেশ করে, তাহার মধ্যেও ছন্দ ও যমক রহিয়াছে। বিস্তৃতির আনুসঙ্গিকতাতে যেরূপ সুখানুভব হয়, জীবদেহের অবয়ব বিন্যাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা প্রকাশ পাইবে; যথা,—শরীরের দক্ষিণ-পার্শ্ব ও বাম পার্শ্ব পরস্পরের অনুযায়ী হওয়াতে তাহা হইতে যেমন এক যুগল শোভা বিনির্গত হয়, তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইলে সেরূপ কখনই সম্ভবেনা। পুনশ্চ কোন সভামন্দিরের স্তম্ভশ্রেণী আনুসঙ্গিক রূপে সন্নিবেশিত থাকিলে তাহা কেমন মনোহর দেখিতে হয়; কবিতাচ্ছন্দে যেমন হ্রস্ব দীর্ঘ ব্যবহৃত হয়, এখানেও তেমনি প্রতি স্তম্ভের প্রস্থ পরিমাণ হ্রস্ব, দুই স্তম্ভের মধ্যগত ব্যবধানের প্রস্থ পরিমাণ দীর্ঘ, এই রূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উপযুক্ত পরিমাণে গ্রথিত দেখিতে পাওয়া যায়। আনুসঙ্গিক অবস্থা সকলের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেই যে উহাদিগকে পরস্পরের অনুযায়ী বলিতে পারা যায় এমন নহে; কেশজালের কৃষ্ণবর্ণ—মুখমণ্ডলের গৌরবর্ণের অনুযায়ী হইতে পারে, চন্দ্রের জ্যোৎস্না নিশান্ধকারের অনুযায়ী হইতে পারে, এই রূপ যাহার সঙ্গে যাহা সাজে তাহাতেই তাহার আনুসঙ্গিক অনুযায়িত্ব সিদ্ধ হয়। এতদুপলক্ষে কতিপয় মনোহর সংস্কৃত শ্লোক আছে, যথা "পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ। মণিনা বলয়ং বলয়েন মণি র্মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ। ইত্যাদি, ইহার অর্থ এই যে, জল দ্বারা কমল, কমল দ্বারা জল, এবং জল ও কমল উভয় দ্বারা সরোবর শোভা পায়। মণি দ্বারা বলয়, বলয়ের দ্বারা মণি, ও মণি এবং বলয় উভয় দ্বারা করদেশ শোভা পায়; ইত্যাদি। দূর-প্রসারণ-মূলক আনুপূর্ব্বিকতা এবং আনুসঙ্গিকতা উভয়ের যোগে যেরূপ সুখানুভব হয়, দিগন্ত-স্পৃষ্ট সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া সারি সারি পোতগণের একত্র প্রয়াণ দেখিলে, অথবা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রোপরি ব্যূহবদ্ধ সেনাগণের কৃত্রিম রণ যাত্রা দেখিলে, তাহা স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইবে।

এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, ঘটনা-সকল—ভূত কালের অভ্যাস, বর্ত্তমানের উত্তেজনা, এবং ভবিষ্যতের স্পৃহা-চরিতার্থতার উপযোগী হইলেই, আনুপূর্ব্বিক আনুসঙ্গিক এবং আনুশেষিক হইলেই, তাহা ইন্দ্রিয় সুখের কারণ হয়।

এই ইন্দ্রিয় সুখের মোহন-শক্তি অতিশয় বিস্ময় জনক;—সুরূপ, সুরস, সুগন্ধ, সুস্বর, ইহারা বাহির হইতে আসিয়া ইন্দ্রিয়গণকে কেমন আশ্চর্য্য রূপে বিমুগ্ধ করে, এবং মনোদুর্গের গুপ্ত কপাট সকল কৌশলে উদ্ঘাটন করিয়া কেমন অবিবাদে তথাকার সমুদায় প্রদেশ অধিকার করিয়া লয়! বাহিরের সামগ্রী সকল কোথা হইতে আসিয়া আমাদের মনের সঙ্গে এমনি আশ্চর্য্য রূপে মিসিয়া যায় যে তাহাদিগকে আর পর বলিয়া বোধ থাকে না। এই রূপ ইন্দ্রিয় সুখ অতীব উপাদেয় বটে তাহার আর সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা যে পর্য্যন্ত না আর এক উচ্চতর সুখে গিয়া পর্য্যাপ্ত হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার মর্ম্মনিহিত একটি গূঢ় দোষের কিছুতেই নিরাকরণ হয় না। ইন্দ্রিয়-সুখের একটি

প্রধান দোষ এই যে তাহার উপর আমাদের কিছু মাত্র কর্ত্তৃত্ব চলে না; বিষয়-সকল যদি অনুকূল হইল তবেই ভাল, নতুবা আমরা আপন ইচ্ছায় ইন্দ্রিয় সুখ উৎপন্ন করিতে পারিনা, স্বাধীন ইচ্ছাকে অপদস্থ করিয়াই ইন্দ্রিয়-সুখ মানস-ক্ষেত্রে সমাগত হয়; ইন্দ্রিয়-সুখে বিষয়েরই গুণ প্রকাশ পায়; আমাদের আপনাদের গুণ কিছুমাত্র প্রকাশ পায় না। এই হেতু আমাদের মনের বেগ ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে আরো এক উচ্চ প্রদেশে উঠিতে সর্ব্বদাই আস্ফালিত হইয়া থাকে। যখন কোন একটি মধুর গীতধ্বনি আমাদের কর্ণগোচর হয়, তখন কি—কেবল সেই ধ্বনি মাত্রের প্রতি আমাদের মন বদ্ধ থাকে? কখনই না; সুশ্রাব্য ধ্বনিটি উপলক্ষ মাত্র, পরন্তু আমাদের লক্ষ—ইন্দ্রিয়ের সহিত যাহার কোন কালে কোন সম্পর্ক নাই—সেই সকল অন্তর্নিহিত ভাবের দিকেই বিশেষ অনুরাগের সহিত প্রত্যাবৃত্ত হয়; সেই মধুর-নিনাদ শ্রবণে হয় তো মনঃ শয্যাশায়ী কত শত ভূত-পূর্ব্ব ঘটনা শোভন বেশে উদ্বোধিত হয়, এবং আমাদের মানস ভৃঙ্গ সকলের মধ্য হইতে মর্ম্ম-রস চয়ন করত প্রেম-সিন্ধুতে নিমগ্ন হয়। যাহা ইঙ্গিত করা হইল, তাহার উপরে আর এ কথা অধিক করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই যে, যেমন তান্ত্রিকেরা কল্পনাকে সহায় করিয়া মন্ত্র পাঠ দ্বারা পেয় সুরা শোধন করে, সেই রূপ প্রেম দ্বারা ইন্দ্রিয় সুখ শোধিত হইলেই তাহার অন্তর্গত সকল দোষ খণ্ডন হইয়া যায়।

যথা যথা হি পুরুষঃ শাস্ত্রং সমধিগচ্ছতি।
তথা তথা বিজানাতি বিজ্ঞানঞ্চাস্যরোচতে॥

দৈব ও পুরুষকার।

যথা একেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।
তথা পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

যাহা মনুষ্যের অনায়ত্ত, এক মাত্র ঈশ্বরেরই সম্পূর্ণ আয়ত্ত, মনুষ্যের শক্তি ও ইচ্ছা যাহার নেতা ও প্রভু হইতে পারে না, প্রত্যুত ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি ও পূর্ণ ইচ্ছার বলেই যাহা চালিত হয়, তাহাই দৈব। দৈব—দেব শক্তি, ইহাকে ঈশ্বরের পৌরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমরা যেমন আপনার পৌরুষে প্রকৃতির উপজীবী হইয়াছি, তিনি স্বীয় পৌরুষে প্রকৃতির উপজীব্য হইয়াছেন। তিনি প্রকৃতিকে নানা প্রকার শক্তি দিয়াছেন, আমরা কেবল তাহা দ্বারা আপনার ভোগ-বৃত্তি চরিতার্থ করিয়াই তৃপ্ত হই। আমরা প্রকৃতির জটিল ভাব বুঝিতে পারি না, তিনি তাহার মধ্য দিয়া আমাদিগের জীবনে নানা প্রকার ঘটনা আনয়ন করেন। বস্তুত জগতে যা কিছু উপস্থিত হইতেছে, সেই মুক্ত পুরুষের পুরুষকার বা দৈব শক্তিই তাহার মূল। যদি দৈব না থাকিত, তাহা হইলে কৃষকেরা ভূমি কর্ষণ করিয়া কোন রূপেই পরিশ্রমের পুরস্কার প্রাপ্ত হইত না। প্রবল ঝঞ্ঝাবাত ও অপরিমিত বৃষ্টিপাত ক্ষেত্রের শ্যামল সুকোমল তৃণরাশি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিত, কৃষকের সম্বৎসরের সুখের আয়োজন সমুদয়ই ব্যর্থ হইত।

ইচ্ছা, শক্তি ও কার্য্যাকার্য্য বিচার বিষয়ে মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব আছে, কিন্তু অতর্কিত ও অনালোচিত ঘটনা সকল, যাহা ঝটিতি উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে চকিত, ভীত বা সুখিত করে, তৎসমুদায় ঈশ্বরেরই দুর্নিবার ইচ্ছার বিলাস মাত্র। পূর্ব্বে যে বিষয়ের কিছুমাত্র সূচনা নাই, আমাদিগের ইচ্ছা ও

শক্তি যাহা আনয়ন করিবার নিমিত্ত অণুমাত্রও প্রয়াস পায় নাই, হয় তো আমাদিগের জীবনে সেই সকল ঘটনা উপস্থিত হইতেছে এবং যাহা সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ধন প্রাণ সমুদায়ই সমর্পণ করি, হয় তো তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি না। এই সমস্ত ঘটনার কারণ কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা, তিনি এই ঘটনাসূত্রে মনুষ্যের সুখ দুঃখ নিয়মিত করিতেছেন এবং ইহা দ্বারাই মনুষ্যের যাবতীয় চেষ্টার ফলাফল বিধান করিতেছেন।

এই চেষ্টাই পুরুষকার। ঈশ্বর প্রকৃতির হস্ত দিয়া আমাদিগকে নিরন্তর যে স্নেহের দান বিতরণ করিতেছেন, তাহা গ্রহণ করিবার চেষ্টাই পুরুষকার। আমরা এই পুরুষকার দ্বারা প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিতে পারি না, কিন্তু প্রকৃতি ঈশ্বরের আয়ত্ত হইয়া আমাদিগের নিমিত্ত যে উপাদেয় ফল প্রস্তুত করিতেছে, তাহার প্রত্যাহরণ ও উপভোগের চেষ্টাকেই প্রকৃত পুরুষকার বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আমাদিগের পুরুষকারের সৃষ্টি শক্তি নাই, কিন্তু ঈশ্বর যে সমস্ত উপাদান দিয়াছেন, তাহা সংগ্রহ করিয়া একটি বস্তু নির্ম্মাণ করাই ইহার কার্য্য। ঈশ্বর সর্ষপের বীজ ও তাহার অভ্যন্তরে তৈল রস প্রদান করিয়াছেন, আমরা স্বীয় চেষ্টা দ্বারা সেই রস গ্রহণ করিতে পারি। ঈশ্বর জল ও মৃত্তিকা দিয়াছেন, আমরা তাহা আহরণ করিয়া ঘট প্রস্তুত করিতে পারি। পুরুষকারের বল এই পর্য্যন্ত।

পুরুষকার সৌভাগ্যের প্রসূতি। পুরুষকার বিরহে মনুষ্য কি আধ্যাত্মিক কি পার্থিব কোন বিষয়েরই শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সমর্থ হয় না। যদি কেহ পুরুষকারে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার অবস্থা যার পর নাই শোচনীয় হইয়া উঠে। করুণাময় ঈশ্বর মনুষ্যকে নিতান্ত নিরাশ্রয় করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। মনুষ্য উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারের নিমিত্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও ইচ্ছানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানার্থ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাকে অভাবের উত্তেজনায় সময়ে সময়ে আলস্যের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম এবং স্বীয় সামর্থ্যে আপনার নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত সুখকর অবস্থা প্রস্তুত করিতে হয়। পশু পক্ষী সকল প্রকৃতির প্রসাদে শীত নিবারণের নিমিত্ত গাত্র-লোম ও প্রবল জন্তুদিগের হইতে আত্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত শৃঙ্গ ও নখাদি প্রাপ্ত হইয়াছে। পশু পক্ষীর ন্যায় মনুষ্যের এই সমস্ত উপকরণ নাই যথার্থ কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে বুদ্ধি ও স্বাধীনতা দিয়াছেন। সে ইহার সাহায্যে পশু পক্ষীর উপর আধিপত্য, গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত কৃষি বাণিজ্য, সুখ স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিবার নিমিত্ত গৃহাদি নির্ম্মাণ এবং জন সমাজে একতা ও শান্তির নিমিত্ত উৎকৃষ্ট নিয়ম সমুদায় সংস্থাপন করিতে পারে এবং ইহার বলে পরম পুরুষার্থ মুক্তি পদার্থ লাভেও সমর্থ হয়।

আপনাদিগের সামর্থ্য না বুঝিয়া বুদ্ধি ও স্বাধীনতা দ্বারা সুখ সম্ভোগের উপায় নির্দ্ধারণ না করিয়া অতর্কিত ঘটনা বিশেষে সৌভাগ্যের প্রত্যাশা করা যেমন অযৌক্তিক, সেই রূপ আবার ঈশ্বরের কৃপাবিন্দু প্রার্থনা না করিয়া কেবল আপনার দুর্ব্বল শক্তি ও অকিঞ্চিৎকর চেষ্টাকে সার জ্ঞান করা যার পর নাই অসঙ্গত। যদি সেই অনাথ-শরণ ত্রিভুবননাথ আমাদিগের সমক্ষে না থাকেন, তবে ভাবিয়া দেখ, আমরা কি পর্য্যন্ত দীন! যদি তিনি আমাদিগের সমুদায় কার্য্যে কৃপাদৃষ্টি বিতরণ না করেন—আমাদিগের ক্ষুদ্র চেষ্টা যে সমস্ত অবস্থা আনয়ন করে, যদি তিনি তাহার নিয়ন্তা না হন, তবে আমরা কত দুর নিরাশ্রয়! অতএব দৈবের মুখা-

পেক্ষা করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন করা আমাদিগের শ্রেয়ঃকল্প। যুদ্ধে জয় লাভ, বিস্তীর্ণ রাজ্য লাভ, অতুল সম্মান, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ অগ্রে কে সূচনা করিতে পারে? ইহা কেবল ঘটনা চক্রে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু এই সমস্ত কার্য্যে আমাদিগের পুরুষকারেরও আবশ্যকতা আছে। দৈব যে এই সমস্ত ঘটনা উপস্থিত করিবে, তাহাতে পুরুষকারের অনুবৃত্তি আবশ্যক।

এই জগতে এক জন রাজা হইয়া সুসজ্জিত প্রাসাদে পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছেন এবং আর এক জন সেই প্রাসাদের নিকট পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দারিদ্র্য-দুঃখে অশ্রু মোচন করিতেছে—এক জন উৎকৃষ্ট কবি হইয়া বিজ্ঞানবিৎ জ্ঞানী হইয়া মানসিক শক্তিতে সকলকে মোহিত করিতেছেন এবং আর এক জন অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন অনক্ষর মূর্খ হইয়া লোকের নিকট হতাদর হইতেছে—এক জন প্রবল পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত যোদ্ধা হইয়া প্রখর তরবারি-প্রহারে শত্রু-হস্ত হইতে দেশের স্বাধীনতা উদ্ধার করিতেছেন এবং আর এক জন যুদ্ধের কঠোরতায় ভীত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় গললগ্নীকৃতবস্ত্রে বিপক্ষের হস্তে স্বাধীনতা সমর্পণ করিতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে জগতের কোন বিষয়েরই শৃঙ্খলা নাই। যদিও প্রত্যেক মনুষ্যের প্রকৃতি অনুসারে বুদ্ধি বৃত্তি, বিচার শক্তি, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও অনুরাগ উৎসাহের তারতম্য আছে বলিয়া তাহার কার্য্যগত এই রূপ বৈষম্য উপস্থিত হয়, অথাপি তাহার আর একটি বিশেষ কারণ আছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ঈশ্বর প্রকৃতির হস্তে আমাদিগের যে লভ্যাংশ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিবার শক্তিই পুরুষকার। তিনি আমাদিগের অর্জ্জন-স্পৃহাতে অভাবের উপশম, প্রতিভাতে কবিত্ব এবং শরীরে বল ও মনে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, আমরা আপনার চেষ্টায় যদি তৎ সমুদায় গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে ধনী কবি ও বীর হইতে পারি সন্দেহ নাই।

আত্মার বলই পুরুষকার। আমাদিগের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব শ্রীবৃদ্ধি পুরুষকারেরই সম্যক আয়ত্ত। পার্থিব উন্নতি করিতে গেলে পুরুষকার আপনার বল তত প্রকাশ করিতে পারে না; কারণ পার্থিব ব্যাপারে অনেক বিষয়ে আমাদিগকে অন্যের মুখাপেক্ষা করিতে হয়, এই জগতে এমন অনেক কার্য্য আছে যাহা আমাদিগকে অন্যের ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন করিয়া রাখে। সুতরাং হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক সূর্য্যের গতিরোধ এবং সন্তরণ দ্বারা সাগর পার হওয়া যেমন অসম্ভব, লোকের প্রতিকূল ইচ্ছাকে অনুকূল করিয়া পার্থিব উন্নতি করাও সেই রূপ অসম্ভব। অতএব এরূপ অবস্থায় পুরুষকারের বল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠে: কিন্তু আত্মার রাজ্যে ইহার বল বীর্য্য অদ্ভুত বোধ হয়। বাহ্য শত্রু দমন করিতে হইলে অবস্থার অনুকূলতা আবশ্যক; কিন্তু যে গুলি আমাদিগের অন্তঃশত্রু, যাহারা সময়ে সময়ে প্রবল হইয়া আমাদিগের মনুষ্যত্বের বীজ পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, যাহারা আমাদিগকে প্রকৃতির অনায়ত্ত ও প্রবৃত্তির আয়ত্ত করিয়া পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট করিয়া দেয়, সেই সমস্ত দুর্দ্দান্ত শত্রুকে সকল প্রকার অবস্থাতেই ইহা দমন করিতে পারে। বাহ্য কার্য্যে ইহা দৈবের প্রতিকূলতা ও অনুকূলতার একান্ত অধীন, কিন্তু আভ্যন্তরিক কার্য্যে ইহা স্বয়ংই দৈবকে অনুকূল করিতে পারে। বাহ্য কার্য্যে প্রকৃতির জটিল ভাব বুঝিতে না পারিয়া প্রতিহত হয়, কিন্তু আন্তরিক কার্য্যে ইহা সকলের উপর কর্তৃত্ব করিয়া আপনার প্রভাব

বিস্তার করে। আমাদিগের আত্মা দম্য অশ্বের ন্যায় বিষয়ের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বারংবার পথ-ভ্রষ্ট হইতেছে, কিন্তু পৌরুষ সুশিক্ষিত সারথির ন্যায় গন্তব্য পথে ইহাকে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। পৌরুষের অসাধ্য কিছুই নাই। মনুষ্যের যে পরম পুরুষার্থ মুক্তি পদার্থ, পৌরুষ ঈশ্বরের হস্ত হইতে স্বয়ংই তাহা আমাদিগকে প্রদান করিয়া থাকে। আমরা অন্ধশক্তি প্রকৃতির উপর পুরুষকারের প্রভাব বুঝিতে পারি না, যে বস্তু হইতে যত টুকু উপকার প্রাপ্তি সম্ভব পুরুষকার তাহার অতিরিক্ত আর কিছুই করিতে পারিতেছে না; কিন্তু ইহা যখন প্রকৃতির অতীত ঈশ্বরের নিকট আমাদিগকে লইয়া যায়, তখন আমরা পুত্র যেমন মাতার নিকট কোন প্রার্থনীয় বস্তু বল পূর্ব্বক গ্রহণ করে, সেই রূপ ঈশ্বরের হস্ত হইতে অভিলষিত বস্তু লইয়া থাকি।

সংস্কৃত সাহিত্য।

২৮৭ সংখ্যক পত্রিকার ৬২ পৃষ্ঠার পর।

স্মৃতি বলিলে কেবল সূত্রগ্রন্থ বুঝায় না, মন্বাদিপ্রণীত যে সমস্ত শ্লোকাত্মক গ্রন্থ আছে, তৎসমুদায়ও ইহার অন্তর্গত। শ্রুতি-মূলক বলিয়াই ইহার শাসন গ্রাহ্য হইয়া থাকে। শ্রুতি-বাক্য স্মরণ করিতেছে বলিয়াই ইহার নাম স্মৃতি হইয়াছে। এই সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্র বেদের ন্যায় এক এক খানি নিরপেক্ষ প্রমাণ নহে। কুমারিল কহেন,[১] পূর্ব্বজ্ঞান-বিষয়ক যে জ্ঞান তাহাই স্মৃতি। সুতরাং পূর্ব্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে স্মৃতির প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। মনুপ্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা আদৌ যদি কোন প্রমাণ-স্বরূপ জ্ঞান আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের স্মরণ ব্যর্থ হইতে পারে না; অন্যথা তাঁহাদিগের স্মৃতি-গ্রন্থ অপ্রামাণিক। যেমন দুহিতা না থাকিলে দৌহিত্র হইতে পারে না, সেই রূপ পূর্ব্ব জ্ঞান না থাকিলে স্মৃতি একান্ত অসম্ভব হয়। এ-স্থলে পূর্ব্ব জ্ঞান মন্বাদির কন্যাস্থানীয় এবং তাহার স্মৃতি দৌহিত্রস্থানীয়। অতএব যদি কন্যা না থাকে, তাহা হইলে যেমন কন্যার পুত্র দৌহিত্রের অস্তিত্বে ভ্রান্তি জন্মে, সেই রূপ যদি পূর্ব্ব জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে স্মৃতি মিথ্যা হয়, সন্দেহ নাই।

পরাশর-সংহিতার টীকাকার মাধবাচার্য্য কহিয়াছেন, "জৈমিনি-সূত্রে বেদের যে রূপ প্রামাণ্য স্থাপিত হইয়াছে মনুষ্যকৃত মূল-প্রমাণ-সাপেক্ষ গ্রন্থে সেই রূপ কদাচই সম্ভবপর হয় না। মূল-প্রমাণই স্মৃতি-প্রামাণ্যের জীবন, যদি এই রূপ বল, তাহাও হইতে পারে না; কারণ মূল অস্পষ্ট। ধর্ম্ম যখন অতীন্দ্রিয় তখন মূল প্রত্যক্ষ হইবার নয় এবং ইহা অনুমান গ্রাহ্যও হইতে পারে না, কারণ অনুমানটি প্রত্যক্ষ-মূলক। মনুষ্যের বাক্যেও ইহার প্রামাণ্য স্থাপন করা যাইতে পারে না; কারণ মনুষ্য সততই দোষাদির বশীভূত হইয়া থাকে এবং মনুষ্য যে রূপ দেখে সেই রূপ অবিকল বাক্যে প্রকাশ করিতে পারে না। মনুষ্য যদি নির্দ্দোষই হয় তাহা হইলেও তাহার বাক্যে সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। যদি বল, শ্রুতির সহিত স্মৃতির অবিরোধিতা আছে, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, শৌচাদি আচারের ব্যবস্থা শ্রুতির কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। যদি ইহার অস্তিত্বের অনুমান করিয়া লও, তাহাও হইতে পারে না;

১ পূর্ব্ববিজ্ঞানবিষয়ং বিজ্ঞানং স্মৃতিরুচ্যতে। পূর্ব্বজ্ঞানাদ্বিনা তস্যাঃ প্রামাণ্যং নাবধার্য্যতে। মন্বাদীনামপি যদি প্রথমং কিঞ্চিৎ প্রমাণং সম্ভাব্যতে ততঃ স্মরণং ভবেৎ নান্যথা। কস্মাৎ পুনঃ পুত্রং দুহিতরঞ্চাধিক্রম্য বন্ধ্যা দৌহিত্রোদাহরণং কৃতং। স্থানতুল্যত্বাৎ পুত্রস্থানীয়ং হি মন্বাদেঃ পূর্ব্ববিজ্ঞানং দৌহিত্রস্থানীয়ং স্মরণং। অতশ্চ যথা দুহিতুরভাবং পরামৃশ্য দৌহিত্রস্মৃতিং ভ্রান্তিং মন্যন্তে তথা মন্বাদিভিঃ প্রত্যক্ষাদ্যসম্ভবপরামর্শাদষ্টকাদি স্মরণং মিথ্যেতি মন্তব্যং।

কারণ শৌচাদি ব্যবস্থার অনুমান করিতে গেলে 'মোক্ষার্থী চৈত্যের উপাসনা করিবে' বৌদ্ধদিগের এই বাক্যে অতিপ্রসঙ্গ দোষ উপস্থিত হয়"।

মাধবাচার্য্য এই রূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া স্বয়ংই ইহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি কহেন "মনু স্মৃতির সহিত বুদ্ধস্মৃতির বিস্তর বৈলক্ষণ্য আছে। স্বয়ং বেদই মনুস্মৃতির প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। বেদে এই রূপ কথিত আছে যে, মনু যাহা কহিয়াছেন তাহা ঔষধ স্বরূপ। কিন্তু বেদে এমন একটি বাক্য নাই যাহা বুদ্ধস্মৃতির অনুকুল হইতে পারে। সুতরাং এ স্থলে অতিপ্রসঙ্গ দোষের সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ কহেন যে 'মনু যাহা কহিয়াছেন তাহা ঔষধ স্বরূপ, বেদের এই বাক্যটি অর্থবাদ মাত্র; বেদে এমন কিছু কথা নাই যাহা দ্বারা মনু-স্মৃতির প্রামাণ্য স্থাপন করা যাইতে পারে। অতএব শাক্যাদির স্মৃতির ন্যায় মনু-স্মৃতিও অপ্রামাণিক। মনুষ্যের অসত্যবাদিত্ব ও ভ্রান্ত্যাদি দোষ এবং মূল প্রমাণের অনুপলব্ধি এই কএকটি কারণে স্মৃতিকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ভাল, বেদের এই বাক্যকেই লক্ষ্য করিয়া যদি মনু স্মৃতির প্রামাণ্যই স্বীকার কর, তাহা হইলে পরাশর স্মৃতির কি হইবে? বেদ মনুর ন্যায় কোন স্থলে পরাশরের মহিমা কীর্ত্তন করে নাই সুতরাং ইহার প্রামাণ্য রক্ষা করা অতিশয় সুকঠিন হইতেছে"।

"এই রূপ আপত্তি অনায়াসে খণ্ডন করা যাইতে পারে। স্মৃতি প্রমাণিক গ্রন্থ। পুরুষের মিথ্যাবাদ প্রভৃতি যে কএকটি হেতু ইহার অপ্রমাণত্ব সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত কথিত হইয়াছে, তাহা নিরর্থক। কারণ মহর্ষি মনু ও পরাশর ইহাঁরা জন্মাবধি সিদ্ধ ছিলেন; সুতরাং ভ্রান্তি ও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ তাঁহাদিগের পক্ষে যার পর নাই অসম্ভব হইতেছে। ইহাঁরা যে জন্মাবধি সিদ্ধ ছিলেন, মন্ত্র অর্থবাদ ইতিহাস ও পুরাণ প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। উত্তর মীমাংসার দেবতাধিকরণে এই রূপ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে, মন্ত্র যাহা কহিয়াছে, তাহার প্রমাণান্তরের আবশ্যকতা নাই। অর্থবাদ প্রকরণে এই রূপ স্বীকার করা হইয়াছে যে, অর্থবাদ যাহা কহিয়াছে ইহা সম্যক বিশ্বাস্য নহে। কতকগুলি অসম্ভব বিষয় আছে, বলিয়াই ইহা অবিশ্বাস্য হইয়াছে। অতএব অর্থবাদ প্রকরণে "মনু যাহা কহিয়াছেন তাহা ভেষজ স্বরূপ" এই বাক্যের যা কিছু বিপরীত অর্থ আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার সার্থকতা নাই। সুতরাং এস্থলে এই বাক্যের প্রকৃত অর্থের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইতেছে না। শাক্য-স্মৃতির অনুকূলে কোন প্রমাণই নাই, প্রত্যুত অনেক স্থলে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, অর্হত চার্ব্বাক ও বৌদ্ধমত দূষণীয় ও সাধারণের ঘৃণা-জনক। বেদের মধ্যে মনুর বিষয় যেমন উল্লিখিত হইয়াছে পরাশরের বিষয়ও সেই রূপ। বেদের স্থানে স্থানে আছে "পরাশর-পুত্র ব্যাস এই রূপ কহিয়াছেন"। এক্ষণে পরাশরের পুত্র ব্যাস এই রূপ কহিয়াছেন, বলিয়া যদি ব্যাসের গৌরব বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার পিতা পরাশর কত দুর গৌরবের পাত্র বিবেচনা করিয়া দেখ। বাজসনেয়ি সংহিতার বংশব্রাহ্মণ পরিচ্ছেদে কথিত আছে যে, পরাশর পুত্র ও পৌত্র পরম্পরায় বেদ বিস্তার করিয়াছিলেন। অতএব এক্ষণে বিবেচনা করিলে পরাশরকে মনুর তুল্যকক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। মনু ও পরাশরের ন্যায় বশিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি অন্যান্য স্মৃতিকারদিগের নামও শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে। শ্রুতির এক স্থলে এই রূপ লিখিত আছে যে, মহর্ষিগণ ইন্দ্রকে প্রত্যক্ষ করেন

নাই, কেবল বশিষ্ঠ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন[১]। অতএব এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে মহর্ষিগণ শ্রুতি-বাক্য স্মরণ করিয়া যে স্মৃতি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার প্রামাণ্য কিছুতেই খণ্ডন করিতে পারা যায় না।"

সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণ উদীচ্য কর্ম্ম।

শাট্যায়ন হোম।[২]

১। যদি প্রকৃত কর্ম্মে চরু হোম না থাকে তাহা হইলে মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম করিবেক। প্রকৃত কর্ম্ম করিয়া পুনরায় মহাব্যাহৃতি হোম করিবেক। যথা—

প্রজাপতির্ঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ ভূঃ স্বাহা।

ভূ পৃথিবী।

প্রজাপতির্ঋষিঃ উষ্ণিক্‌ছন্দঃ বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ ভুবঃ স্বাহা।

ভুব অন্তরীক্ষ।

প্রজাপতির্ঋষিঃ অনুষ্টুপ্‌ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ স্বঃ স্বাহা।

স্বর্‌ দ্যুলোক।

২। তৎপরে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিৎ অমন্ত্রক আহুতি দিয়া সংকল্প করিবেক, যথা;

ওঁতৎসৎ অদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ, অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা অত্র অমুক কর্ম্মণি যৎকিঞ্চিৎ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শাট্যায়নহোমমহং কুর্ব্বীয়ঃ!

আজি অমুক মাসে অমুক পক্ষে অমুক তিথিতে আমি অমুক গোত্র শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা, এই কর্ম্মে যাহা কিছু ত্রুটি হইয়াছে, সেই দোষ প্রশমনের নিমিত্ত শাট্যায়ন হোম করি।

৩। তৎপরে বিধু নামে অগ্নির নামকরণ, আবাহন ও পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ সমিৎ প্রক্ষেপ ও মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবেক, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিঃ অগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ পাহি ন অগ্ন এনসে স্বাহা।[১]

যজুরিদং হে 'অগ্নে' 'নঃ' অস্মান্‌ 'এনসে' এনসঃ পাপাৎ 'পাহি'।

হে অগ্নি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর।

---

১ ঋষয়ো বা ইন্দ্রং প্রত্যক্ষং না পশ্যৎ তং বশিষ্ঠঃ প্রত্যক্ষমপশ্যৎ।

২ ভবদেব ভট্ট গোভিলকৃত গৃহ্যসূত্র অবলম্বন করিয়া এই পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে প্রায়শ্চিত্তের কোন উল্লেখ নাই। ছন্দোগ পরিশিষ্টে তিন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত-হোমের বিধি দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতেও শাট্যায়ন হোমের বিধি নাই; অতএব ভবদেব ভট্ট কোথা হইতে এই শাট্যায়ন হোমের ব্যবস্থা আনয়ন করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এই হোম একবারে অপ্রমাণ বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। যথা—

"ততশ্চ ভবদেবভট্টোক্ত প্রায়শ্চিত্তাত্মক শাট্যায়নহোমো নিষ্প্রমাণঃ ভট্টনারায়ণৈর্গোভিলভাষ্যে তদপ্রমাণী কৃতত্বাৎ।" সংস্কারতত্ত্ব।

অতএব ভবদেব ভট্টোক্ত প্রায়শ্চিত্তাত্মক শাট্যায়ন হোমের কোন প্রমাণ নাই, ভট্টনারায়ণ গোভিল ভাষ্যে তাহা অপ্রমাণ করিয়াছেন।

ছন্দোগ পরিশিষ্টে যে তিন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত হোম আছে তাহা এই;—

যত্র ব্যাহৃতিভি র্হোমঃ প্রায়শ্চিত্তাত্মকোভবেৎ।
চতস্রস্তত্র বিজ্ঞেয়াঃ স্ত্রীপাণিগ্রহণে যথা॥
অথবাজ্ঞাতমিত্যেষা প্রাজাপত্যাপি বা হুতিঃ।
হোতব্যা ত্রিবিকল্পোহয়ং প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ স্মৃতঃ॥

স্মার্ত্তধৃত।

ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি, বা অজ্ঞাতং যদনাজ্ঞাতং এই ঋক্‌ অথবা "প্রজাপতয়ে স্বাহা" এই বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবেক। প্রায়শ্চিত্ত হোম এই তিন প্রকার।

১ যেখানে ঋষি দেবতা ও বিনিয়োগের উল্লেখ আছে, ছন্দঃ নাই, তাহাই যজুঃ। আর যেখানে ঋষি প্রভৃতির সহিত ছন্দের উল্লেখ আছে, তাহাই ঋক্‌; কতকগুলি ঋক বিশেষ নিয়মানুসারে গীত হওয়াতে সাম হইয়াছে। যজুর্ব্বেদ সংহিতায় যে সকল ছন্দঃ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত।

প্রজাপতিঋর্ষিঃ বিশ্বেদেবা দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ পাহি নো বিশ্ব বেদসে স্বাহা।

'বিশ্ব' হে বিশ্বেদেবাঃ 'বেদসে' বেদসঃ বেদনায়াঃ 'নঃ' 'পাহি'।

হে বিশ্ব-দেব-সকল আমাদিগকে যন্ত্রণা হইতে মুক্ত কর।

প্রজাপতিঋর্ষিঃ বিভাবসুর্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ যজ্ঞং পাহি বিভাবসো স্বাহা।

সুগমং।

হে বিভাবসু অগ্নি! তুমি যজ্ঞকে রক্ষা কর।

প্রজাপতিঋর্ষিঃ শতক্রতুর্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ সর্ব্যং পাহি শতক্রতো স্বাহা।

সর্বোযাগঃ তত্রস্তবং ফলং সর্ব্যং।

হে শতক্রতু ইন্দ্র! যজ্ঞীয় ফল রক্ষা কর।

প্রজাপতিঋর্ষিঃ অনুষ্টুপ ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ পাহি ন অগ্ন একয়া পাহ্যুত দ্বিতীয়যা পাহি গীর্ভিস্তিসৃভিঃ পাহি চতসৃভির্বসো স্বাহা।[১]

হে 'অগ্নে' 'হে 'বসো' হে 'উর্জ্জাং পতে' বলবতাং শ্রেষ্ঠ 'নঃ' অস্মান্ 'একয়া' 'গিরা' আশীর্ব্বাদরূপয়া 'পাহি' 'উত' 'দ্বিতীয়য়া' গিরা তথা 'তিসৃভিঃ' 'গীর্ভিঃ' তথা 'চতসৃভিঃ'।

হে অগ্নি! হে বসু! হে বলাধিপতি! তুমি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ আশীর্ব্বাদরূপ বাক্য দ্বারা (মাধবাচার্য্য কহেন ঋক্ দ্বারা) আমাদিগকে রক্ষা কর।

প্রজাপতিঋর্ষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব পুনরগ্ন ইষায়ুষা পুনর্নঃ পাহ্যংহসঃ স্বাহা।

হে 'অগ্নে' 'ঊর্জ্জা' বলেন সহ 'পুনঃ' 'নিবর্ত্তস্ব' বলং দাতুং নিবর্ত্তস্ব। 'পুনঃ' 'ইষায়ুষা' ইচ্ছতীতি ইষঃ তদ্য আয়ুঃ তেন নিবর্ত্তস্ব মহ্যং ইচ্ছবে আয়ুর্দ্দাতুং নিবর্ত্তস্ব। 'পুনঃ' 'নঃ' 'অংহসঃ' পাপাৎ 'পাহি'।

হে অগ্নি পুনর্ব্বার বল লইয়া আগমন কর; অভিলষিত আয়ু লইয়া আগমন কর এবং আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর।

প্রজাপতিঋর্ষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ সহর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব অগ্নে পিনুষ ধারয়া বিশ্বপ্স্ন্যা বিশ্বতঃপরি স্বাহা।

হে 'অগ্নে' 'বিশ্বতঃপরি' বিশ্বং পরিত্যজ্য 'ঋজা' ঋজুত্বেন 'সহ' 'নিবর্ত্তস্ব' মহ্যং ঋজুত্বং দাতুং নিবর্ত্তস্ব। 'বিশ্বপ্স্ন্যা' বিশ্বং প্স'তি ভক্ষযতি বিশ্বপ্সা অগ্নিঃ তৎসম্বন্ধিন্যা 'ধারয়া' ঘৃতধারয়া 'পিনুষ' প্রীণাহি অর্থাদাত্মানং।

হে অগ্নি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আমাকে সরলতা দিবার নিমিত্ত আগমন কর এবং আপনাতে আহুত ঘৃতধারা দ্বারা পরিতৃপ্ত হও।

প্রজাপতিঋর্ষিঃ অনুষ্টুপ ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ আজ্ঞাতং যদনাজ্ঞাতং যজ্ঞস্য ক্রিয়তে মিথঃ অগ্নে তদস্য কল্পয় ত্বং হি বেত্থ যথাযথং স্বাহা।

ক্রত্যা যত্র যন্নিযুক্তং তৎ আজ্ঞাতং অন্যৎ অনাজ্ঞাতং অস্য 'যজ্ঞস্য' 'যৎ' 'আজ্ঞাতং' যচ্চ 'অনাজ্ঞাতং' 'মিথঃ' অন্যোন্যং অত্র নিযুক্তং অন্যত্র, অন্যত্র নিযুক্তং অত্র 'ক্রিয়তে' 'তৎ' হে 'অগ্নে 'অস্য' যজ্ঞস্য 'কল্পয়' সমন্বয় যথাযোগং প্রাপয় 'হি' যস্মাৎ 'ত্বং' 'যথাযথং' যথার্থং 'বেত্থ' জানাসি।

হে অগ্নি! যে স্থলে যাহা করিতে হয়, যদি তাহার অন্যথা হইয়া থাকে, তুমি তাহার সমন্বয় কর; যে হেতু তুমি যথার্থ জানিতেছ।

প্রজাপতিঋর্ষিঃ পংক্তিচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিযোগঃ।

প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরিতা বভুব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নোহস্তু বয়ং স্যামঃ পতয়োরয়ীনাং স্বাহা॥

১ এই ঋকটী ঋগ্বেদসংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্তম অনুবাকের প্রথম সূক্তে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা ঐ সূক্তের নবমী ঋক্, প্রগাথ-পুত্র ভর্গ ইহার ঋষি ও ইহার ছন্দের নাম অযুক্ বৃহতী। কিন্তু এস্থলে ভর্গ ঋষির নাম নাই বোধ হয়, সকল নামের পরিবর্ত্তে প্রজাপতি নাম ব্যবহৃত হইতে পারে। এখানে ছন্দের নামও পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এই ঋকটী আবার সামবেদের পূর্ব্বার্চ্চিকের প্রথম প্রপাঠকে ও যজুর্ব্বেদে বাজসনেয়ি সংহিতাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

হে 'প্রজাপতে' জগৎপ্রভো 'এতানি' 'বিশ্বা' বিশ্বানি 'জাতানি' 'ত্বৎ' 'অন্যঃ' 'ন' 'পরিতা' পরিপালয়িতা 'বভূব' অতঃ 'যৎকামাঃ' 'তে' ত্বদর্থং 'জুহুমঃ' 'তৎ' 'নঃ' অস্মাকং 'অস্তু' 'বয়ং' রয়ীনাং ধনানাং 'পতয়ঃ' 'স্যামঃ' ভবেমঃ।

হে প্রজাপতি! তোমা ভিন্ন এই সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক আর কেহই নাই; আমরা যাহা কামনা করিয়া তোমার হোম করিলাম, তাহা সফল হউক; আমরা যেন ধনসমূহের অধিপতি হই।

১। তৎ পরেপূর্ব্ববৎ মহাব্যাহৃতি হোম ও সমিৎ প্রক্ষেপ করিবেক।

নবগ্রহ হোম। ১

তৎপরে নিম্নোক্ত নয়টি ঋক্ দ্বারা ক্রমান্বয়ে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতুর হোম করিবেক।

১ গোভিলসূত্রে নবগ্রহের হোম নাই। তাহতে সমিৎ প্রক্ষেপ, উদকাঞ্জলিসেক ও যজ্ঞ বাস্তু করণ এই তিনটি প্রক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"সমিধমাধায়ানুপর্য্যুক্ষ্য যজ্ঞবাস্তু করোতি" ইত্যাদি।

স্মার্ত্তধৃত।

সমিৎ প্রক্ষেপ ও উদকাঞ্জলি সেক করিয়া যজ্ঞবাস্তু করিবেক।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যও গ্রহ-যজ্ঞ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "অত্র শূদ্রস্যাপ্যধিকারঃ স্মার্ত্তং শূদ্রঃ সমাচরেদিতি বচনাৎ।"

গ্রহ যজ্ঞে শূদ্রেরও অধিকার আছে, কেন না শূদ্র স্মৃতি-বিহিত কর্ম্ম করিবেক এই রূপ বচন আছে। এবং,

"অস্য স্মার্ত্তত্বেন প্রতিনিধিনাপ্যারম্ভঃ কর্ত্তব্যঃ।

ইহা স্মার্ত্ত কর্ম্ম (শ্রৌত কর্ম্ম নহে) এই জন্য প্রতিনিধি দ্বারাও করিবেক।

ঋষি প্রভৃতি অবগত হইয়া বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হয়; কিন্তু ভবদেব ভট্ট অন্যান্য মন্ত্রের ন্যায় গ্রহ মন্ত্রে তাহার উল্লেখ করেন নাই।

অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে, গ্রহ যজ্ঞ বৈদিক ক্রিয়া নহে; ইহা স্মার্ত্ত-কর্ম্ম।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতে এই প্রকার গ্রহ যজ্ঞের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা

শ্রীকামঃ শান্তিকামোবা গ্রহযজ্ঞং সমাচরেৎ।

বৃষ্ট্যায়ুঃ পুষ্টিকামোবা তথৈবাভিচরন্নরীন্॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১ম অধ্যায়।

শ্রী, শান্তি, বৃষ্টি, আয়ু, পুষ্টি ও শত্রুগণের মারণ এই সকলের কামনায় গ্রহ যজ্ঞ করিবেক।

কিন্তু সোম, বুধ, শুক্র শনি এই চারিটি গ্রহের উদ্দেশে ভবদেব এক প্রকার ও যাজ্ঞবল্ক্য অন্য প্রকার মন্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন: যাজ্ঞবল্ক্য—

আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যযেন রথেনা দেবোযাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা।[২]

'সবিতা' আদিত্যঃ 'আ' 'যাতি' আগচ্ছতি 'দেবঃ' দেবনাদিগুণযুক্তঃ কেন 'রথেন' কিম্ভূতেন 'হিরণ্যযেন' কিং কুর্ব্বন্ আযাতি 'ভুবনানি পশ্যন্' ভুবনবর্ত্তিনোমনুষ্যান্ প্রকাশাপ্রকাশপাপকর্ত্তৄন্ সাক্ষিবন্নিরীক্ষমাণঃ তথা 'নিবেশয়ন্' স্বেষু স্বেষু ব্যাপারেষু সমাবেশয়ন্ কং 'অমৃতং' 'মর্ত্ত্যং চ'দেবান্ মনুষ্যাংশ্চ সূর্য্যোদয়ে মনুষ্যাঃ স্বেষু কর্ম্মসু বর্ত্তমানা দেবান্ প্রীণয়ন্তি প্রীতাশ্চ দেবা বৃষ্ট্যাদিনা মনুষ্যান্ আপ্যায়ন্তে তেন দেবমনুষ্যাণাং পরস্পরোপস্থেযঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ সবিতা 'কৃষ্ণেন' 'রজসা' রাত্রিকালেন সহ 'আ' বর্ত্তমানঃ' প্রাপ্তেন রাত্রিকালস্য রাগজনকত্বাৎ রজস্ত্বং পুণ্যকর্ম্মণামবরোধাচ্চ কৃষ্ণত্বং। অযমর্থঃ যঃ সবিতা দেবমনুষ্যব্যাপারস্যাবস্থাপকোযশ্চ কর্ম্মভূমিবর্ত্তিনাং পাপপুণ্যসাক্ষী প্রত্যহং আযাতি তস্মৈ বয়মর্চ্চাংকুর্ম্মঃ।

আদিত্য দেব সুবর্ণময় রথে রাত্রি-কালের সহিত আবর্ত্তন, দেব ও মানবগণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজন এবং ভুবন সকল সন্দর্শন করিতে করিতে আগমন করেন।

আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ট্যং ভবা বাজস্য সঙ্গথে স্বাহা।[৩]

হে 'সোম' 'বৃষ্ট্যং' বৃষ্টিভবং জলং 'তে' তব 'সমেতু' সঙ্গচ্ছতাং তৎ সান্নিধ্যং যস্তে অতস্ত্বং 'বিশ্বতঃ' বিশ্বং 'আপ্যায়স্ব' অতএব 'বাজস্য' অন্নস্য 'সংগথে' সংগমে 'ভবা' ভব বৃষ্টেরন্নমিতি স্মৃতেঃ চন্দ্রস্তুতিরেষা।

আকৃষ্ণেন, ইমং দেবা, অগ্নিমূর্দ্ধাদিবঃ ককুৎ।

উদ্বুধ্যস্বেতি চ ঋচো যথাসংখ্যং প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

বৃহস্পতে অতিযদর্য্য, স্তথৈবান্নাৎ পরিস্রুতঃ।

শন্নোদেবী, তথা কাণ্ডাৎ, কেতুং কৃণ্বন্নিতি ক্রমাৎ।

গ্রহগণের মন্ত্র যথাক্রমে—আকৃষ্ণেন, ইমং দেবাঃ, অগ্নিমূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ, উদ্বুধ্যস্ব, বৃহস্পতে অতিযদর্য্য, অন্নাৎ পরিস্রুতঃ, শন্নোদেবী, ও কেতুং কৃণ্বন্।

২ এইটি ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডল, সপ্তম অনুবাক ও পঞ্চম সূক্তের দ্বিতীয় ঋক্। ইহার ঋষির নাম হিরণ্যস্তূপ ও ছন্দের নাম ত্রিষ্টুপ্। মাধবীয় টীকা অনুসারে ইহার এই রূপ অর্থ হইয়া থাকে,—সূর্য্যদেব আকাশ পথ দিয়া আবর্ত্তন,দেব ও মনুষ্যকে অথবা আমাদের আত্মা ও শরীরকে স্বস্ব কার্য্যে নিয়োগ এবং ভুবন সকল প্রকাশ করত আমাদের নিকট আসিতেছেন।

৩ এই ঋক্‌টি ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল, চতুর্দ্দশ অনুবাক ও সপ্তম সূক্তের ষোড়শী ঋক্। গৌতম ইহার ঋষি ও গায়ত্রী ছন্দ। মাধবীয় অর্থ—

হে সোম! তুমি বর্দ্ধিত হও; তোমার সামর্থ্য তোমাতে সম্যক্ মিলিত হউক; তুমি আমাদিগকে অন্নদান কর।

হে চন্দ্র ! বৃষ্টিজল তোমার সন্নিহিত হউক, তুমি বিশ্বকে আপ্যায়িত কর এবং আমাদিগকে অন্ন দান কর।

অগ্নির্ম্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ পতিঃ পৃথিব্যা অযমপাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা। [৪]

'অয়ং'ভৌমঃ (মঙ্গলঃ)'অগ্নির্মূর্দ্ধা'অত্যন্ততেজোরূপতয়া নিতান্তলোহিতত্বাৎ অগ্নেঃ প্রধানভূত ইব তথা 'দিবঃ' আকাশস্য 'ককুৎ' চিহ্নং ভূষণমিত্যর্থঃ তথা বৃষ্টিকর্তৃত্বাৎ 'অপাং' জলানাং 'পতিঃ' অতএব পৃথিব্যাঃ 'রেতাংসি' বীজানি জিন্বতি প্রীণাতি সফলীকরোতীত্যর্থঃ। অগ্নিরিতি সুপাংসুলুগিত্যাদিনা ঙসঃ সুঃ (ষষ্ঠ্যাঃ প্রথমা)।

এই মঙ্গল গ্রহ অগ্নির মস্তকস্বরূপ, আকাশের ভূষণস্বরূপ ও জলের অধিপতি; ইনি পৃথিবীর বীজ সকল ফলযুক্ত করেন।

অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধোঽমর্ত্ত্য আদাশুষে জাতবেদো বহ ত্বমদ্যা দেবাঁ উষর্বুধঃ স্বাহা। [৫]

হে 'অগ্নে' 'জাতবেদঃ' আর্ত্তজ্যোতাগ্নিসম্বোধনং 'ত্বং' 'উষর্বুধঃ' 'অসি' উষসি বুধ্যসে প্রাতরাহুতিগ্রহণায় জাগর্ষি অতএব ত্বং বুধরূপোসি সোঽপ্যুষসি বুধ্যতে আদিত্যানুগতত্বাত্তস্য এতেন বুধরূপিত্বং বক্ষ্যমাণদর্শিতং এবঞ্চ 'দেবান্' কর্ম্ম প্রধানভূতান্ 'অদ্যা অদ্যান্ প্রাতরাহুতৌ প্রযুজ্যমানান্ ভক্ষ্যগণান্ 'আবহ' প্রাপয় কিঞ্চ-তত্র 'রাধঃ' আরাধনীয়ঃ 'অমর্ত্ত্যঃ' দেবরূপঃ কথমাবহ 'বিবস্বৎ' বিবস্বতে সূর্য্যার্থং অগ্নৌ প্রাতরাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে ইতি স্মরণাৎ বহ্নিনা সূর্য্যার্থমাহুতিমূঢ়াং দেবা অদন্তি। কিন্তু তায় বিবস্বতে 'উষসঃ' উষসি 'চিত্রং' রূপং 'আদাশুষে' উপাস্যতে অদ্য, ইতি কুত্যমুটৌবহুল-মিতি শসোলুক্ (দ্বিতীয়ায়াঃ প্রথমা) বুধস্বরূপিত্বমস্যেঃ প্রকটয়ন্তী বুধার্চ্চনায়োপযুজ্যতে ঋগিয়ং।

হে অগ্নি ! হে জাতবেদ ! তুমি উষাকালে জাগরিত হইয়া থাক; (অতএব তুমি বুধরূপী, কেন না বুধও উষাকালে প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন) তুমি আরাধনীয় ও অমর্ত্ত্য। যে দিবাকর প্রভাতে আশ্চর্য্য রূপ ধারণ করেন, তাঁহার নিমিত্ত তোমাতে যে সকল ভোজ্য বস্তু প্রদত্ত হয়, তাহা লইয়া দেবগণকে প্রদান কর।

EXTRACT

(From the Preface of Vivada Chintamani.)

Rajah Rammohun Roy, whose information, talents, and judgement have secured the highest veneration for his name, and whose memory must for ever be connected with the progress of improvement of India, has thus described the causes of this remarkable revolution. At an early stage of civilization, after the distinction of *casts* had been introduced among the inhabitants of Hindoostan, the second class (the Kshatryas) were appointed to govern and defend the country. But, in consequence of the adoption of arbitrary measures, addiction to despotic practices, and abuse of primitive law, the other classes revolted against the tyrrany, and, under the command of the celebrated Parasurama, the son of Jamadagni, and the grandson of Bhrigu, the promulgator of the Institutes of Menu, defeated the royalists in several battles, and put to death with signal cruelty almost all the males of the tribe. It was then resolved that the legislative authority should in future be confined to the first class, (the Brahmans) who were, under no pretence,

৪ এইটি অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ অনুবাকের দ্বিতীয় সূক্তের ষোড়শী ঋক্। আঙ্গিরস বিরূপ ঋষি গায়ত্রীছন্দ ও অগ্নি দেবতা। মঙ্গল ইহার দেবতা নহে। এই আগ্নেয় মন্ত্রটি মঙ্গল গ্রহের প্রতি কষ্ট-কল্পনা করিয়া নিয়োজিত হইয়াছে। মাধবাচার্য্য ইহার এই রূপ অর্থ করিয়াছেন—"মূর্দ্ধা দেবানাং শ্রেষ্ঠঃ দিবো দ্যুলোকস্য ককুদুচ্ছ্রিতঃ পৃথিব্যাশ্চ পতিরয়মগ্নিরপাং রেতাংসি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি ভূতানি জিন্বতি প্রীণয়তি।

দেবশ্রেষ্ঠ দ্যুলোকের ককুৎ পৃথিবীর অধিপতি এই অগ্নি চরাচরকে আপ্যায়িত করিতেছেন।

৫ এইটি ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলে নবম অনুবাকে প্রথম সূক্তের প্রথমেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ইহার ঋষি, অযুক্ বৃহতী ছন্দঃ এবং অগ্নি ইহার দেবতা। মাধবাচার্য্য অনুক্রমণীর প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া অশ্বিনীকুমার ও উষাকেও ইহার দেবতা বলিয়া গিয়াছেন কিন্তু বুধ গ্রহের কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতেও এ মন্ত্র পরিগৃহীত হয় নাই। শূলপাণি অতি কষ্টে ইহাকে বুধের মন্ত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য ইহার এই রূপ অর্থ করেন—

হে 'অগ্নে' 'উষসঃ' উষোদেবতায়াঃ সকাশাৎ 'রাধঃ' ধনং 'দাশুষে' হবির্দত্তবতে যজমানায় 'আবহ' আনীয় প্রাপয়। সোঽগ্নির্বিশেষ্যতে 'অমর্ত্ত্য' মরণ রহিত 'জাতবেদঃ' জাতানাং বেদিতঃ। কীদৃশং রাধঃ 'বিবস্বৎ' বিশিষ্টনিবাসোপেতং 'চিত্রং' নানাবিধং কিঞ্চ 'অদ্য' অস্মিন্দিনে 'উষর্বুধঃ' উষঃ কালে প্রবুদ্ধান্ দেবান্ আবহ।

হে মরণ-রহিত জাতবেদা অগ্নি উৎকৃষ্ট-নিবাস-সম্বলিত বিচিত্র ধন সকল উষা দেবতার নিকট হইতে হব্যদাতা যজমানকে প্রদান কর এবং যে সকল দেবতা উষা কালে জাগরিত হন অদ্য তাঁহাদিগকে আবাহন কর।

to take any share of the Government of the State or the management of the revenues, while the second tribe (the Rajpoots) should exercise the executive authority. Under this system, India enjoyed peace, harmony, and good order, for many centuries. The sages of the sacred tribe, having no expectation or desire of holding public offices or possessing any political power, devoted themselves to literary and scientific pursuits, practised religious austerites, and lived in honorable poverty, safe from the agitations produced by the desire of riches and the intrigues and contests for power and ascendency. Freely associating with all the other tribes, they were able to understand the feelings and sentiments of the community, and to appreciate the justice of their complaints, and thereby to establish such laws as were required, and correct, as their labors proceeded the abuses that had been created by the second tribe.

In token of the obligations generally felt to Parasurama, as the public benefactor and redeemer from political bondage, in having produced this auspicious change in the administration of the country, as well as of their veneration and regard for his character, the people nominated his grandfather, the sage Bhrigu, president of the supreme legislative assembly; and according to that example, presidents were likewise appointed to all the other legislative assemblies, as they became established in the various parts of the land. We find it stated, accordingly, in Menu's Institutes, Chap. I. verse 60. "Bhrigu, great and wise, having thus been appointed by Menu to promulgate his laws, addressed all the Rishis (sages) with an affectionate mind saying, Hear!" The same practice is alluded to in the following passage: "Yagnyavalkya, grandson of Visvamitra (the sage), is described in the introduction of his own Institutes, as delivering his precepts to an audience of ancient philosophers, assembled in the province (legislative council) of Mithila. These Institutes have been arranged in three chapters, containing a thousand and twenty three couplets. An excellent commentary, entitled Mitakshara, was composed by Vignyanesvara, a hermit, who cites other legislators in the progress of his work, and expounds their texts, as well as those of his author, thus composing a treatise which may supply the place of a regular digest.

It is desirable to discover approximately the epoch of this great political revolution. But in making the attempt we must divest our minds of the fables and allegories of mythological writers. We are happy to find that some vestiges have been left for our guidance. It has been observed that this revolution took place under the direction of Parasurama. Having effected the radical change in the constitution of the country, by which the legislative power was separated from the executive authority, that celebrated personage retired at an advanced age for devotion to a mountain called Mahendra, according to Sanscrit writers, in the vicinity of Cape Kumarika (Comorin,) where he established an era of his own to perpetuate, it is probable, the memory of the events of his life. As stated by Mr. James Prinsep, that era is yet used in that part of the Peninsula of India, known among the natives under the name of Malayala, extending from Mangalore, through the provinces of Malabar, Cotiote, and Travancore to Cape Comorin. The era derived its name from him, and commences from 1176 B. C. and is reckoned in cycles of one thousand years. The year is a solar or rather sidereal, and commences when the sun enters the sign Kanya (Virgo,) answering to the solar month Asvina. There is also evidence that Bhrigu who promulgated the laws of Menu, flourished about 1176 B. C.

PROSSONNO COOMAR TAGORE.

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র উভয়েই কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং এই ১৭৮৯ শকের জন্য শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্রের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ দত্ত কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৮৯ শকের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের

আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		৪২৫৸৶০
পুস্তকালয়		১১৫ ⁄০
যন্ত্রালয়		১৭০
ডাক মাসুল		৫২৸৶০
দ্রব্য বিক্রয়	১০	৩৸৶১০
গচ্ছিত		১০৯।৶১০
		৮৭৬৸⁄০

ব্যয়

মাসিক বেতন	১৪৪
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২০৪৸৶১৫
পুস্তকালয়	১২৫৸০
যন্ত্রালয়	১৮৩।০
ডাক মাসুল	৪১ (১০
অনিরূপিত	৩০৸৶০
আলোকের ব্যয়	৩১৶৫
কাগজ পত্রাদি	৪৸০
গচ্ছিত	৪৩৵১০
	৮০৮।⁄০

আয়	৮৭৬৸⁄০
পূর্ব্বকার স্থিত	১১২৸⁄৫
	৯৮৯।৵৫
ব্যয়	৮০৮।⁄০
স্থিত	১৮১⁄৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

১৭৮৯ শকের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের

দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মুখোপাধ্যায় ..	৬।০
" কাশীশ্বর মিত্র	৫
" কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী	৪৶০
" মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১
" দয়ালচন্দ্র শিরোমণি	২
" হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ..	২
" হরিমোহন নন্দী	১২
" হরিমোহন চক্রবর্ত্তি	৪
	৩৬।৶০

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র বসু ..	৩৪৸০
" হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪
" অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ..	২
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১
" দীননাথ দত্ত	১
	৪২৸০

দান প্রাপ্ত।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
দানাধারে প্রাপ্ত	৸⁄৫
	৮৯৸৫

ব্যয়

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য দান

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর চৈত্র ও বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের বেতন ৩০

মাসিক দান।

মৃত প্রতাপচন্দ্র রায়ের বনিতার বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের বৃত্তি দান ... ১০

৪০

আয়	৮৯৸৫
পূর্ব্বকার স্থিত	১৭৯।৶০
	২৬৯৶৫
ব্যয়	৪০
স্থিত	২২৯৶৫।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩ ভাদ্র রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭ সাত ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৪। কলিগতাব্দ ৪৯৬৮। ২৫ শ্রাবণ শুক্র বার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম কল্প
প্রথম ভাগ।
ভাদ্র ১৭৮৯ শক।

২৮৯ সংখ্যা

৩৮ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথম মণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে

পঞ্চমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ বিশ্বেদেবা দেবতা

বিরাট্‌স্থানাচ্ছন্দঃ।

১০৩৪

৬। স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।

৬। 'বৃদ্ধশ্রবাঃ' বৃদ্ধং প্রভূতং 'শ্রবণং' স্তোত্রং হবির্লক্ষণ-মন্নং বা যস্য তাদৃশঃ 'ইন্দ্রঃ' 'নঃ' অস্মাকং। স্বস্তীত্যবিনাশ-নাম। 'স্বস্তি' অবিনাশং 'দধাতু' বিদধাতু করোতু। 'বিশ্ব-বেদাঃ' বিশ্বানি বেত্তীতি বিশ্ববেদাঃ। যদ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি বেদাংসি জ্ঞানানি ধনানি বা যস্য তাদৃশঃ 'পূষা' পোষকঃ দেবঃ 'নঃ' অস্মাকং 'স্বস্তি' বিদধাতু। 'অরিষ্টনেমিঃ' নেমিরিত্যায়ুধনাম। অরিষ্টঃ অহিংসিতঃ নেমির্যস্য। যদ্বা রথচক্রস্য ধারা নেমিঃ যৎসম্বন্ধিনো রথস্য নেমির্ন হিং-স্যতে সোঽরিষ্টনেমিঃ এবম্ভূতঃ 'তার্ক্ষ্যঃ' তৃক্ষস্য পুত্রো গরুত্মান্ 'নঃ' অস্মাকং 'স্বস্তি' অবিনাশং বিদধাতু। তথা 'বৃহস্পতিঃ' বৃহতাং দেবানাং পতিঃ পালয়িতা 'নঃ' অস্মা-কং 'স্বস্তি' অবিনাশং বিদধাতু।

৬। প্রভূত স্তোত্র সম্পন্ন ইন্দ্র, সর্ব্বজ্ঞ পূষা অহিংস্রক-রথ-চক্রযুক্ত গরুড় এবং বৃহস্পতি আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন।

জগতীচ্ছন্দঃ।

১০৩৫

৭। পৃষদশ্বা মরুতঃ পৃশ্নিমাতরঃ শুভংযাবানো বিদথেষু জগ্ময়ঃ। অগ্নিজিহ্বা মনবঃ সূরচক্ষসো বিশ্বে নো দেবা অবসাগমন্নিহ।

৭। 'পৃষদশ্বাঃ' পৃষদ্ভিঃ শ্বেতবিন্দুভিঃ যুক্তাঃ অশ্বাঃ যেষাং তে তথোক্তাঃ 'পৃশ্নিমাতরঃ' পৃশ্নিঃ নানাবর্ণা গৌঃ মাতা যেষাং। 'শুভং যাবানঃ' শুভং শোভনং যান্তি গচ্ছন্তীতি শুভং যাবানঃ শোভন গতয়ঃ ইত্যর্থঃ। 'বিদ-থেষু' যজ্ঞেষু 'জগ্ময়ঃ' গন্তারঃ। 'অগ্নিজিহ্বাঃ' অগ্নেঃ-জিহ্বায়াং বর্ত্তমানাঃ। সর্ব্বে হি দেবা হবিঃ স্বীকরণায়াগ্নে জিহ্বায়াং বর্ত্তন্তে। 'মনবঃ' সর্ব্বস্য মন্তারঃ। 'সূরচক্ষসঃ' সূর্য্য প্রকাশ ইব চক্ষঃ প্রকাশো যেষাং তে এবম্ভূতাঃ 'মরু-তঃ' মরুৎ সজ্ঞকাঃ 'বিশ্বে' 'দেবাঃ' সর্ব্বে দেবাঃ 'নঃ' অস্মান্ 'ইহ' অস্মিন কালে 'অবসা' রক্ষণেন সহ 'অগমন্' আগ-চ্ছন্তু।

৭। যাঁহারদিগের অশ্ব শ্বেত-বিন্দু-বিশিষ্ট, নানা বর্ণ ধেনু যাঁহারদিগের মাতা, যাঁহারা অগ্নির জিহ্বায় বর্ত্তমান থাকেন, সেই সমস্ত

শোভনগামী যজ্ঞস্থল স্থায়ী সকলের মস্তা সূর্য্য প্রকাশের ন্যায় প্রকাশশীল মরুৎ নামক বিশ্বদেবগণ এই সময়ে আমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আগমন করুন।

ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ।

১০৩৬

৮। ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।

৮। হে 'দেবাঃ' দানগুণযুক্তাঃ সর্ব্বে দেবাঃ 'কর্ণেভিঃ' অস্মদীয়ৈঃ শ্রোত্রৈঃ 'ভদ্রং' ভজনীয়ং কল্যাণং বচনং শৃণুয়াম। যুষ্মৎ প্রসাদাৎ শ্রোতুং সমর্থাঃ স্যাম। অস্মাকং 'বাধির্য্যং' কদাচিদপি মা ভূৎ। 'স্থিরৈঃ' দৃঢ়ৈঃ 'অঙ্গৈঃ' হস্তপদাদিভিঃ অবয়বৈঃ 'তনূভিঃ' 'শরীরৈশ্চ যুক্তাঃ বয়ং 'তুষ্টুবাংসঃ' যুষ্মান্‌ স্তুবন্তঃ 'যৎ' 'আয়ুঃ' ষোড়শাধিক শত প্রমাণং বিংশত্যধিক শত প্রমাণং বা 'দেবহিতং' দেবেন প্রজাপতিনা স্থাপিতং তৎ 'ব্যশেম' প্রাপ্নুয়াম।

৮। হে দেবগণ! আমরা কর্ণ দ্বারা কল্যাণজনক বাক্য যেন শ্রবণ করি। আমাদিগের বধিরতা যেন কদাচই উপস্থিত না হয়। হে যষ্টব্য দেবগণ! আমাদিগের দৃষ্টি-প্রতিঘাত না হউক। আমরা দৃঢ়-হস্তপদাদি অঙ্গ ও শরীর যুক্ত হইয়া তোমাদিগের স্তুতিবাদ করত প্রজাপতি-স্থাপিত পুরুষায়ু যেন প্রাপ্ত হই।

১০৩৭

৯। শতমিন্নু শরদো অন্তি দেবা যত্রা নশ্চক্রা জরসং তনূনাং। পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি মা নো মধ্যা রীরিষতায়ুর্গন্তোঃ।

৯। হে 'দেবাঃ' 'অন্তি' অন্তিকে মনুষ্যানাং সমীপে 'আয়ুষ্ট্বেন' ভবদ্ভিঃ কল্পিতাঃ 'শরদঃ' সংবৎসরাঃ 'শতমিন্নু' শতং খলু। যস্মাৎ সৃষ্টিকালে মনুষ্যাণাং শতং সম্বৎসরাঃ আয়ুরিতি যুষ্মাভিঃ পরিকল্পিতং তস্মাৎ 'নঃ' অস্মাকং 'আয়ুর্গন্তোঃ' গচ্ছতঃ আয়ুষঃ সমাপ্তেঃ পূর্ব্বং 'মধ্যা' মধ্যে 'মা' 'রীরিষত' মা হিংসিষ্ট। কীদৃশানাং 'নঃ' অস্মাকং 'তনূনাং' শরীরাণাং 'জরসং' জরাং 'যত্র' যস্যামবস্থায়াং 'চক্র' কৃতবন্তঃ যূয়ং। যত্র চ 'পুত্রাসঃ' পুত্রাঃ 'পিতরঃ' অস্মাকং রক্ষিতারঃ ভবন্তি। ঈদৃক দশাপন্নান্‌।

৯। হে দেবগণ! তোমরা সৃষ্টিকালে আমাদিগের শত বৎসর আয়ুর সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াদিয়াছ। অতএব যে অবস্থা আমাদিগের শরীরকে জীর্ণ করে এবং যে অবস্থায় পুত্রেরা আমাদিগের পিতৃ স্বরূপ হয়, তাহা অতীত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে বিনাশ করিও না।

১০৩৮

১০। অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ। বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বং। ১। ৬। ১৬।

১০। 'অদিতিঃ' অদীনা অখণ্ডনীয়া বা পৃথিবী দেবমাতা বা সৈব 'দ্যৌঃ' দ্যোতনশীলো নাকঃ। ততশ্চ সৈব 'অন্তরিক্ষং' অন্তরা দ্যাবা পৃথিব্যোর্ম্মধ্যে ঈক্ষমাণং ব্যোম। সৈব 'মাতা' নির্ম্মাত্রী জগতো জননী 'সঃ' এব 'পিতা' উৎপাদকঃ ততশ্চ 'সঃ' পুত্রঃ। মাতা পিত্রোর্জ্জাতঃ পুত্রোঽপি সৈব। 'বিশ্বেদেবাঃ' সর্ব্বেপি দেবাঃ 'অদিতিঃ' সএব। 'পঞ্চ' 'জনাঃ' নিষাদ পঞ্চমাঃ চত্বারো বর্ণাঃ। যদ্বা গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসি। তদুক্তং যাস্কেন গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসীত্যেকে চত্বারো বর্ণা নিষাদঃ পঞ্চম ইত্যৌপমন্যবঃ। ব্রাহ্মণেপ্যেবমাম্নাতং। সর্ব্বেষাং বা এতৎ পঞ্চজনানামুক্‌থং দেব মনুষ্যানাং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং সর্পাণাং চ পিতৃণাঞ্চেতি। তত্র গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং ঐক্যাৎ পঞ্চজনত্বং। এবম্বিধাঃ পঞ্চজনা অপ্যদিতিরেব। জাতং' জননং প্রজানামুৎপত্তিঃ সাপ্যদিতিরেব। 'জনিত্বং' জন্মাধিকরণং তদপ্যদিতিরেব। এবং সকল জগদাত্মনা অদিতিঃ স্তূয়তে। ১। ৬। ১৬।

১০। দেবমাতা অদিতি স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ স্বরূপ। তিনি মাতা পিতা পুত্র ও সমস্ত দেবতা। তিনি নিষাদ পঞ্চম বর্ণ চতুষ্টয়। তিনি প্রজাগণের উৎপত্তি ও জন্মের অধিকরণ। ১। ৬। ১৬।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

৬ জ্যৈষ্ঠ রবিবার ১৭৮১ শক।

এই জগন্মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে স্বীয় শরীর-মন্দিরে আনয়ন কর, এই প্রসারিত নভোমণ্ডলের পরম দেবতাকে হৃদয়াকাশে স্থাপন কর, সকলের রাজাধিরাজ ত্রিভুবন-পালককে আত্মার পরিপালক কর, সকলের প্রভুকে আত্মাতে স্থান দেও। ঈশ্বরকে মন-আসনে রাখিয়া তাঁহার উপাসনাতে কায়-মনো-বাক্যে নিযুক্ত থাক। আমরা যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম—ব্রাহ্মধর্ম্মের দেবতা ব্রহ্ম। আমারদের ব্রহ্মই যেন লক্ষ্য হয়, আর কিছুতেই যেন মন আকর্ষিত না হয়। আমরা ব্রহ্মকে আরাধনা করিবার নিমিত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমারদের অন্তশ্চক্ষু যেন সেই পরম লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট না হয়। সেই মহান্ অনাদ্যনন্ত, যাঁর উপর আর কেহই নাই, তাঁর উপর আমাদের অন্তশ্চক্ষু যেন স্থির থাকে; কেহ যেন সেই অন্তশ্চক্ষুকে পরিমিত বস্তুর প্রতি আকর্ষণ করিয়া আনিতে না পারে। আমরা কত দিন পরে পরিমিত দেবতার আরাধনা পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত দেবের শরণাপন্ন হইয়াছি, আবার যেন কেহ আমারদিগকে অধোগতিতে লইয়া না যায়। আমরা যেন আর তাঁহা হইতে বিযুক্ত না হই—যে কোন জ্ঞান উপার্জ্জন করি, যে কোন কর্ম্ম করি; যেন ব্রহ্মই লক্ষ্য থাকেন। ব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিবার জন্য অনুরাগ চাই—অনুরাগের বলে আত্মা তাঁর প্রতি স্থির থাকে। সুদুর্লভ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কত কাল পরে আমারদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছেন, এখন অনুরাগের সহিত যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইবে। এই ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিতে হয়, ইন্দ্রিয়দিগকে শাসনে রাখিতে হয়, কুপ্র-বৃত্তি-সকলকে পরাস্ত করিতে হয়, হৃদয়কে পবিত্র করিতে হয়, অন্তশ্চক্ষুকে ব্রহ্মের প্রতি স্থির রাখিতে হয়। যদি এই ব্রাহ্মধর্ম্মে শ্রদ্ধা না থাকে, যদি ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য অনুরাগ না থাকে; তবে কি প্রকারে কৃতার্থ হইবে? ধর্ম্মের সাধনের জন্য শরীর পাইয়াছি, জ্ঞানের সাধনের নিমিত্ত মন পাইয়াছি—সেই জ্ঞান সত্য লাভের জন্য তাঁর প্রতি দৃষ্টি করে। অনুরাগের সহিত তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিলে তাঁহার প্রসন্ন প্রেম-দৃষ্টি দেখিতে পাই। অনুরাগের সহিত তাঁহাতে সংস্থিত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করি। অনুরাগ-বলে প্রতি দিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাকে জাগ্রৎ ও উন্নত করিয়া সকল পরিবারের সহিত একত্রে তাঁহার উপাসনা করি। অনুরাগ-বলে সাং-সারিক তাবৎ শুভ কর্ম্মের মধ্যে তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করি—অক্ষুব্ধ চিত্তে তাঁর অনন্ত মহিমা দেশ-বিদেশে ব্যক্ত করি। আমারদের অনুরাগ প্রজ্বলিত হইলে যাহা কিছু করি, ব্রহ্মের জন্য করিতে পারি—সমুদয় বল-বীর্য্য ঈশ্বরের জন্য ক্ষেপণ করি। ঈশ্বর আমারদের আত্মাতে, ঈশ্বর আমার-দের হৃদয়ে;—ঈশ্বর আমারদের শিরো-বেষ্টন, ঈশ্বর আমারদের অলঙ্কার। যখন রোগে কাতর হই, তখন তাঁহার নিকটেই ক্রন্দন করি; যখন বিপদে পতিত হই, তখন তাঁহাতেই আত্ম-সমর্পণ করি। তিনি আমা-রদের রোগের ঔষধ, বিপদের কাণ্ডারী—ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

যস্মাদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যস্তথা।
যস্মাদ্বিয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে সত্বান্দেবঃ প্রসীদতু॥
হংসাঃ শুক্লীকৃতা যেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন সত্বান্দেবঃ প্রসীদতু॥

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

চতুর্দ্দশ উপদেশ।

ঈশ্বর বাক্য-মনের অগোচর।

"সেই অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বর পরিমিত বস্তু নহেন, তিনি জড়ও নহেন এবং মনও নহেন, অতএব মন তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, মন যদি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে না পারিল, তবে বাক্যও সুতরাং তাঁহাকে বলিতে পারে না। মন তাঁহাকে মনন করিতে গিয়া নিবৃত্ত হয় এবং বাক্য তাঁহাকে বর্ণনা করিতে গিয়া নিরস্ত হয়।"

দেশ-কালে অবচ্ছিন্ন সুতরাং পরিমিত জড় ও আত্মাকে আমরা যে পদ্ধতি অনুসারে জানিতেছি, দেশ-কালের অতীত সুতরাং পরিমাণ-পরিশূন্য পরমাত্মাকে অবিকল সেই পদ্ধতি ক্রমে জানিতে পারা যায় না। রূপ রস প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ জড় পদার্থে বিদ্যমান আছে, আমরা প্রথমে বহিরিন্দ্রিয় সহকারে তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়া থাকি, তবে সেই সকল গুণের আধারভূত জড় বস্তুকে জানিতে পারি। আত্মাকেও এই রূপে উপলব্ধি করা যায়। আমরা দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি যে সমস্ত ক্রিয়া পরম্পরায় অনবরত ব্যাপৃত হইতেছি ও আমাদিগের সুখ দুঃখ প্রভৃতি যে সমস্ত অবস্থা উপস্থিত হইতেছে, অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়া তাহার আশ্রয় স্বরূপ আপনাকেও জ্ঞাত হইতেছি। আকাশ ও কাল অন্তর্ভূত থাকিয়া এবম্বিধ জ্ঞান-সকলের উপার্জ্জনে আনুকুল্য করিতেছে। ঈশ্বর পরিমিত বস্তু নহেন, তিনি দেশ কালের অতীত, তিনি জড়ও নহেন মনও নহেন; জড়ের ন্যায় ও মনের ন্যায় দেশ কালাবচ্ছিন্ন গুণ ও ক্রিয়া তাঁহাতে বিদ্যমান নাই যে, বহিরিন্দ্রিয় বা অন্তরিন্দ্রিয় সহকারে তাহা অবলম্বন করিয়া মন এই জড় বা আত্মার ন্যায় তাঁহাতেও আরোহণ করিতে পারে। ফলতঃ মন আকাশ বা কালের অবলম্বন ব্যতীত কোন বস্তুকে গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং দেশ কালের অতীত পরমেশ্বরকে সে কি প্রকারে গ্রহণ করিবে? মন তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত যতই ধাবিত হয়, যতই তাঁহার সন্নিহিত হয়, ততই যেন ধরিলাম বলিয়া তাহার প্রতীতি জন্মে; কিন্তু তিনি দেশ কালকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছেন, মন দেশ কালকে লঙ্ঘন করিয়া এক পদও চলিতে পারে না, সুতরাং কিছুতেই তাঁহাকে ধারণ করিতে না পারিয়া বিনিবৃত্ত হয়। বালক যত দিন না বুঝিতে পারে যে, পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়া এক পদও চলিতে পারা যায় না, তত দিন সে ব্যগ্রতা পূর্ব্বক আকাশের চন্দ্রমাকে ধরিতে যায়। সেই রূপ আমাদের মন পরমাকাশে প্রতিষ্ঠিত সেই পূর্ণ চন্দ্রকে প্রজ্ঞা-নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া মোহিত হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে ধাবিত হয়, যত দুর দেশ ও কালের অধিকার তত দুর গমন করে এবং ঈশ্বরকে দেশ কালের পর-পারে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। বাক্য, মনেরই দূত স্বরূপ; অতএব মন যাহা না পাইল, বাক্য তাহা কোথায় পাইবে? যে সকল সৃষ্ট বস্তু আকাশের ক্রোড়ে শয়ান রহিয়াছে ও কালের মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে, মন তাহাদিগকে অগ্রে মনন করে তৎপরে জানিতে পারে; ঈশ্বরকে চিরকালই জানিতেছে, কিন্তু কোন কালেই তাঁহাকে মনন করিতে সমর্থ হইতেছে না।

বাক্য-মনের অগোচর পরমেশ্বর আমাদের আত্মার আত্মা রূপে—সমস্ত জগতের প্রাণ রূপে বর্ত্তমান আছেন। তিনি সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, অথচ তিনি আকাশের অতীত। তিনি কালের অতীত হইয়াও সকল কালের সকল ঘটনায় বিদ্যমান আছেন। আকাশের অতীত বস্তু কি প্রকার, তাহার দৃষ্টান্ত জড় রাজ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আকাশ ব্যতীত জড় পদার্থ থাকিতে পারে না, এই জন্য আকাশে না

রাখিয়া কোন জড় বস্তুর সত্তা আমরা কল্পনা করিতেও পারি না। আকাশস্থিত বস্তু মাত্রেরই কোন না কোন প্রকার আকার অবশ্যই থাকে। বায়ু যে এমন সূক্ষ্ম পদার্থ, তাহাও নিরাকার নহে। এক মাত্র আকাশই এই আকারের নিয়ামক। অতএব ঈশ্বরকে আকাশের মধ্যে আনিয়া যতই সূক্ষ্ম করিয়া ধ্যান কর,কোন প্রকার আকার না দিয়া আর থাকিতে পারা যায় না। দেখ, নিরাকার জ্ঞান-স্বরূপ ঈশ্বরকে মন দ্বারা গ্রহণ করা যাইতেছে না। এই স্থলে আমাদের মন একে বারে পরাভূত হইল। এক বার আকাশের অতীত আত্মার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। সহসাই মনে হয়, আত্মা শরীর রূপ আধারে আধেয় রূপে অবস্থান করিতেছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। শরীর না থাকিলেও আত্মার অবস্থানের কোন ব্যাঘাত হয় না। আত্মা শরীরে আধেয় রূপে নহে, নিয়ন্তা রূপে অবস্থান করিতেছে। ব্যোমযানের বাষ্প সকল আকাশকে অবলম্বন করিয়াই তাহাকে সঞ্চালিত করে, ব্যোমযান তাহার আধারভূত নহে; সেই রূপ আমাদের আত্মা আর এক অলৌকিক শক্তি অবলম্বন করিয়া শরীরকে সঞ্চালন করিতেছে, শরীর তাহার আধার হইয়া নাই। আকাশের সহিত এই আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই। আকাশের অতীত বলিয়াই আত্মাকে জড়ের ন্যায় মনে আনিতে পারি না। কিন্তু আত্মা কালের অতীত নহে; এক সময় উৎপন্ন হইয়াছিল; সেই তাহার কালের সহিত প্রথম সম্বন্ধ হইল। তৎপরে আত্মা ক্রমাগতই এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে; এই পরিবর্ত্তন রূপ ক্রিয়া দ্বারাই সে আপনাতে কালের বশ্যতা প্রদর্শন করিতেছে। সমুদায় ক্রিয়াই কালের সহিত নিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া আছে। যেমন আকাশ না থাকিলে জড় বস্তু থাকিতে পারে না, সেই রূপ কাল ব্যতিরেকে কোন ক্রিয়া উৎপন্ন হয় না; কাল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কোন ক্রিয়ার সত্তাও আমরা ভাবিতে পারি না। আমাদের আত্মা কাল-সূত্রে অনুস্যূত থাকাতেই পরিবর্ত্তন স্রোতে ভাসমান হইতেছে ও সেই পরিবর্ত্তন সকল উপলব্ধি করিয়াই আপনাকে জানিতে সমর্থ হইতেছে। দেখ, আকাশের অতীত বস্তু আত্মাকে কেমন সূক্ষ্ম বলিয়া বোধ হইতেছে। তথাপি সে কালের অতীত নহে। ঈশ্বরকে কি এই রূপ আমারদের ক্ষুদ্র আত্মার ন্যায়—আমারদের ক্ষুদ্র মনের ন্যায়ও মনোগোচর করিতে পারি। তাঁহাতে যেমন রূপ রসাদি জড়ীয় গুণ নাই, সেই রূপ আমারদের আত্মার মানসিক পরিবর্ত্তনের ন্যায় কোন ক্রিয়া বা অবস্থান্তরও নাই। তাঁহার যে জ্ঞান ইচ্ছা মঙ্গল ভাব সমুদায় সৃষ্টি কার্য্যে দেদীপ্যমান হইয়া আছে, তাহা কি আমরা আমাদের মানসিক জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছার ন্যায় মনো দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি? তাঁহার যে বিষয়ে মন দেওয়া যায়, তাহাই অনাদি ও অনন্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে। আমাদের ক্ষুদ্র আত্মা কেবল আকাশের অতীত বলিয়া কত সূক্ষ্ম বোধ হইতেছে। কিন্তু যিনি আকাশ ও কাল উভয়েরই অতীত, তাঁহাকে আমাদের মন কি প্রকারে গ্রহণ করিতে পারে।

অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয় পরমেশ্বর বাক্য মনের অগোচর, ইহা কেবল অন্যের মুখে শ্রবণ করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নহে। প্রতি সাধককেই আপনার আপনার মনের শক্তি পরীক্ষা করিতে হইবে। তদ্দ্বারা ঈশ্বরের অচিন্ত্য স্বরূপ ও অনির্ব্বচনীয় প্রকৃতি প্রতীতি করিয়া জীবন সার্থক হইবে; আপনাদের ক্ষুদ্রতা অনুভূত হওয়াতে সেই মহানের ভাব অন্তরে প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিবে এবং

তাঁহাকে পরিমিত পদার্থের ন্যায় গ্রহণ করিতে না পারিয়া মন আপনা হইতেই তাঁহার অনন্ত স্বরূপে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিবে। ব্রহ্মবাদীরা বলেন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ জ্ঞান ব্যতিরেকে—পরোক্ষ জ্ঞানে প্রকৃত ফল লাভ করা যায় না। ঈশ্বরের সত্তা, পূর্ণতা, জ্ঞান, মঙ্গল ভাব ও অনন্ত স্বরূপ প্রতি ব্যক্তিকেই স্বয়ং প্রতীতি করিতে হইবে, তবে আমাদের বিশ্বাস জ্বলন্ত হইয়া উঠিবে এবং আমাদের জীবন ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে উৎসাহ ও উদ্যমে পরিপূর্ণ থাকিবে। যখন স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া বলিতে পারিবে "যতো বাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" তখনই জানিবে যে, তুমি ঈশ্বরের সন্নিহিত হইয়াছ। তাঁহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মনকে নিয়োগ কর, মন যখন তাঁহাকে না পাইয়া তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হইবে, তখন তুমি বুঝিতে পারিবে যে, তিনি আমাদের মনের অগোচর।

ঈশ্বরের প্রতি যাঁহাদের বিশ্বাস সংকুচিত হইয়া আছে; তাঁহারা যে তাঁহাকে জানিতেছেন না, এমন নহে। বাহ্য বস্তুর ন্যায় বা আপনার ন্যায় তাঁহাকে ধরিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহারা ভ্রম কূপে নিক্ষিপ্ত হন। আকাশের চন্দ্রকে আমরা স্পর্শ করিতে পারি না বলিয়া যদি আপনার দর্শন শক্তিকেও অবিশ্বাস করি, তাহা হইলে আমাদের যে দুর্দ্দশা হয়, ঈশ্বরকে মনের আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না বলিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশূন্য হইলেও সেই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়া থাকে। যাঁহারা দেশ কালের অতীত পন্থা অবলম্বন করিয়া তাঁহার সন্নিহিত হইতে শিক্ষা করেন নাই; তাঁহারা সেই অনন্ত দেবকে দেশ কালে পরিচ্ছিন্ন ও পরিমিত করিয়া আপনাদের দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করেন। যাঁহারা আরও স্থূলদর্শী, তাঁহারা জড়ময় মূর্ত্তি ও জ্ঞানময় ঈশ্বরকে একত্র করিয়া কল্পনা-ক্ষেত্রে সন্নিবেশিত করেন; পরিশেষে সেই কল্পনাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া পৃথিবীর ধূলি লইয়া ইচ্ছামত মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে ইন্দ্রিয়-গোচরে আনয়ন করিবারও চেষ্টা পান।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, তিনি যেমন ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তেমনি মনেরও অগোচর। তুমি যাহাকে আপনার পরিমিত ধ্যান-সূত্রে সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় বন্ধন করিয়া রাখিয়াছ, তাহা কল্পিত পদার্থ—ঈশ্বর নহেন; কিন্তু যাঁহাকে অনন্তস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ বলিয়া জানিতেছ, তিনিই তোমার ঈশ্বর। তুমি যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছ, তাহাই কল্পনা-ক্ষেত্রে আনয়ন করিয়া চিন্তা-বৃত্তি চরিতার্থ করিতেছ। কিন্তু অচিন্ত্য-স্বরূপ পরমেশ্বর তোমার মানসিক চিন্তার অগোচরে থাকিয়া তোমার মঙ্গল সাধন করিতেছেন। তিনি তোমার প্রত্যেক ইন্দ্রিয় মধ্যে বিরাজিত আছেন, কিন্তু তোমার কোন ইন্দ্রিয়ই যেমন তাঁহাকে দেখিতে পায় না; সেইরূপ তিনি তোমার মনোমধ্যে ওতপ্রোত হইয়া আছেন, কিন্তু তোমার মন তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। তুমি যে তাঁহাকে অনন্তস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জানিতেছ, তাহাই সত্য; কিন্তু যাহাকে আকাশ ও কালের সহিত একত্র করিয়া ভাবিতেছ, তাহা কল্পনা। তিনি মনের মন, তিনি তোমার মনেতে থাকিয়াই তোমার মনকে অতিক্রম করিয়া আছেন। তিনি বাক্যের বাক্য, তিনি বাগযন্ত্রের প্রাণ স্বরূপ হইয়া তোমার মনোগত ভাব সমস্ত অনুবাদ করাইতেছেন, কিন্তু স্বয়ং তাহার অগোচর হইয়া আছেন। তিনি সকলের চেতনাবান্ কারণ ও আশ্রয়—সেই জ্ঞানস্বরূপের ইচ্ছাতেই সমুদায় চরাচর সমুদ্ভূত ও তাঁহারই হস্তে বিধৃত হইয়া আকাশ ও কালের মধ্যে অবস্থান করিতেছে কিন্তু

তিনি আকাশ ও কালকে অতিক্রম করিয়া স্ব-স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি তোমার নিকটেই আছেন, তোমার সমুদায় বাক্যই শ্রবণ করিতেছেন, তোমার সমস্ত চিন্তা দেখিতেছেন, তোমার অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলাফল বিধান করিতেছেন। তুমি তাঁহাকে প্রণাম কর, তিনি গ্রহণ করিবেন; তুমি তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, তিনি শ্রবণ করিবেন; তুমি তাঁহাকে প্রীতি-কর, তিনি শান্তি দান করিবেন; তুমি সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হও, তিনি সাহায্য করিবেন। কিন্তু সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিবে না।

তত্ত্ববিদ্যা।

পঞ্চম অধ্যায়।

উপসংহার।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে সকল বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা এক্ষণে একত্র করিয়া সকলের সার-মর্ম্মের প্রতি প্রণিধান করা যাইতেছে। আমরা বর্ত্তমান কাণ্ডের প্রথমাবধি মূল-তত্ত্ব-সকল অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছি; ইহার কারণ এই যে, পারমার্থিক ভক্তি বৃত্তিকে উপযুক্ত রূপে চরিতার্থ করিতে হইলে অগ্রে তত্ত্ব-জ্ঞান আবশ্যক। তত্ত্ব-জ্ঞান যদি জন-সমাজ হইতে কোন কালে তিরোহিত হয়, তাহা হইলে ভক্তদিগের পৌত্তলিকতা এবং জ্ঞানীদিগের উপহাস, দুয়ের মধ্যে পড়িয়া ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি অচিরাৎ অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু অগ্রে যদি জ্ঞান-ক্ষেত্র যথোচিত রূপে কর্ষণ করিয়া তাহাতে ভক্তি-বীজ বপন করা যায়; তাহা হইলে আপাততঃ কিঞ্চিৎ কাল-বিলম্ব হইলেও, যথাকালে যখন তাহা হইতে ধর্ম্ম-তরু উদ্ভূত হয়, তখন তাহা অতীব সতেজ হইয়া আলোকে উত্থান করে। তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রণালী অতীব সংক্ষেপে বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার অনুশীলন প্রতি জনের যত্ন ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। দেকর্ত্তা নামক ফরাশিশ দেশীয় একজন প্রধানতম পণ্ডিত, তত্ত্ব-জ্ঞানের এই একটি সঙ্কেত-বচন ইউরোপ দেশে প্রচলিত করিয়া যান যে, "আমি চিন্তা করি, এই হেতু আমি আছি"। এ বচনটির বাহ্য বেশ কিঞ্চিৎ অদ্ভুত বটে; কিন্তু ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে এই রূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উহাতে জীবাত্মার কেবল নয়, কিন্তু পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ বিষয়েরও পথ-সন্ধান বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত সংক্ষিপ্ত বচনটিকে এই রূপে বিস্তার করা যাইতে পারে, যথা—স্বকীয় গুণ-দ্বারা বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়; চিন্তা আত্মার স্বকীয় গুণ, এই হেতু চিন্তা দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। যদি কখন আমার মনোমধ্যে এরূপ সংশয় উপস্থিত হয় যে, আমার এই জীবাত্মা আছে কি না, তবে আমি কাহার নিকটে তাহার সিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসা করিব? কেহ বলেন জীবাত্মা আছে, কেহ বলেন নাই।" "অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।" যিনি বলেন "জীবাত্মা আছে" তাঁহার এই কথা মাত্রে আমি যদি সায় দিয়া যাই, তবে তদ্বিষয়ে আমি নিজে কি আর জানিলাম? যিনি বলেন "জীবাত্মা নাই" তাঁহারও কথা মাত্রে যদি আমি সায় দিয়া যাই, তাহা হইলেও ঐ রূপ। এই রূপ করিয়া অবশেষে পাওয়া যাইবে যে, বস্তুর ও অবস্তুর ভাব কাহারো মুখের কথাতে উদ্ভূত হয় না, উহা আমাদের আপন আপন অন্তরেই রহিয়াছে, সুতরাং সংশয়-কর্ত্তার কর্ত্তব্য যে, সেই বস্তু-ভাবের সহিত আপনাকে মিলাইয়া দেখা—যে, আমি বস্তু কি অবস্তু—আমি আছি কি নাই? এ-ভিন্ন বর্ত্তমান

প্রশ্ন মীমাংসার আর উপায়ান্তর নাই। অন্যের সহিত আলাপ করিতে হইলে বাক্য ব্যবহার করিতে হয়, কিন্তু আপনার সহিত আলাপ করিতে হইলে—বাক্যের অর্থ-সকলের—পদার্থ-সকলের—আন্তরিক তত্ত্ব-সকলের শরণাপন্ন হইতে হয়, এখানে আর বাক্য-ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। আপনার সহিত আলাপ করা আর আত্ম-চিন্তা করা একই কথা ; সর্ব্বদাই আমরা চিন্তা করি—আমরা মনে মনে নাও যদি শব্দ উচ্চারণ করি, তথাপিও আমাদের চিন্তার বিরাম হয় না। ভাব-সাগরে সন্তরণ দিতে হইলেই শব্দাদির অবলম্বন আবশ্যক হয়, কিন্তু ভাব-সাগরে নিমগ্ন হইতে হইলে ও-সকলেতে তেমন আর প্রয়োজন থাকে না। শব্দাদি কোন কাল্পনিক আবির্ভাবের অবলম্বন দ্বারা নহে, কিন্তু অন্তরের বাস্তবিক ভাব বা সত্তা অবলম্বন করিয়াই নিগূঢ় চিন্তা প্রবৃত্ত হয়। এই হেতু " আমি চিন্তা করিতেছি " ইহা মানিতে হইলে "আমি আছি" এই রূপ আপন সত্তাকেও সঙ্গে সঙ্গে মানিতে হয়। আবির্ভাব যেমন ভাবকে অবলম্বন করিয়া থাকে, গুণ যেমন বস্তুকে অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই রূপ চিন্তা আত্মাকেই অবলম্বন করিয়া থাকে। পুনশ্চ, আপন সত্তাকে মানিতে হইলে, পরম সত্তা পূর্ণ-সত্তা ও মূল-সত্তা পরমেশ্বরকে মূলাধার বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। সামান্য-বিশেষ, বস্তু-গুণ, কার্য্য-কারণ, এই যে তিনটি ভাব,—ইহারা, একমেবাদ্বিতীয়ং পরম বস্তু ও মূল কারণ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক, আমাদের আত্মাতে ভাব-রূপে এবং জড় জগতে অন্ধ প্রকৃতি রূপে বিতরিত হওয়াতেই, আমরা আপন আপন সত্তা উপলব্ধি করিতেছি এবং জড় বস্তু-সকল অচেতন হইয়াও সচেতনের ন্যায় যথা-নিয়মে কার্য্য করিতেছে। অতএব " আমি আছি কি না " এ প্রশ্ন মনুষ্য বিশেষকে বা গ্রন্থ বিশেষকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা, কেবল—অন্তরতম পরমাত্মার মুখ-জ্যোতিতেই এ প্রশ্নের সমুচিত মীমাংসা হইতে পারে, অন্য কোন রূপেই নহে। অপিচ, যথার্থ সত্য-জিজ্ঞাসু হইয়া আপন আত্মার প্রতি দৃষ্টি করিলেই, পরমাত্মার সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ তাহাও আমাদের সমক্ষে প্রকাশ পায়; তখন দেখিতে পাই যে, ঈশ্বরের সহিত আমরা ধ্রুব ও নিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া আছি, এবং তদ্দৃষ্টে আমরা অনুপম আনন্দে পুলকিত হই।

মনুষ্যের ভোগ্য সামগ্রী তিন প্রকার—বিষয়-সুখ আত্মপ্রসাদ এবং ব্রহ্মানন্দ; ইহার মধ্যে বিষয়-সুখের সঙ্গে দুঃখ রহিয়াছে, আত্ম-প্রসাদের সঙ্গে বিষাদ রহিয়াছে, কেবল ব্রহ্মানন্দই কণ্টক-শূন্য। বিষয়-সুখ, সমুদায় আত্মাতে নহে, কেবল আত্মার বৃত্তি বিশেষেই, অধিকার পায়; যে সময়ে এক বৃত্তির উত্তেজনা, সে সময়ে অপরাপর বৃত্তি-সকলের অবমাননা—বিষয়-সুখ দ্বারা আত্মার মধ্যে এই রূপ গৃহ-বিচ্ছেদের সূত্র-সকল সমানীত হয়। বিষয়ের দুর্নিবার উত্তেজনা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া যত আমরা স্ববশ হই, ইন্দ্রিয়-সুখ অতিক্রম করিয়া যত আমরা বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে অগ্রসর হই; ততই আত্মপ্রসাদ আসিয়া আমাদের অন্তরাকাশে শুভ্র জ্যোতি বিকীর্ণ করে; কিন্তু সম্পূর্ণ মুক্তি যে হেতু কোন কালেই আমাদের হস্তগত হইতে পারে না, এই হেতু বৈরাগ্য-জনিত বিষাদ আসিয়া আত্ম-প্রসাদকেও সময়ে সময়ে গ্রাস-গ্রস্ত করিতে সুযোগ পায়। ইন্দ্রিয়-সুখের যে কিছু গূঢ় অভাব, প্রেম দ্বারা তাহা আপূরিত হইতে পারে,—সত্য; ইহা সত্য যে আমরা প্রেমে অত্যন্ত মগ্ন হইলে ইন্দ্রিয়-জনিত দুঃখ ক্লেশ ভুলিয়া থাকিতে পারি—এমন-কি প্রেমের তরে আবশ্যক হইলে মৃত্যুকেও

আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত না হইতে পারি। কিন্তু এই মনুষ্য-জীবনে এ রূপ আত্যন্তিক প্রেম কি কখনো সুলভ হইতে পারে? অপিচ সৃষ্ট জীবের পক্ষে কোন কালেই কি প্রেমের যৎপরোনাস্তি পরা কাষ্ঠা অভ্যুদিত হইয়া তাহার সমুদায় অভাবকে একে বারে গ্রাস করিয়া বিলুপ্ত করিতে পারে? কখনই না। পূর্ণ প্রেমের প্রস্রবণ কেবল একমাত্র পর-ব্রহ্মেতেই সংগোপিত রহিয়াছে, আর কাহা-রও তথায় হস্ত-ক্ষেপ করিবার সামর্থ্য নাই। ইন্দ্রিয়-সুখের আনুষঙ্গিক অভাব-সকল প্রেম দ্বারা কথঞ্চিৎ রূপে পূরিত হইতে পারে— সত্য; কিন্তু আমাদের প্রেমের এই যে অভাব যে—উহা পরিমিত, এ অভাব কি প্রকারে পূর্ণ হইবে? ইহার এক মাত্র উপায়—ঈশ্বরো-পাসনা; আমরা আপনার আপনার ক্ষুদ্র ভাব পরিত্যাগ করিয়া যদি সেই অক্ষয় আনন্দ-স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের শান্তি হয়— অন্য কোন প্রকারেই নহে। ঈশ্বরের প্রসন্ন-মুখ সন্নিধানেই,—ছল নাই, চাতুরী নাই, কপটতা নাই, ঠিক আমরা যে রূপ সেই রূপ হইয়া অনুপম আনন্দ ও শান্তি লাভে কৃতার্থ হইতে পারি।

উপরের পরিচ্ছেদে যাহা বলা হইল, তাহার মর্ম্ম এই যে, বিষয়-সুখ এরূপ পরিমিত সামগ্রী যে তাহা দ্বারা আত্মার ক্ষণোত্তেজিত বৃত্তি-বিশেষ ভিন্ন আমাদের সমুদায় আত্মা কখনই চরিতার্থ হইতে পারে না। বিষয়-সুখের এই রূপ লক্ষণ করা যাইতে পারে যে, কতক-মাত্রায় সুখ—যাহার চারি দিক্ দুঃখ দ্বারা পরিবেষ্টিত; যথা, ভোজন করিবার যে সুখ তাহা অতি অল্প ক্ষণেই অবসান হইয়া যায়, সুতরাং ভোজন-সুখই যাহার সর্ব্বস্ব তাহার পদে পদে দুঃখ গ্রথিত রহিয়াছে। বিষয়-সুখের চারি দিকের এই যে অভাব, ইহা কেবল বিশুদ্ধ প্রেম ও আত্ম-প্রসাদ দ্বারাই অপহৃত হইতে পারে, বারম্বার বিষয় ভোগ দ্বারা নহে, "ন জাতু কামঃ কামানামুপ-ভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়-এবাভিবর্দ্ধতে।" মনুষ্য-সমাজের প্রতি কিঞ্চি-ন্মাত্র কটাক্ষপাত করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, মনুষ্যেরা অধিকাংশ কাল সাং-সারিক কিম্বা সামাজিক আলাপ ও অনুষ্ঠান লইয়াই ব্যাপৃত থাকে,—ভোজনাদির সুখ ভোগে অতি অল্প ক্ষণই নিমগ্ন থাকে; এই রূপ আলাপ এবং অনুষ্ঠানকে প্রকৃত রূপে নির্ব্বাহ করা অন্ধ প্রবৃত্তির কার্য্য নহে, ইহাতে ধর্ম্ম-বুদ্ধির আবশ্যকতা হয়; এবং প্রবৃত্তির প্রতিকূলে আমরা শেষোক্ত পথে যত অগ্রসর হই, তত আমাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেমের পরিচালনা হয় ও আত্মপ্রসাদের সঞ্চার হয়; এই বিশুদ্ধ প্রেম ও আত্মপ্রসাদ হৃদয়া-ভ্যন্তরে সঞ্চিত থাকিলে বিষয়-সুখের অস্ত-গমন সময়ে দুঃখান্ধকার তথায় আক্রমণ করিতে পারে না। পুনশ্চ, নিগূঢ় আধ্যা-ত্মিক সহবাসে আমাদের প্রেম যেমন প্রকৃত-রূপে চরিতার্থ হয়, সামাজিক আলাপাদিতে উহা সে রূপ হইতে না পারিয়া অচিরাৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। সীমা-বিশিষ্ট যাহা কিছু, তাহা শীঘ্রই পুরাতন হইয়া যায়; কিন্তু অসীম প্রত্যহই নূতন। কেহ যাহা চক্ষে দেখে নাই, কর্ণে শুনে নাই,—অসীমের মধ্যে সেই সকল প্রেমের ব্যাপার গূঢ়-ভাবে অবস্থিতি করি-তেছে। একটি সুমধুর গীত আমাদের কর্ণে সুধা ঢালিয়া চলিয়া যায়, আর— আমাদের মন অমনি অসীমের দিকে চক্ষু ফিরায়। একটি কোন নূতন আনন্দ উপ-স্থিত হয়; অমনি, অসীম কোথায়—তাহার তত্ত্ব আনিতে মানস-চক্ষু চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হয়। এই রূপ, যাহা কিছু নূতন, যাহা কিছু আশ্চর্য্য, যাহা কিছু অসাধ্য-সাধন; সকলই

আমারদিগকে অসীমের দিকে লইয়া যাইতে—প্রস্তুত, বিমানের ন্যায়—উদ্যত রহিয়াছে। সীমা-বিশিষ্ট বস্তু-সকল আমাদের প্রেম-ক্ষুধার উদ্দীপন করিতে পারে বটে; কিন্তু অসীম ব্যতীত আর কেহই সে ক্ষুধার শান্তি করিতে পারে না। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং।" অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে আত্ম-প্রসাদ বিষয়-সুখ হইতে দুঃখ অপহরণ করে এবং ব্রহ্মানন্দ আত্মপ্রসাদ হইতে বিষাদ অপহরণ করে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। অধ্যাত্ম-যোগ তিন প্রকার—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, এবং কর্ম্ম-যোগ। জ্ঞান-যোগ—যোগের প্রথম সোপান, এই জন্য ইহাতে যোগের ভাব অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে বর্ত্তে। পরমাত্মা, জীবাত্মা, জড় বিষয়,—এ-সকল তত্ত্ব জ্ঞান-চক্ষুর গোচরে পরস্পর হইতে অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। ভক্তি-যোগ—যোগের দ্বিতীয় সোপান; ইহাতে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ, এবং জীবাত্মার সহিত বিষয়ের যোগ, সুন্দর-রূপে পরিস্ফুট হয়; কিন্তু এখানেও যোগের ভাব সম্পূর্ণ হয় না। ভক্তি-যোগের প্রণালী এই যে, যখন ঈশ্বরকে ভজনা করিতেছি, তখনকার সে ভাব স্বতন্ত্র; এবং যখন সংসারে লিপ্ত হইতেছি, তখনকার ভাব স্বতন্ত্র; সুতরাং অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ এবং সংসার-সম্বন্ধ, এ দুই সম্বন্ধ ভক্তি-যোগেও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন রহিল। জ্ঞান-কাণ্ডে তত্ত্ব-সকল বিচ্ছিন্ন ভাবে ছিল, ভক্তি-কাণ্ডে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল; কিন্তু ইহাতেও আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক এই দুই প্রকার সম্বন্ধের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পরন্তু আমরা যদি অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ অনুসারে সংসার-সম্বন্ধ-সকলকে নিয়মিত করিতে পারি, তাহা হইলে যোগের কথিত অভাবটি আর থাকিতে পায় না—তাহা হইলে অধ্যাত্ম-যোগ ও সংসার-যোগ উভয়ই একতানে মিলিত হইয়া মুক্তির পথকে অতীব পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। অবশিষ্ট কর্ম্ম-কাণ্ডে অধুনোক্ত বিষয় আরো সুস্পষ্ট হইবে। এক্ষণে যাহা বলা হইল, তাহা এই রূপে সংক্ষেপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। যথা—

প্রথম বিষয়। পরমাত্মা......জীবাত্মা........বাহ্যবস্তু

দ্বিতীয় বিষয়। আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ....ঐশ্বরিক সম্বন্ধ

তৃতীয় বিষয়। উভয়ের মধ্যে যোগ সংস্থাপন

প্রথম বিষয়ের মূল তত্ত্ব জ্ঞান-কাণ্ডে সমালোচিত হইয়াছে, দ্বিতীয় বিষয়ের মূল আদর্শ অধুনা সমালোচিত হইল, তৃতীয় বিষয়ের মূল নিয়ম কর্ম্মকাণ্ডে সমালোচিত হইবে।

ইতি ভোগ-কাণ্ড সমাপ্ত।

হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধ।

অনেকে মনে করেন যে, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম যেমন হিন্দুধর্ম্মের সহিত অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বিরোধিতা ও বিসম্বাদিতা প্রদর্শন করিয়া থাকে, ব্রাহ্মধর্ম্মও সেই রূপ ভাবে হিন্দু ধর্ম্মের সহিত বিরোধাচরণ করিতেছে। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের আমূল বৃত্তান্ত আলোচনা না করিয়া বর্ত্তমান সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত পৌত্তলিকতাকেই ইহার সর্ব্বস্ব বিবেচনা করিয়া থাকেন—কি রূপে হিন্দুধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ও কর্ম্ম বিষয়ে বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে, কি রূপ শাখা প্রশাখা অবলম্বন করিয়া এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে ইহা এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে, কত প্রকার পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন সহ্য করিয়া ইহা নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়াছে, কি রূপে অসাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন দর্শনকার পণ্ডিতেরা স্ব স্ব অভিপ্রেত

পথে ইহার স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, কি রূপে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রকারেরা স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র-সকল বিস্তার করিয়া আপনাদের ভিন্ন ভিন্ন মত-সকল প্রচার করিয়া গিয়াছেন—যাঁহারা এই সমস্ত বিষয়ে কখনও মনোনিবেশ না করেন; তাঁহারা যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী ও বিসম্বাদী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু বস্তুত ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী বা বিসম্বাদী নহে; প্রত্যুত ইহা হিন্দুধর্ম্মেরই সার। হিন্দু-সমাজে যে নানাপ্রকার দেব দেবীর আরাধনা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হিন্দুধর্ম্মের নিকৃষ্ট ভাগ। বহু দেবের উপাসনা যে হিন্দুধর্ম্মের নিকৃষ্ট প্রণালী, ইহা হিন্দুধর্ম্মের সমুদায় প্রধান প্রধান গ্রন্থেই স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ-স্বরূপ এই বিশ্বাস যে এক মাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বর এই সমস্ত জগতের স্রষ্টা ও পাতা এবং তাঁহার উপাসনাই মুক্তি লাভের সাক্ষাৎ কারণ—ইহা হিন্দুধর্ম্মের গ্রন্থেই সুদৃঢ়-রূপে বিন্যস্ত আছে। নানা দেব-দেবীর উপাসনাত্মক যাগ যজ্ঞ হোমাদির ব্যবস্থা-সকল সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভের সোপান-রূপে হিন্দুশাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কোন্ হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ইহা অস্বীকার করিবেন!

সুবিস্তীর্ণ হিন্দুসমাজে কালে কালে যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন মত উদ্ভাবিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, হিন্দুরা তৎসমুদায়ই আপনাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্র মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি ভেদে লোকে সেই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন মত অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য হিন্দুধর্ম্মের মত অত্যন্ত জটিল ও ধর্ম্ম শাস্ত্র-সকল অতীব বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। যিনি সেই অসংখ্য-প্রায় ধর্ম্ম-শাস্ত্র-সকল আলোচনা করিয়া সেই সমস্ত জটিলতা ভেদ করিতে না পারেন, যিনি হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস-সকল শৃঙ্খলাবদ্ধ ও আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হন; তিনি ইহার মত-সকল অবধারণ করিতে অবশ্যই ভ্রান্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু তাহা না হইলে সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, আমাদের দেশে দেব-দেবীর উপাসনা—কেবল পৌত্তলিকতা হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বস্ব নহে। প্রত্যুত একেশ্বরবাদই হিন্দুধর্ম্মের উৎকৃষ্ট অংশ ও হিন্দু-শাস্ত্রানুসারেই তাহা হিন্দু-ধর্ম্মের বিশুদ্ধ মত। হিন্দুধর্ম্মের সেই একেশ্বর-বাদই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম। একেশ্বর-প্রতিপাদক ধর্ম্মে নানা দেব দেবীর উপাসনাত্মক কনিষ্ঠ ধর্ম্ম হইতে মহান্ প্রভেদ প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম এই নাম মনোনীত করিয়া লইয়াছি এবং ঈশ্বর-প্রসাদে ও আলোচনা-বাহুল্যে এ ক্ষণে যে সকল জ্ঞান বিজ্ঞান লাভ করিতেছি, তদ্দারা সেই হিন্দুধর্ম্মের একেশ্বরবাদকেই—এই প্রিয়তম ব্রাহ্মধর্ম্মকেই অলংকৃত করিতেছি।

যদি হিন্দুধর্ম্মের সমুদায় অংশ আমরা বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা রক্ষা করিতে পারিতাম; তাহা হইলে আমরা আপনারদিগকে যার পর নাই সৌভাগ্যশালী বোধ করিতাম। যে যে অংশে ভ্রম প্রমাদ দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা অতি দুঃখিত হইয়া সেই সেই অংশ পরিত্যাগ করি এবং তদ্দারা হিন্দু-ধর্ম্মই সংশোধিত হইতেছে, ইহাই বিশ্বাস করিয়া থাকি। যদি আমাদের পুরাতন শাস্ত্র-সকলের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম না পাইতাম, তাহা হইলেও ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের আশ্রয়-স্থান হইতেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সেরূপ হইলে হিন্দুধর্ম্মের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া আমারদিগকে অত্যন্ত ক্ষোভ পাইতে হইত। এ ক্ষণে আর সে ক্ষোভের সম্ভাবনা নাই।

কেবল, সাধারণ লোককে অসমর্থ ভাবিয়াই হউক, আর অন্য কোন কারণেই হউক, পৌত্তলিকতারূপ হিন্দুধর্ম্মের যে কনিষ্ঠ প্রণালী প্রচারিত হইয়া আছে; তাহার পরিবর্ত্তে সমুদায় হিন্দুসমাজে একেশ্বরবাদ প্রচার করাই ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য বলিয়া অবধারণ করিতেছি। যদিও ব্রাহ্মধর্ম্মে এরূপ উদারতা আছে যে, ইহা জাতি-বিশেষে কখনই আবদ্ধ হইয়া থাকিবে না; তথাপি হিন্দু জাতির সহিত ইহার সবিশেষ সম্বন্ধ চির কালই বিদ্যমান থাকিবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, একেশ্বরবাদ এখানকার পূর্ব্বতন ধর্ম্মশাস্ত্রে অতি উৎসাহের সহিত আলোচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার অনুযায়ী অনুষ্ঠান-প্রণালী জন-সমাজে প্রচলিত হয় নাই। যাঁহারা একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কর্ম্ম-কাণ্ড-সকল সেই জ্ঞানের অনুযায়ী করিয়া যাইতে পারেন নাই। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নহে। একেবারে সমুদায় ফল আশা করা যায় না। যখন চতুর্দ্দিক অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন এই ভারতবর্ষে যে তাদৃশ উন্নত জ্ঞানের আলোচনা হইয়াছিল; ইহাই আমাদের শ্লাঘার বিষয়। তাঁহারা যত দুর করিবার করিয়া গিয়াছেন, এ ক্ষণে আমাদের উচিত তাঁহাদের সেই আরব্ধ বিষয়ের উন্নতি সম্পাদনে সাধ্যানুসারে যত্নশীল হই। বাস্তবিকই ব্রাহ্মধর্ম্মকে এক্ষণে সেই সকল অভাব পরিপূর্ণ করিতে হইতেছে, কোন নূতন বিষয়ের পত্তন করিতে হইতেছে না। একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বর এই জগতের স্রষ্টা ও পাতা, এই বিশ্বাস যেমন অন্তরে জাগরূক রাখিতে হইবে; তেমনি সেই বিশ্বাস জীবনের সমুদায় কার্য্যেই ওতপ্রোত করা কর্ত্তব্য। এই মূল অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা হিন্দুসমাজের কর্ম্ম-পদ্ধতির যাহা কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে। যাঁহারা মনে করেন, হিন্দুধর্ম্মে পৌত্তলিকতা ব্যতীত আর কিছুই নাই, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে, ইহা দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের সহিত বিরোধাচরণ হইতেছে। কিন্তু বস্তুত ইহার দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম সংশোধিত হইতেছে।

আমরা শ্লাঘার সহিত ব্যক্ত করিতেছি যে, ইংরাজি শিক্ষা দ্বারা এ দেশীয় লোকদিগের সংস্কার-সকল যে রূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব না হইলে ধর্ম্ম-বিষয়ে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইত। এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্ম-রূপ প্রবল সেতুর প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যখন সেই বিপ্লবের নিদর্শন চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতেছে, তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম না থাকিলে হিন্দু-জাতির আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না! যখন বিদ্যার আলোক আরও অধিকতর বিকীর্ণ হইয়া হিন্দুসমাজের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই মন হইতে কুসংস্কাররূপ অন্ধকার অপসারিত করিবে, তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যতীত আর কেহই হিন্দু জাতিকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিবে না। মনে কর, সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু জাতির আর সমুদায় বিষয়ই এক্ষণে বিজাতীয় ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে চলিল এবং তাহাও কিয়ৎ পরিমাণে আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু এ অবস্থায় যদি আমাদের নিজের ধর্ম্ম না থাকে, তাহা হইলে আমরা যার পর নাই নিকৃষ্ট জাতি হইয়া পড়িব। যদি আমাদের এখানে উপযুক্ত ধর্ম্ম না থাকিত; তাহা হইলে যাহাই হউক, তাহাই স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু আমরা যে সৌভাগ্যে সকল জাতি অপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যবান্ রহিয়াছি, তাহা রক্ষা করিতে আমরা প্রাণ-পণে কেন না যত্নবান্ হইব। ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম না থাকে; তাহা হইলে, এক্ষণে হিন্দুসমাজে

ধর্ম্ম-বিষয়ে যে সংস্কার আছে, তাহা তো দূরীকৃত হইবেই হইবে; কিন্তু আবার নূতন প্রকার কুসংস্কার প্রবিষ্ট হইয়া ইহ কালে হিন্দুজাতিকে লোপ করিয়া যাইবে ও পরকালের উন্নতিকেও রুদ্ধ করিয়া ফেলিবে। হিন্দুজাতির মান, সম্ভ্রম ও গৌরব কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারাই পরিরক্ষিত হইবে; ইহার প্রধান কারণ এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুজাতিরই পুরাতন ধর্ম্ম।

দেব-দেবীর উপাসনা।

অতি প্রাচীন কালের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক সময়ে পৃথিবীস্থ প্রায় সকল জাতিরই বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস ছিল। যদিও কোন্ সময়ে এই দেব-দেবীর উপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার কিছুই নির্ণয় নাই; তথাপি ইহা এক প্রকার নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, যে সময়ে মনুষ্যের মনে একেশ্বরের ভাব অপরিস্ফুট ছিল, সেই সময়ে তাহারদিগের এই বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, কার্য্য-মাত্রেরই যে একটি জ্ঞানময় কারণ আছে, ইহা মনুষ্যের স্বাভাবিক বিশ্বাস। তাহারদিগের জীবনে যে সমস্ত ঘটনা ও পরিবর্ত্ত হইতেছে, তাহাদের নিজের কর্ত্তৃত্ব তাহার কারণ—ইহা তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে। কিন্তু যখন দেখিতেছে যে, জগতে এমন সমস্ত কার্য্য ঘটিতেছে, যাহা সম্পাদন করিতে মনুষ্যের শক্তি সম্যক পরাস্ত হইয়া যায়, তখন তাহারা সেই স্বাভাবিক বিশ্বাসানুসারে এই সমস্ত ঘটনায় মনুষ্যের শক্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অপ্রত্যক্ষ শক্তি অনুভব করিয়া থাকে। যখন নভোমণ্ডল ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হওয়াতে মুহুর্ম্মুহু ঘোর গভীর শব্দে বজ্রাঘাত ও বিদ্যুৎ স্ফুরিত হয়; তাহা দেখিয়া মনুষ্য এই রূপ মনে করে যে, এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার আকাশের কোন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। যখন মহাসাগর ভীষণ তরঙ্গজাল বিস্তার পূর্ব্বক তটাস্ফালন ও ফেনা উদ্গমন করিতে থাকে, তখন মনুষ্য মনে করে যে সাগরের এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তাঁহারই প্রভাবে এই সমস্ত বিস্ময়কর কার্য্য ঘটিতেছে। যখন তরুণ সূর্য্য, নবোদিত চন্দ্রমা, ও নক্ষত্রগণ অলক্ষিত ও নিঃশব্দ গতিতে আকাশের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে গমন করে; তখন মনুষ্য ঐ সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলে এক একটি দেবতার প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে; এবং আপনারদের আকার এবং সৌন্দর্য্য ও শক্তিকে ঐ সকল কল্পিত দেবতাতে যোগ করিয়া দেয়। যে হেতু মনুষ্য আপনার আকারকে যেমন সুন্দর দেখে এমন আর কোন আকারকেই নহে এবং এই আকারকে যেমন মানসিক ভাব বাহ্যে প্রকাশ করিবার উপযুক্ত যন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করে, এমন আর কোন আকারকেই করে না।

এই দেব দেবীর উপাসনা প্রথম যে প্রণালীতে আরব্ধ হয়, কাল সহকারে তাহারও পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যের মনের ভাব যেমন সময়ে সময়ে ভিন্ন রূপ হইয়া আসিয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রণালীও ভিন্ন প্রকার হইয়া গিয়াছে। এই ভারতবর্ষে অগ্নি বায়ু জল প্রভৃতি জড়োপাসনার পর একেশ্বরোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয়[১]। কিন্তু এক

১ ভট্ট মোক্ষমূলার কহেন যে, ভারতবর্ষে জড়োপাসনার সহিতই একেশ্বরোপাসনার ভাব প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদ পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্ট অনুভূত হয় যে ইহাতে যে সমস্ত দেবতার স্ত-

ঈশ্বরের উপাসনা কনিষ্ঠাধিকারিদিগের পক্ষে নিতান্ত সুকঠিন বলিয়া একেশ্বরোপাসনার সহিতই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও দুর্গা সরস্বতী লক্ষ্মী প্রভৃতি বহু দেব-দেবীর উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু তৎকালে যেরূপ প্রণালীতে দেব-দেবীর উপাসনা আরম্ভ হয়, ধর্ম্মগ্রন্থ সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে তাহার অনেকাংশ এই ক্ষণে পরিবর্ত্তিত দেখিতে পাওয়া যায়।

এই ভারতবর্ষে পৃথিবীর অপরাপর অংশ অপেক্ষা অতি প্রাচীন কালে ধর্ম্মের আলোচনা ও ধর্ম্মের যথোচিত শ্রীবৃদ্ধি এবং ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। ঋগ্বেদ তাহার সাক্ষ্যস্থল। ইউরোপের এক জন সুবিখ্যাত ভাষা তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, যদি কেহ পৃথিবীর প্রাচীনতম পুস্তক সঙ্কলন করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি ঋগ্বেদকে সংগ্রহ করুন। বস্তুতও ঋগ্বেদের ভাষা এবং তাহাতে বর্ণিত আচার ব্যবহারের প্রকার ও তাহার স্তোত্রে পরিব্যক্ত তাৎকালিক অবস্থাপন্ন লোকের মানসিক সরল ভাব উহার প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। এই ঋগ্বেদ দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের আলোচনা হইয়া আসিতেছে।

গ্রীশ, ইটালি, ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশে যে দেব-দেবীর উপাসনা প্রচলিত আছে, এই ধর্ম্মের আদি-ক্ষেত্র ভারতবর্ষ হইতে বোধ হয় তৎসমুদায় গৃহীত হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি, ভারতবর্ষীয় দেব-দেবীর সহিত ঐ সমস্ত দেশের দেব-দেবীর নাম-সাদৃশ্য ও কর্ম্ম-সাদৃশ্য আছে; এবং এখানকার উৎসবের সহিতও তত্রত্য উৎসবের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়[২]।

তিবাদ আছে, তাহাদের প্রত্যেককেই অসীম শক্তি অসীম জ্ঞান বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। কবি যখন কোন দেবতা বিশেষকে স্তব করিতেছেন তখন ঈশ্বরকে যেমন এক মাত্র অদ্বিতীয় পূর্ণ ভাবে দেখিতে হয়, উপাস্য দেবতাকে সেই ভাবেই দেখিয়াছেন। এম্‌সিএম্‌ট্‌ সাংস্কৃট্‌ লিটরেচর ৫৩২ পৃং।

২ প্রসিদ্ধ স্মৃতিশাস্ত্র সংগ্রহকার রঘুনন্দন লিখিয়াছেন, "সুপ্তে জনার্দ্দনে কৃষ্ণে পঞ্চম্যাং ভবনাঙ্গনে। পূজয়েৎ মনসা দেবীং স্নুহীবিটপ সংস্থিতাং॥ পঞ্চনাভে গতে শয্যাং দেবৈঃ সর্ব্বৈরনন্তরং। পঞ্চম্যামসিতে পক্ষে সমুত্তিষ্ঠতি পন্নগী॥ দেবীং সম্পূজ্য নত্বাচ ন সর্পভয়মাপ্নুয়াৎ॥ পঞ্চম্যাং পূজয়েন্নাগান অনন্তাদ্যান মহোরগান। ক্ষীরং সর্পিস্তু নৈবেদ্যাং দেয়ং সর্পবিষাপহং। পদ্মপুরাণ। কৃষ্ণের শয়নকালে শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে প্রাঙ্গনে মনসা দেবীর পূজা করিবে। ঐ সময় পাতাল হইতে পন্নগী উত্থিত হয়; তাহাকে পূজা ও নমস্কার করিলে আর সর্প-ভয় থাকে না। এই পঞ্চমীতে অনন্ত প্রভৃতি মহা নাগগণকে পূজা করিবে। এই উৎসবটি বঙ্গদেশ অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যে সমধিক প্রচলিত আছে। এই জন্য নাগের মধ্যে কালিয়েরও পূজা হইয়া থাকে। এই কালিয়কে বসুদেব-তনয় কৃষ্ণ যমুনার অন্তর্গত কালিয় নামক হ্রদ মধ্যে দমন করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে এই বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিবার নিমিত্ত সকলে মহা সমারোহে একটি উৎসব করিয়া থাকে। ঐ উৎসব দিবসে মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি নানা প্রকার বীরকার্য্য প্রদর্শিত হয়। এই উৎসবকে নাগপঞ্চমী বলে। এই রূপ উৎসব ফ্রিজিয়া, ইটালি সিরিয়া গ্রিশ ইজিপ্ত প্রভৃতি স্থানেও দৃষ্ট হইত। গ্রিশ দেশে আপোলো দেবের দ্বারা পাইথান সর্প নিহত হয়। পাইথান এইটি গ্রিক শব্দ। ইহার অর্থ মৃত্যু এবং আমাদিগের কৃষ্ণ দ্বারা যে সর্পটি নিপীড়িত হয় তাহার নাম কালিয় কাল—মৃত্যু। কৃষ্ণ ও আপোলোর অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে এই নিমিত্ত ইউরোপের লেখকেরা কৃষ্ণকে 'ইণ্ডিয়ান আপোলো' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ডেলফিতে আপোলের এই বীর কার্য্যটি অবিলুপ্ত রাখিবার নিমিত্ত মহাসমারোহে একটি উৎসব হইত এবং ঐউৎসব কালে মল্ল যুদ্ধ প্রভৃতি নানা প্রকার বীর কার্য্য প্রদর্শিত এবং পাইথান সর্পের পূজাও প্রদত্ত হইত। নাগ-পূজায় নাগের আকার পূর্ব্বার্দ্ধ মনুষ্যের ন্যায় ও অপরার্দ্ধ সর্পের ন্যায় নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ভাগবতে বর্ণিত আছে

হিন্দুজাতি যখন ভুখারা গান্ধারা সমরকন্দ প্রভৃতি স্থানে বাস করিত, তখন বোধ হয় বৈদিক দেবতার উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে। প্রতীতি হইতেছে,এই আদি হিন্দুজাতি হইতে গ্রিকেরা উহার দুই একটি দেবতা লইয়া থাকিবে ° তৎপরে যখন হিন্দুদিগের সহিত উহাদিগের বাণিজ্যাদি সংস্রব হইয়াছিল, তখন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য দেব দেবীও গ্রহণ করিয়াছিল। অধুনা জাতির নিয়ম যেমন কঠিন দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কালে এরূপ ছিল না; এবং যখন বেদাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রে সমুদ্র গমন ও বাণিজ্যাদিরও উল্লেখ আছে ° তখন পূর্ব্বতন হিন্দুরা যে পৃথিবীর অন্যান্য ভাগে গমনাগমন করিতেন, ও অন্যান্য জাতির সহিত নানা প্রকার সম্বন্ধ-সূত্রে বদ্ধ থাকিতেন; তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। ইহারা কি যুদ্ধ, কি বাণিজ্য, কি শিল্প, এই সকল বিষয়ে বিদেশীয়দিগের সহিত যে সংস্রব রাখিতেন; ইহা নানা প্রকারে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। °

যখন কৃষ্ণ কালিয় সর্পকে নিপীড়িত করেন, সেই সময়ে কালিয়ের স্ত্রীগণ কৃষ্ণকে আসিয়া স্তব স্তুতি করিয়াছিল। ঐ সময়ে উহাদের আকার অর্দ্ধ মনুষ্য ও অর্দ্ধ সর্পের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। ফ্রিজিয়া ইটালি ও সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে নাগের ঐ রূপই আকার প্রস্তুত হইত। ইজিপ্ট দেশে আবিস নামক পক্ষী ভুজঙ্গভুক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে এই পক্ষীর সহিত আমাদিগের গরুড়ের সম্পূর্ণ সারূপ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের এই দেশে শুক্লপক্ষের পঞ্চম দিবসে এই উৎসব হয়, গ্রিশ দেশে পঞ্চম বৎসরে এই উৎসব হইত। ওরিএমন্টাল মাগাজিন ৯ নং

৩ গ্রিকদিগের ডায়সপিটর নামে এক দেবতা ছিল। এই দেবতা আমাদিগের ঋগ্বেদের দিবস্পতি হইতে পারে। ইহাদিগের প্রভাতের দেবীর নাম ইয়স ইহা আমাদিগের উষা হইতে পারে। ইহাদিগের হারমোজা আমাদিগের সারমেয়; ইহাদিগের ইউরেনস্ আমাদিগের বরুণ এবং ইহাদিগের ডিউস আমাদিগের দেবস হইতে পারে।

৪ বৈদিক সময়ের আর্য্যেরা সমুদ্র যাত্রা ও বাণিজ্য করিতেন। কারণ বেদে বণিক,সমুদ্র যাত্রা ও শতক্ষেপণী যুক্ত জলযানের বিষয় উল্লেখ আছে। হোরেলারস্ ইণ্ডিয়া ১ খ ২১ পৃ।

৫ প্রথম শতাব্দীতে ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বেত্তারা রোমক দেশে গিয়া বাস করিতেন। তথাকার সম্ভ্রান্ত ধনী লোকেরা স্বদেশ মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যা প্রচারার্থ তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন। প্রথম খৃষ্টীয় শতাব্দীতে হিন্দুজাতি দেশ ভ্রমণে অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। কোন কোন হিন্দু রাজা স্বদেশীয় কএক জনকে রোম ও গ্রীশ দেশে দূত স্বরূপ প্রেরণ করেন। এই দূতগণের মধ্যে কেহ কেহ এস্পেন দেশ পর্য্যন্ত গিয়াছিল, কেহ কেহ আলেকজান্দ্রিয়া এবং ইজিপ্ট দেশ দর্শন করিয়াছিল এবং অন্য এক জন এথেন্স নগরে অগ্নিপ্রবেশ করে। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ মহাত্মা টলেমি কহেন, যে তিনি তৃতীয় শতাব্দীতে কতগুলি হিন্দু জাতীয় দূতকে সন্দর্শন ও তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা মহাত্মা হানিবল যখন যুদ্ধ যাত্রা করেন, তখন তাঁহার কতকগুলি হিন্দুজাতীয় হস্তিপক ছিল। ইটালি দেশে ভারতবর্ষীয় হস্তিপকেরা হস্তীর হিন্দি নাম প্রচার করিয়া আইসে। ইহার পূর্ব্বে তথায় হস্তীর বিশেষ নাম ছিল না। পূর্ব্বে গ্রিশ দেশে কতগুলি হিন্দু স্ত্রী-পুরুষ ভৃত্য ভাবে কালযাপন করিত। হেসিকিয়স কহেন যে থ্রেশ দেশে সিন্দি নামে এক জাতি ছিল, তাহারা হিন্দুস্থান হইতে তথায় উপনিবাস সংস্থাপন করে। যখন গল দেশে মেটেলস্ সেলর প্রোকমসল ছিলেন তখন তিনি সুইভি দেশের রাজা অরিভিষ্টকে কতকগুলি হিন্দুজাতীয় লোক উপঢৌকন স্বরূপ দিয়াছিলেন। ইহারা সামুদ্রিক বণিক ছিল এবং সমুদ্র যাত্রা প্রসঙ্গে জর্ম্মান দেশে উপনীত হয়। জর্ম্মান সমুদ্রে ইহাদিগের যান ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। যখন মহাবীর আলেকজান্দর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন তিনি পঞ্জাব প্রদেশে শিবি নামে এক জাতি দেখিয়া ছিলেন। ঐ জাতি গৃহ মধ্যে হার্কুলিসের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া রাখিত। যমুনা নদীর সন্নিহিত শূরসেন দেশে ঐ দেবতার প্রতিকৃতি ছিল। ইতিহাস লেখক কিন-

ভারতবর্ষীয়দিগের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য অংশের লোকের যে একটি যোগ ছিল, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। পরে যখন মুসলমানদিগের আধিপত্য উপস্থিত হয়, তখন এই সংস্রব এক কালে রহিত হইয়া যায়, আরব দস্যুর ভয়ে আর কেহ সমুদ্র যাত্রা করিতে সাহসী হইত না, বিদেশ বাণিজ্যের সহিত স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি রহিত হইয়া যায়।

যখন হিন্দুদিগের সহিত গ্রিক প্রভৃতি সুসভ্য জাতির এত দূর ঘনিষ্ঠতা ছিল; তখন তাঁহারা যে এই ধর্ম্ম-ক্ষেত্র ভারতবর্ষ হইতে দেব দেবীর উপাসনা গ্রহণ করেন; ইহা অত্যন্ত সম্ভব।

ষ্ট্রেটস্ কহেন, যে হরিদ্বারে পর্ব্বতে ক্ষোদিত গ্রিশ দেশীয় দেবতার কতগুলি মূর্ত্তি ছিল, পঞ্জাবে গ্রিশ দেশীয় শিল্পিরা যে মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ছিল ঐ সমস্ত তাহারই অনুরূপ। ঐ মহাত্মা আরও কহেন যে, রোমকেরা সঙ্খাশুরের প্রতিমূর্ত্তি-অঙ্কিত বস্ত্র দ্বারা আপনাদিগের গৃহসজ্জা করিত। খৃষ্টের জন্মের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে স্কাইলাক্স নামা এক জন গ্রিক দেশীয় নাবিক সর্ব্বপ্রথমে ডেরাইঅস হিটাসপেসের আদেশে ভারতবর্ষ পর্য্যবেক্ষণার্থ আগমন করেন। সিন্ধুনদীর তটে এক্ষণে যাহাকে কেশব পুর কহে, তিনি আসিয়া ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া ছিলেন। তাঁহার পর খৃষ্টের জন্মের ৪৩০ বৎসর পূর্ব্বে তত্ত্ববিৎ মহাত্মা ফিডন ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই রূপ কথিত আছে যে ভারতবর্ষীয়েরা তাঁহাকে ক্রীত দাসের ন্যায় বিক্রয় করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি এথেন নগরে দৃষ্ট হন। খৃষ্টের পূর্ব্বে ২৫৫ বৎসর হইতে ২২৬ পর্য্যন্ত বক্ট্রিয়া দেশীয় গ্রীক রাজারা সিন্ধু প্রদেশ সকল শাসন করিয়া ছিলেন। এই সকল ভূপালগণের মধ্যে কেহ কেহ ভারতবর্ষের পশ্চিম ভাগীরথী প্রদেশ সকল অধিকার করেন। আসিয়াটিক রিসার্চ্চ ১০ম খণ্ড। যখন ইতিহাসের সৃষ্টি হইয়াছে এই সমস্ত প্রমাণ সেই সময়ের; কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও যে হিন্দুদিগের সহিত ঐ সকল জাতির সম্বন্ধ ছিল, তাহার অসম্ভাবনা কি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাম্বৎসরিক পিতৃ-শ্রাদ্ধ।

শুক্ল নবমী ২৪ শ্রাবণ।

প্রাতে ৯ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বারা সভা পূর্ণ হইলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাসনা-মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া দ্ব্যধিক শত ভোজ্য উৎসর্গ করিলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উক্ত মন্ত্র পাঠ করাইলেন।

ওঁতৎসৎ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং।

ধীরেরা আকাশে প্রসারিত চক্ষুর ন্যায় যে বিশ্বব্যাপী পরমাত্মাকে সর্ব্বদা দর্শন করেন, তাঁহার পবিত্র সন্নিকর্ষ উপলব্ধি করি।

ওঁতৎসৎ অদ্য শ্রাবণে মাসি শুক্লে পক্ষে নবম্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্য গোত্রঃ শ্রী দেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা শাণ্ডিল্য গোত্রস্য পিতুর্দ্বারকানাথ দেবশর্ম্মণঃ অক্ষয়স্বর্গকামনয়া এতানি সঘৃত-সোপকরণ আমান্ন ভোজ্যানি যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে সম্প্রদানায় অহং দদানি।

ওঁতৎসৎ অদ্য শ্রাবণে মাসি শুক্লে পক্ষে নবম্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্য গোত্রঃ শ্রী দেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ দান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে সম্প্রদানায় অহং দদানি।

কৃতৈতৎ দান কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। ওঁ অস্তু (ইতি প্রতিবচনং)।

তৎপরে শ্রাদ্ধ কর্ত্তা বেদীর সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলে আচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া এই উদ্বোধন করিলেন।

"অদ্য সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ কর্ম্ম অনুষ্ঠানের নিমিত্ত সেই সিদ্ধিদাতা বিধাতা পুরুষের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই।"

পরে এই ব্রহ্মসঙ্গীত হইল—

বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর, গায় সকল জগত বাসী।

প্রভু দয়ার অবতার অতুল গুণ-নিধান, পূর্ণ ব্রহ্ম অবিনাশী।

না ছিল এ সব কিছু, আঁধার ছিল অতি ঘোর দিগন্ত প্রসারি।

ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল, জয় জয় মহিমা তোমারি।

রবি চন্দ্র পরে, জ্যোতি তোমার, হে আদি-জ্যোতি কল্যাণ।

জগত-পিতা জগত-পালক তুমি সকল মঙ্গলের নিদান।

পরে প্রকৃত উপাসনা আরম্ভ হইল, যথা—

ওঁ যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। যওষধীষু যোবনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

শান্তং শিবমদ্বৈতং।

ওঁসপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায় নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়। নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়। ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশং। ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং। ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং। মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং। বয়ং ত্বাং স্মরামোবয়ং ত্বাং ভজামোবয়ং ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ। সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ।

হে ঈশ্বর! তুমি আমারদের জীবনের জীবন ও চির কালের সুহৃৎ। তুমি আমাদের সমুদায় প্রীতিকে তোমার প্রতি লইয়া যাও এবং তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে আমারদিগকে অটল উৎসাহ প্রদান কর, যেন আমরা সকল অবস্থাতে সকল সময়ে তোমার মহিমাকে মহীয়ান্ করি, যেন তোমাকেই জীবনের লক্ষ্য জানিয়া তাবৎ সংসার-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করি। হে নাথ! যাহাতে হৃদয় মন সকলই তোমাকে দিয়া তোমার কার্য্য করিতে পারি, এমন শুভ-বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-বল প্রেরণ কর। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ধ্যান—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

স্বাধ্যায়—ওঁ ব্রহ্মবাদিনোবদন্তি। যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। রসোবৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দোন স্যাৎ। এষহ্যেবানন্দয়াতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ং গতোভবতি। যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ। এষোস্য পরমোলোক এষোস্য পরমআনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

তৎপরে এই গান হইল—

তাঁহারি শরণ লয়ে রহিও, শরণ লয়ে রহিও।
যাঁহারি কৃপায় তুমি খুলিলে নয়ন, তাঁরে আগে দেখিও।

তৎপরে আচার্য্য শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি হইতে এই কয়েকটি শ্লোক অর্থের সহিত পাঠ করিলেন—

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ॥

গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জানিয়া সর্ব্ব প্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহারদের সেবা করিবেন।

শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ॥

কুলপাবন সৎপুত্র পিতামাতাকে মৃদু বাক্য কহিবেক, সর্ব্বদা তাঁহারদের প্রিয় কার্য্য করিবেক এবং আজ্ঞাবহ থাকিবেক।

গুরূণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং মাতা পরমকোগুরুঃ।
মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা॥

সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু হয়েন; মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরু, আর পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর।

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাং।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি॥

সন্তান হইলে পিতা মাতা যেরূপ ক্লেশ সহ্য করেন, শত বৎসরেও তাহার পরিশোধ করিতে কেহ শক্ত হয় না।

পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যস্থানং স্ম গচ্ছতি। পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে॥

মনুষ্য পুণ্য কর্ম্ম করিলে পবিত্র কীর্ত্তি লাভ করেন এবং পুণ্য লোকে গমন করেন; পুণ্য জীবের প্রাণ ধারণ করেন, পুণ্য প্রাণদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াৎ বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।
পরলোকসহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্॥

কোন প্রাণীকে পীড়া না দিয়া, পর লোকে সাহায্য লাভার্থে, পুত্তিকেরা যেরূপ বল্মীক প্রস্তুত করে, তদ্রূপ অল্পে অল্পে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবেক।

নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥

পরলোকে সহায়ের নিমিত্ত পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, জ্ঞাতি বন্ধু, কেহই থাকেন না; কেবল ধর্ম্মই থাকেন।

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেকএব প্রলীয়তে।
একোহনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেকএব তু দুষ্কৃতং॥

মনুষ্য একাকী জন্ম গ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়; একাকী স্বীয় পুণ্য ফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃত ফল ভোগ করে।

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্টসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি॥

বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কাষ্ঠ-লোষ্টবৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন; ধর্ম্ম তাহার অনুগামী হয়েন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এই ব্যাখ্যান পাঠ করিলেন—

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্ব-প্রযত্নতঃ।

গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা-স্বরূপ জানিয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহারদের সেবা করিবেন।

পরমেশ্বরেরই এই সংসার, তিনি ইহার পরম পিতা। তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে তিনি এক এক পরিবারে এক এক পিতাকে আপনার প্রতিনিধি-রূপে নিযুক্ত করিয়া সুনিপুণ প্রণালী স্থাপন করিলেন; এবং নিজের মঙ্গল-ভাবের প্রতিরূপ যে স্নেহ মমতা, তাহা জনক-জননীর বিকশিত হৃদয়ে অর্পণ করিলেন। এই রূপে তিনি প্রতি পরিবারে আপন প্রতিনিধির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার এই বিশাল বিশ্ব-সংসার পালন করিতেছেন। যেমন নভোমণ্ডলে এক এক সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া গ্রহ উপগ্রহ-সকল প্রজ্বলিত রহিয়াছে, সেই রূপ এই সংসার-ক্ষেত্রে এক এক পিতার অধীনে থাকিয়া পুত্র-কন্যারা জীবন ও সম্পদ্ লাভ করিতেছে। সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু, মাতার স্নেহ ও দুগ্ধে প্রথমেই বালক পরিপোষিত হয়। ঈশ্বরেরই মঙ্গল-ভাব মাতার হৃদয়ে স্নেহ-রূপে, স্তনে দুগ্ধ-রূপে পরিণত হইয়াছে। সকলের জননী সকলের ধরিত্রী যে এই পৃথিবী, মাতা এই পৃথিবী অপেক্ষাও গরীয়সী; আবার পিতা তাঁহা হইতেও গুরুতর। অতএব গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা-স্বরূপ জানিয়া, ঈশ্বরের প্রতিনিধি-স্বরূপ জানিয়া, সর্ব্ব-প্রযত্নে তাঁহাদের সেবা করিবেক। কুল-পাবন সৎপুত্র তাঁহারদিগের প্রতি মৃদু বাক্য কহিবেক, তাঁহারদের প্রিয় কার্য্য করিবেক ও সর্ব্বদা আজ্ঞাবহ থাকিবেক। সংসারের স্নেহ নিম্নগামী; স্নেহ-ভাজনকে স্নেহ সকলে সহজেই করে। ভক্তি কিন্তু দেব-ভাব, তাহা নিম্নগামী নহে। পশুর মধ্যে দেখ স্নেহ-বৃত্তি কেমন প্রবলা, শাবকদিগকে তাহারা কেমন স্নেহে কেমন যত্নে পালন করে; কিন্তু পিতামাতার প্রতি সেই পশু-শাবকদিগের শ্রদ্ধা ভক্তি কোথায়? ভক্তির ভাব কেবল মনুষ্যে। ভক্তির ভাব পশুতে নাই; ইহা অতি উৎকৃষ্ট ভাব, সুতরাং অতি বিরল। পিতামাতা সহজেই পুত্রদিগকে স্নেহ করেন; কিন্তু যাহারা সৎপুত্র—কুলপাবন সৎপুত্র, তাহারাই কেবল পিতামাতাকে কর্ত্তব্যানুযায়ী ভক্তি করে। যে পরিমাণে স্নেহ, সে পরিমাণে এখানে ভক্তি নাই। একটি যে নির্ভরের ভাব, সেই নির্ভরের ভাবটি ভক্তিভাবকে উত্তেজিত করে; সেই জন্য বালকের যত দিন পিতার উপরে নির্ভর থাকে, তত দিন তার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিও থাকে। কিন্তু যে বালক যুবা হইয়া, কর্ম্মক্ষম ও স্বাধীন হইয়া, তাহার বৃদ্ধ পিতামাতাকে ভক্তি সহকারে সেবা করে, সেই তার নিষ্কাম ভক্তি। ইতিহাস পুরাবৃত্তে এবং বর্ত্তমান সাধুদিগের জীবন-চরিতে এমত কত শত দৃষ্টান্ত আছে যে পিতার জন্য পুত্রেরা অগণ্য কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, পিতার মঙ্গলই তাহাদের মনের অভিসন্ধি। কঠোপনিষদে ইহার একটি সুন্দর উদাহরণ আছে। যখন পিতা নচিকেতার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে "তোমাকে যমেরে দিলাম" তখন শ্রদ্ধাবিষ্ট নচিকেতা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, পিতা যদি অঙ্গীকার করিয়াও স্নেহানুরোধে আমাকে যম-ভবনে পাঠাইয়া না দেন, তবে তাঁহার কথা মিথ্যা হইয়া তাঁহার সাংঘাতিক অনিষ্ট হইবে। অতএব তাঁহাকে তিনি এই বেদ-বাক্য স্মরণ করিয়া দিলেন "অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথা পরে। শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ।" "পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখ; আর এখনকার সাধু সজ্জনেরা যে প্রকার আচরণ করিতেছেন, তাহাও দেখ। শস্যের ন্যায় মনুষ্য জীর্ণ হইয়া মরে, আবার শস্যের ন্যায় পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে। এমন অনিত্য সংসারে মিথ্যা কহিবার প্রয়োজন কি? অতএব হে পিতঃ! তুমি আপনার প্রতিজ্ঞা পালন কর, আমাকে যম-সদনে প্রেরণ কর।" দেখ তাঁর কেমন পিতৃ-ভক্তি! আপনাকে যমেরে দিয়াও পিতার ইষ্ট-সাধনে

তিনি তৎপর হইয়াছিলেন। আবার যম যখন তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে অভিলাষ করিলেন, তখন সর্ব্ব প্রথমেই তিনি বর চাহিলেন যে "শান্তসংকল্পঃ সুমনা যথা স্যাৎ" আমাকে তোমার নিকটে পাঠাইয়া পিতা অতিশয় শোকাকুল হইয়াছেন; অতএব যাহাতে তিনি শান্তচিত্ত সুমনা হন, তাহাই বিধান কর। কঠোপনিষদের আখ্যায়িকাতে সৎপুত্র নচিকেতার পিতার প্রতি মনের ভক্তি-ভাব কেমন প্রকাশ পাইতেছে। ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ব্রহ্ম-পরায়ণ হইয়া ঈশ্বরের প্রতিনিধি-স্বরূপ পিতামাতাকে ভক্তি করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম উপদেশ। আমাদিগের বল-বীর্য্য যাহা কিছু সকলি পিতামাতা হইতে পাইয়াছি; পিতামাতারই প্রতি ভক্তি-বৃত্তি সর্ব্ব প্রথমে উত্থিত হউক। কুল-পাবন সৎপুত্র সর্ব্ব-প্রযত্নে যেন পিতামাতাকে সেবা করেন, সর্ব্বদা তাঁহারদের প্রিয় কার্য্য করেন ও আজ্ঞাবহ থাকেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে যাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই, যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের শাসন ও উপদেশ অবহেলা করেন, তাঁহারা হয়তো বিদ্যার গৌরবে পিতামাতাকে লঘু জ্ঞান করেন, অথবা ধন-মদে মত্ত হইয়া তাঁহারদিগকে অবহেলা করেন। হে প্রিয় ব্রাহ্ম সকল! তোমরা কদাপি এমন গর্হিত কর্ম্ম করিও না— তোমরা বিদ্যা-মদে বা ধন-মদে উন্মত্ত হইয়া পিতৃ হেলন করিও না। আমরা পিতামাতার আশ্রয়ে থাকিয়াই বল বীর্য্য, বিদ্যা বুদ্ধি, উপার্জ্জন করিয়াছি এবং তাঁহারদের প্রসাদেই ধন মান প্রতিপত্তি যাহা কিছু লাভ করিয়াছি; অতএব তাঁহারদিগকে অবহেলা বা পরিত্যাগ করিও না। তোমরা বৃদ্ধ পিতামাতার যষ্টি-স্বরূপ হইয়া আমৃত্যু তাঁহারদিগকে রক্ষা করিবে; এই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ। যদিও তোমারদের প্রতি তাঁহারা বিরক্ত হন, ও তাঁহাদের স্নেহ অল্প হয়, তথাপি তোমরা তাঁহাদের প্রিয় আচরণ করিবে,তাঁহাদিগকে সমধিক ভক্তি করিবে। "যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাং। ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি।" সন্তান হইলে পিতামাতা যে ক্লেশ সহ্য করেন, শত বৎসরেও তাহার পরিশোধ করিতে কেহ শক্ত হয় না।

হে পরমাত্মন্! তুমি পিতা-পুত্রের যে প্রকার সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছ, তাহা উভয়েই যেন সাবধান হইয়া রক্ষা করেন, উভয়েই যেন সমভাবে তোমারই প্রতি দৃষ্টি করেন; সংসার তরঙ্গের মধ্যে সকল পরিবারই যেন প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করে। বঙ্গ দেশের সকল পরিবারে পিতা-পুত্রের অন্তরে তোমার মঙ্গল ভাব প্রেরণ কর; তোমার উৎসাহধ্বনিতে বঙ্গ দেশের চির-নিদ্রা ভঙ্গ কর, ইহার পতিত সন্তান-সকল তোমার যথার্থ পূজা করিয়া তোমাকে ধন্যবাদ দিয়া কৃতার্থ হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

পরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া এই প্রার্থনা করিলেন—

হে পরম পিতা, অখিল মাতা! অদ্য আমার পিতার শ্রাদ্ধ-বাসরে সপরিবারে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তোমাকে প্রীতি-পুজা প্রদান করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, যেমন তুমি আমারদের এখানকার সকলের মঙ্গল বিধান করিতেছ, সেইরূপ পরলোকবাসী আমার অতি শ্রদ্ধেয় ভক্তি-ভাজন পিতার আত্মার উন্নতি সাধন কর, এবং সংসারের পাপ তাপ হইতে মুক্ত করিয়া তোমার সঙ্গী করিয়া লও। তোমার প্রতিনিধি-স্বরূপ পিতা হইতেই আমি শরীর, মন, জীবন, আত্মা সকলই পাইয়াছি। পিতা মধু-স্বরূপ। পিতা হইতেই সুখ-সৌভাগ্য, পিতা হইতেই বল-বীর্য্য, পিতা হইতেই ধর্ম্মপথে চলিবার অধিকার পাইয়াছি। পিতাকে পাইয়াই পরম পিতাকে লাভ করিয়াছি, তোমার মহিমা সর্ব্বত্র অনুভব করিতেছি। অতএব তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভক্তি উদ্দীপন কর এবং আমাকে তাঁহার সমর্পিত সংসার-ধর্ম্মের ভার বহন করিবার ক্ষমতা দেও। তিনি যে লোকে থাকুন, আমার প্রতি প্রসন্ন থাকুন; এবং তাঁহার অপ্রিয় ব্যবহার যাহা কিছু করিয়া থাকি, তিনি তাহা ক্ষমা করুন। তোমার প্রসাদে আমার এই বংশ যেন পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-পুরুষদিগের সাধু-বৃত্তি-সকল অনুকরণ করে। হে মঙ্গলময়! তুমি এই পরিবারের সকলের মধ্যে মঙ্গল-ভাব বিস্তার কর। এই পরিবার তোমারই প্রিয় পরিবার, তোমার মঙ্গল-দৃষ্টি হইতে আমারদের কেহই বিচ্যুত নহে। হে জীবন-দাতা জ্ঞান-দাতা পরম পিতা! তোমার জ্ঞান আমারদিগের শিক্ষা দেও, তোমার আশ্রয় প্রদান কর, এবং তোমার অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে আমারদের সকল অভাব দূর কর। তোমা হইতে আমরা যে কিছু মঙ্গল প্রাপ্ত হই, তাহাতেই যেন সন্তোষে থাকি। তুমি যাহা কিছু দিয়াছ, যদি সকলই যায়; তথাপি তোমার মঙ্গল-স্বরূপে বিশ্বাস যেন কখনই শিথিল না হয়। তুমি আমারদিগকে সংসারের সম্পদেই প্রেরণ কর, আর বিপদেই আবৃত কর, হে মঙ্গলময়! প্রত্যেক অবস্থার পরিবর্ত্তনে তুমি আমারদের সঙ্গেই থাকিও। তোমার দক্ষিণ-মুখ— তোমার প্রেম-দৃষ্টি যেন সকল সময় আমারদের হৃদয়কে প্রফুল্ল ও উন্নত করিয়া রাখে। হে বিশ্ব-

বিধাতা জগৎপিতা! তোমার প্রসাদে বায়ু মধু বহন করিতেছে, সমুদ্র মধু ক্ষরণ করিতেছে; আবার তোমারই প্রসাদে ওষধি বনস্পতি-সকল মধুমান্ হউক, গো-সকল সুমধুর দুগ্ধ দান করুক। রাত্রি মধু হউক, উষা মধু হউক, দ্যুলোক ও সূর্য্য মধুময় হউক; পিতা তোমার মধুময় মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ করুন।

হে নিরবদ্য নিরঞ্জন পবিত্র পরমেশ্বর! আমরা যেমন এক্ষণে তোমার উদার প্রসাদ অনুভব করিতেছি; এই প্রকার যখন পৃথিবীর দিন অবসান হইবে, তখন আবার যেন আমরা প্রত্যেকে তোমার চরণের মঙ্গল-ছায়া লাভ করিতে পাই। এই পরিবার মধ্যে, আমাদের দেশে, সমুদয় পৃথিবীতে তোমার প্রসাদ বিতরণ কর। তোমার জ্যোতি, তোমার সত্য, সকল স্থানে প্রেরণ কর। তোমার রাজ্যের সকল স্থান হইতেই যেন সত্যের প্রস্রবণ প্রমুক্ত হয়, এবং মঙ্গল ভাবের উৎস উৎসারিত হইতে থাকে।

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥ মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তুনঃ পিতা॥ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমান্ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ॥

ওঁ মধু মধু মধু।

পুরুষোত্তমাদ্বলরামো বলরামাদ্ধরিহরো হরিহরাদ্রামানন্দো রামানন্দান্মহেশো মহেশাৎ পঞ্চাননঃ পঞ্চাননাজ্জয়রামো জয়রামান্নীলমণি র্নীলমণে রামলোচনো রামলোচনাদ্দ্বারকানাথো নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যো নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ।

ওঁ দাতারো নোভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমৎ বহুদেয়ঞ্চ নোস্ত্বিতি॥ ওঁ নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যো নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ।

পরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা এক শত টাকা হস্তে লইয়া আচার্য্যের হস্তে এই বলিয়া সমর্পণ করিলেন যে আমি এই শত মুদ্রা ব্রাহ্মসমাজে দান করিলাম, আপনি তথা হইতে দীন দরিদ্র অনাথদিগকে ইহা বিতরণ করিবেন।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ এই আশীর্ব্বাদ করিলেন।

যস্তয়াজ্ঞাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
বর্ষাদ্ভিঃ প্রবর্ত্তন্তে স দেবস্ত্বাং প্রসীদতু॥
হংসাঃ শুক্লীকৃতা যেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স দেবস্ত্বাং প্রসীদতু॥

পরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা ভক্তিভরে ঈশ্বরের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

পরে আচার্য্যদিগকে তিনি স্বয়ং মাল্য প্রদান করিলেন।

অনন্তর এই ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া শ্রাদ্ধ-কর্ম্ম শেষ হইল।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

জননী সমান করেন পালন, সবে বাঁধি আপন স্নেহ-গুণে। মাতার হৃদয়ে দিলেন স্নেহ-নীর, দুগ্ধ দিলেন মাতার স্তনে।

পাপী তাপী, সাধু অসাধু, দিবেন সবারে মঙ্গল ছায়া। কে বা জানে কত সুখ-রত্ন দিবেন মাতা লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে।

বিজ্ঞাপন

আগামী ৭ আশ্বিন রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭ সাত ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববিদ্যা।

প্রথম খণ্ড-জ্ঞানকাণ্ড।

দর্শনশাস্ত্রসংক্রান্ত যে সকল সিদ্ধান্ত ধর্ম্মের নিমিত্ত অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, এই গ্রন্থে তাহা যথাসাধ্য স্পষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজপুস্তকালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড যোগকাণ্ড অবিলম্বে প্রকাশিত হইবে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাশুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৪। কলিগতাব্দ ৪৯৬৮। ২৭ ভাদ্র বুধ বার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম কল্প

প্রথম ভাগ।

আশ্বিন ১৭৮৯ শক।

২৯০ সংখ্যা

৩৮ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে

ষষ্ঠং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ বিশ্বেদেবা দেবতা।

১০৩৯

১। ঋজুনীতী নো বরুণো মিত্রো নয়তু বিদ্বান্। অর্য্যমা দেবৈঃ সজোষাঃ।

১। অহরভিমানী দেবঃ 'মিত্রঃ' 'বরুণঃ' রাত্র্যভিমানী। মিত্রশ্চ বরুণশ্চ 'বিদ্বান' নেতব্যং উত্তমং স্থানং জানন্ 'নঃ' অস্মান 'ঋজুনীতী' ঋজুনীত্যা ঋজুনয়নেন কৌটিল্য-রহিতেন গমনেন 'নয়তু' অভিমতং ফলং প্রাপয়তু। তথা 'দেবৈঃ' অন্যৈঃ ইন্দ্রাদিভিঃ 'সজোষাঃ' সমানপ্রীতিঃ 'অর্য্যমা' অহোরাত্রবিভাগস্য কর্ত্তা সূর্য্যশ্চ অস্মান ঋজুগ-মনেন অভিমতং স্থানং প্রাপয়তু।

১। অভিজ্ঞ মিত্র বরুণ এবং ইন্দ্রাদির সমান প্রীতিভাজন অর্য্যমা অকুটিল গতি দ্বারা আমাদিগকে অভিমত ফল প্রদান করুন।

১০৪০

২। তে হি বস্বো বসবানাস্তে অপ্রমূরা মহোভিঃ। ব্রতা রক্ষন্তে বিশ্বাহা।

২। 'তে' 'হি' পূর্ব্বোক্তাঃ মিত্রাদয়ঃ 'বস্বঃ' বসুনঃ ধনস্য 'বসবানাঃ' বাসকাঃ আচ্ছাদয়িতারঃ সর্ব্বং জগৎ ধনেনা-চ্ছাদয়ন্তীত্যর্থঃ। অতঃ 'তে' মিত্রাদয়ঃ 'অপ্রমূরাঃ' অপ্র-মূর্চ্ছিতাঃ অমূঢ়াঃ প্রাজ্ঞাঃ সন্তঃ 'মহোভিঃ' আত্মীয়ৈঃ তেজোভিঃ 'বিশ্বাহা' সর্ব্বাণি অহানি। সর্ব্বেষ্বপ্যহস্সু 'ব্রতানি' জগন্নির্ব্বাহরূপাণি স্বকীয়ানি কর্ম্মাণি 'রক্ষন্তে' পালয়ন্তি।

২। মিত্রাদি দেবগণ ধন দ্বারা সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত তাঁহারা বুদ্ধি পূর্ব্বক স্বীয় তেজ দ্বারা প্রতি দিনই জগন্নির্ব্বাহ রূপ স্বীয় কার্য্য রক্ষা করিতেছেন।

১০৪১

৩। তে অস্মভ্যং শর্ম্ম যংসন্নমৃতা মর্ত্ত্যেভ্যঃ। বাধমানা অপ দ্বিষঃ।

৩। 'অমৃতাঃ' অমরণধর্ম্মাণঃ 'তে' বিশ্বেদেবাঃ 'মর্ত্ত্যেভ্যঃ' মরণধর্ম্মেভ্যঃ 'অস্মভ্যং' অনুষ্ঠাতৃভ্যঃ 'শর্ম্ম' অমৃতলক্ষণং সুখং 'যংসন্' যচ্ছন্তু। কিং কুর্ব্বন্তঃ 'দ্বিষঃ' অস্মদীয়ান শত্রূন 'অপবাধমানাঃ' বিনাশং প্রাপয়ন্তঃ।

৩। অমর বিশ্বেদেবগণ আমাদিগের শত্রুগণকে বিনাশ করত মরণশীল আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন।

১০৪২

৪। বি নঃ পথঃ সুবিতায় চিযংত্বিন্দ্রো মরুতঃ। পূষা ভগো বন্দ্যাসঃ।

৪। 'বন্দ্যাসঃ' সর্ব্বৈর্ব্বন্দনীয়াঃ স্তোতব্যাঃ নমস্কর্ত্তব্যাঃ 'ইন্দ্রঃ' 'মরুতঃ' 'পূষা' 'ভগঃ' এতে দেবাঃ 'নঃ' অস্মাকং 'পথঃ' মার্গান 'বিচিয়ন্তু' অশোভনেভ্যঃ মার্গেভ্যঃ সকাশাৎ পৃথক্‌কুর্ব্বন্তু। কিমর্থং 'সুবিতায়' সুষ্ঠু প্রাপ্তব্যায় স্বর্গাদিফলায়।

৪। ইন্দ্র মরুত পূষা ও ভগ এই সমস্ত বন্দনীয় দেবগণ আমাদিগকে স্বর্গাদি ফল প্রদানার্থ অশুভ পথ হইতে রক্ষা করুন।

১০৪৩

৫। উত নো ধিয়ো গোঅগ্রাঃ পূষন্বিষ্ণবেবয়াবঃ। কর্ত্তা নঃ স্বস্তিমতঃ। ১। ৬। ১৭।

৫। হে 'পূষন্'পোষক দেব হে 'বিষ্ণো' ব্যাপনশীল দেব হে 'এব য়াব' এবৈঃ গন্তৃভিঃ অশ্বৈঃ যাতি গচ্ছতি ইতি এবযাবা মরুদ্গণঃ হে মরুদ্গণ তে সর্ব্বে যূযং 'নঃ' অস্মাকং 'ধিয়ঃ' অগ্নেোর্যামলক্ষণানি কর্ম্মাণি 'গোঅগ্রাঃ' পশ্বগ্রাণি পশুমুখানি অস্মৎসকাশাৎ শ্রেষ্ঠৈঃ পশুভিঃ যুক্তানি 'কর্ত্ত' কুরুত 'উত' আপয় 'নঃ' অস্মান 'স্বস্তিমতঃ' অবিনাশিনঃ কুরুত। ১। ৬। ১৭।

৫। হে পূষন্! হে বিষ্ণো! হে মরুদ্গণ! তোমরা সকলে আমাদিগের কর্ম্ম সকল পশুযুক্ত এবং আমাদিগকে অবিনাশী কর। ১। ৬। ১৭।

১০৪৪

৬। মধু বাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।

৬। 'ঋতং' যজ্ঞং আত্মন ইচ্ছতে যজমানায় 'বাতাঃ' বায়বঃ 'মধু' মাধুর্য্যোপেতং কর্ম্মফলং 'ক্ষরন্তি' বর্ষন্তি প্রযচ্ছন্তীত্যর্থঃ। তথা 'সিন্ধবঃ' স্যন্দনশীলা নদ্যঃ সমুদ্রাঃ বা 'মধু' মাধুর্য্যোপেতং স্বকীয়ং রসং ক্ষরন্তি। এবং 'নঃ' অস্মভ্যং 'ওষধীঃ' ফলপাকান্তা ওষধয়ঃ তাশ্চ 'মাধ্বীঃ মাধুর্য্যোপেতাঃ 'সন্তু' ভবন্তু।

৬। বায়ু সকল যজমানকে মধুর কর্ম্ম ফল প্রদান করিতেছে, এবং সমুদ্র সকল স্বীয় মধুর রস ক্ষরণ করিতেছে। ওষধী সকল আমাদিগের নিমিত্ত মধুর হউক।

১০৪৫

৭। মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দৌরস্তু নঃ পিতা।

৭। 'নক্তং' রাত্রিঃ 'নঃ' অস্মাকং 'মধুমতী' মাধুর্য্যোপেতফলপ্রদা ভবতু। 'উত' অপিচ 'উষসঃ' উষঃ কালোপলক্ষিতানি অহানি চ 'মধুমন্তি' ভবন্তু 'পার্থিবং' 'রজঃ' পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধী লোকঃ অস্মাকং 'মধুমৎ' মাধুর্য্যবিশিষ্টফলযুক্তো ভবতু। 'পিতা' বৃষ্টিপ্রদানেন সর্ব্বেষাং পালয়িতা 'দ্যৌঃ' দ্যুলোকোঽপি 'মধু' মধুযুক্তো ভবতু।

৭। রাত্রি আমাদিগকে মধুর ফল প্রদান করুক। উষাকাল মধুর, পৃথিবীস্থ লোক সকল মধুর, সকলের পালক আকাশও মধুর হউক।

১০৪৬

৮। মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

৮। 'নঃ' অস্মাকং 'বনস্পতিঃ' বনানাং পালয়িতা যূপাভিমানী দেবঃ 'মধুমান' মাধুর্য্যোপেত ফলবানস্তু তাদৃশং ফলং অস্মভ্যং প্রযচ্ছতু ইত্যর্থঃ। 'সূর্য্যঃ' সর্ব্বস্য প্রেরকঃ সবিত চ 'মধুমান' 'অস্তু' 'গাবঃ' অগ্নিহোত্রাদ্যর্থাঃ ধেনবশ্চ 'নঃ' অস্মাকং 'মাধ্বীঃ' মাধুর্য্যোপেতেন পয়সা যুক্তা ভবন্তু।

৮। বনস্পতি মধুর ফল প্রদান করুক। সূর্য্য মধুর হউক এবং ধেনুগণ মধুর দুগ্ধসম্পন্ন হউক।

১০৪৭

অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ।

৯। শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্য্যমা। শং ন

ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণু-রুরুক্রমঃ। ১। ৬। ১৮।

৯। অহরভিমানী 'মিত্রঃ' দেবঃ 'নঃ' অস্মাকং 'শং' সুখকরোভবতু। যদ্বা অস্মদীয়ানামুপদ্রবানাং শময়িতা ভবতু। রাত্র্যভিমানী 'বরুণঃ' চ 'শং' সুখকরোভবতু। 'অর্য্যমা' অহোরাত্রয়োঃ খ্যাপয়িতা সূর্য্যশ্চ 'নঃ অস্মাকং 'শং' সুখকরোভবতু। 'বৃহস্পতিঃ' বৃহতাং দেবানাং পালয়িতা 'ইন্দ্রঃ' চ 'নঃ' অস্মাকং 'শং' সুখকরোভবতু। উরুক্রমঃ' উরু বিস্তীর্ণং ক্রামতি পাদৌ বিক্ষিপতি ইতি উরুক্রমঃ বিষ্ণুর্হি বামনাবতারে পৃথিব্যাদীন লোকান পদ-ত্রয়রূপেণ আক্রান্তবান। অত উরুক্রমো বিষ্ণুশ্চ 'নঃ' অস্মাকং 'শং' সুখকর উপদ্রবানাং শময়িতা বা ভবতু। ১। ৬। ১৮।

৯। মিত্র বরুণ অর্য্যমা দেবগণের পালক ইন্দ্র এবং ত্রিবিক্রম বিষ্ণু আমাদিগের সুখ বিস্তার করুন। ১। ৬। ১৮।

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

পঞ্চদশ উপদেশ।

ব্রহ্ম দর্শন ও ব্রহ্মানন্দ।

যিনি এই নির্ব্বিশেষ সর্ব্বব্যাপী আনন্দ-স্বরূপকে আপনার অন্তরে সর্ব্বক্ষণ সাক্ষাৎ পাইয়া ভূমানন্দ উপভোগ করিতেছেন, তাঁহার সকল কামনার পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

আমরা বাহ্য বস্তু-সকল প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, এই পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় প্রাপ্ত হইয়াছি এবং বাহ্য বস্তুতে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এই পাঁচটি গুণ বিদ্যমান থাকাতে তাহা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়াছে। ঈশ্বর আত্মা পদার্থ, তাঁহাতে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস বা স্পর্শ গুণ নাই; অতএব তিনি ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ-জনিত প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন, তাঁহাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না। আমরা অন্যের আত্মাকেও প্রত্যক্ষ করিতে পারি না; কেবল তাঁহাদের শরীরকে সন্দর্শন করি। ঈশ্বরের শরীরও নাই; তিনি সমুদায় শরীরের নির্ম্মাতা। অতএব আমরা কোন রূপেই তাঁহাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন করিতে পারি না। তিনি কখন কাহার ইন্দ্রিয়-গোচরে উপস্থিত হন নাই। দুর্ব্বল লোকে তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহাদিগের ইহা অবগত হওয়া উচিত যে, এক সময় শরীরের সহিত সমুদায় ইন্দ্রিয় চির কালের জন্য বিগলিত হইয়া যাইবে; কিন্তু চিরজীবী আত্মার পক্ষে অমৃতস্বরূপ ঈশ্বরকে সন্দর্শন করা চিরকালই আবশ্যক থাকিবে।

ঈশ্বর মানস-প্রত্যক্ষেরও বিষয় নহেন। আমি অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা কেবল আপনাকেই প্রত্যক্ষ করিতে পারি। ঈশ্বরের কথা দূরে থাকুক, অন্যের পরিমিত আত্মাকেও তদ্দ্বারা দর্শন করিতে পারি না। আত্মাতে যাহা আছে ও আত্মাতে যাহা ঘটিতেছে, অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা কেবল তাহাই জ্ঞাত হওয়া যায়। এই অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা আমি আমার জ্ঞান ও ভ্রান্তি, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এবং সুখ ও দুঃখ, সমুদায় আত্ম-বৃত্তান্ত অবগত হইতেছি। ঈশ্বর আমার আত্মা নহেন—তিনি জীবাত্মা নহেন; প্রত্যুত তিনি তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন—এই জন্য আমরা অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা স্বীয় স্বীয় আত্মার ভাব-সকল যে রূপ দর্শন করি, তাঁহার স্বরূপ ভাব সে রূপ দর্শন করিতে পারি না।

তিনি কল্পনারও বিষয় নহেন। পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা অনুভূত হইয়াছিল, কল্পনা কেবল তাহা লইয়াই ক্রীড়া করিতে পারে। অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বর তাহার ক্রীড়নক নহেন। আমরা মনুষ্যের শরীরকে কল্পনা-ক্ষেত্রে আনয়ন করিয়া ধ্যান করিতে পারি; আমরা কল্পনা দ্বারা মনুষ্য-শরীরে পশুর মস্তক অথবা পশু-শরীরে মনুষ্যের মস্তক সংযোজিত করিয়া ধ্যান করিতে পারি; আমরা কল্পনা দ্বারা একটি শরীরকে অর্দ্ধেক পুরুষাকৃতি ও অর্দ্ধেক স্ত্রীরূপী বলিয়া ধ্যান

করিতে পারি; আমরা কল্পনা দ্বারা একটি মুখের উপর দুই চক্ষুর সহিত আর একটি চক্ষু সংযুক্ত করিয়া ধ্যান করিতে পারি; আমরা কল্পনা দ্বারা একমাত্র শরীরে দুই হস্তের সহিত আর দুইটি হস্ত যোগ করিয়া ধ্যান করিতে পারি; যাহা খণ্ড খণ্ড দেখিতেছি, কল্পনা দ্বারা তাহা অখণ্ড করিয়া এবং যাহা অখণ্ড রূপে দেখিতেছি, তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া চিন্তা করিতে পারি; এবং চিত্র-পটে চিত্রিত বা মৃৎপ্রস্তরে গঠিত যে সকল মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়াছি, তাহার অবিকল প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা দ্বারা মনে মনে নির্ম্মাণ করিতে পারি। ফলত কল্পনা-বলে পূর্ব্ব-দৃষ্ট পদার্থ-সমূহের সংযোগ বিয়োগ দ্বারা মনোমধ্যে নানাবিধ অদ্ভুত পদার্থ আবির্ভূত ও তিরোভূত করা যাইতে পারে; কিন্তু অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে কখন কল্পনায় দর্শন করা যায় না।

তবে ব্রহ্মদর্শন কি? কি প্রকারে সেই সৌন্দর্য্যময় পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আমাদের প্রেম-পিপাসা পরিতৃপ্ত হইবে? কি প্রকারে তাঁহার অমৃতময় সহবাস ভোগ করিয়া ধন্য ও কৃতপুণ্য হইব! কি প্রকারে তাঁহার আনন্দজনন প্রসন্নবদন দর্শন করিয়া ধর্ম্মবল উপার্জ্জন করিব? কি প্রকারে জীবনের উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হইবে?

ঈশ্বর তাঁহার সমুদায় কার্য্যে দীপ্যমান হইয়া আছেন; চক্ষু উন্মীলন কর, দেখিতে পাইবে। সমুদায় সৃষ্টি, সমুদায় ঘটনা, সেই অতীন্দ্রিয় পুরুষের পরিচয় প্রদান করিতেছে—উচ্চৈঃ স্বরে পরিচয় প্রদান করিতেছে; কর্ণপাত কর এবং আপনার হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা কি বলিতেছে, বুঝিতে পারিবে। তিনি অগ্নিতে, তিনি জলেতে, তিনি ওষধি ও বনস্পতিতে বিরাজ করিতেছেন; তিনি সমুদায় বিশ্ব সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। নদ নদী সাগর, গিরি গুহা কানন, সমস্ত ভূলোক ও আকাশের অগণ্য জ্যোতির্ম্মণ্ডল, নিরন্তর তাঁহার মহিমা গান করিতেছে। অন্তরে তিনি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তাঁহার জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা, সমস্ত জগতেই দীপ্যমান আছে; কিন্তু আত্মাতেই তাঁহাকে পুরুষরূপে উপলব্ধি করা যায়। আপনার স্বাধীনতাতে তাঁহার মুক্ত ভাব, আপনার প্রীতিতে তাঁহার পূর্ণ প্রেম, আপনার জ্ঞানে তাঁহার অনন্ত জ্ঞান, আপনার আত্মাতে তাঁহার পুরুষত্ব যেমন বুঝিতে পারা যায়, এমন আর কিছুতেই নহে। তিনি নির্ব্বিশেষ—তাঁহাতে জড়ের ন্যায় বহিরিন্দ্রিয়-গোচর কোন গুণ বা মনের ন্যায় অন্তরিন্দ্রিয়-গোচর কোন অবস্থা নাই বটে; কিন্তু তিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনি সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছেন, এবং আপনার কার্য্য দ্বারা সর্ব্বত্রই আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। যিনি তাঁহাকে দেখিতে চান, তিনি তাঁহাকে সর্ব্বত্রই দেখিতে পান।

আত্মা যখন নিঃসংশয়ে পরমাত্মার সত্তা—তাঁহার অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত মঙ্গল-স্বরূপ উপলব্ধি করে, তখন তাহার এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয়। স্নেহ-পূর্ণ পিতা-মাতা বহু দিন পরে চির-প্রোষিত কুলপাবন পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া যে রূপ আনন্দ অনুভব করেন; পতিব্রতা সতী সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইয়া যে রূপ অন্তঃস্ফুরিত পবিত্র সুখে নিমগ্ন হন; তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি বহুবিধ আলোচনার পর স্বীয় অভিপ্রেত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলে যে রূপ আন্তরিক তৃপ্তিরস ভোগ করেন; সমুদ্রের মধ্যস্থলে নিমগ্ন হইয়াও পুনর্ব্বার কূল প্রাপ্ত হইলে যে রূপ আহ্লাদের উদয় হয়; কল্পনা বলে তৎ সমুদায়ের এক প্রকার পরিমাণ স্থির করা

যাইতে পারে। কিন্তু জ্ঞান-গম্ভীর প্রেম-রসার্দ্র পরমাত্মাকে লাভ করিয়া সাধক যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহার তুলনা নাই। সেই আনন্দের নামই ব্রহ্মানন্দ। যখন জানিতে পারি—যখন দেখিতে পাই, আমার ঈশ্বর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন—আকাশ যেখানে প্রবেশ করিতে পারে না, তিনি সেখানেও বর্ত্তমান আছেন; তিনি পূর্ণ-জ্ঞান-স্বরূপ, তাঁহার জ্ঞানের সীমা নাই, তিনি সকল বস্তুকেই সামান্য-রূপে ও বিশেষ-রূপে জানিতেছেন, আমাকে দেখিতেছেন, তাঁহার জ্ঞান-চক্ষে অনন্ত কাল আমাদের বর্ত্তমানের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে; তাঁহার ইচ্ছা অপ্রতিহত, কিন্তু মঙ্গল ভাবে পরিপূর্ণ; পিতামাতার মনে যে নিঃস্বার্থ স্নেহ দেখিতে পাওয়া যায়, তিনিই তাহার প্রেরয়িতা এবং স্বয়ং সেই রূপ অনন্ত স্নেহের আকর; তিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, তিনি এমন পবিত্র যে, তাঁহাকে স্মরণ করিলে ঘোর পাপীও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র হয়; যখন দেখি, তাঁহারই মঙ্গল ভাবে সমুদায় বিশ্ব-সংসার সংরচিত হইয়া মনোহর সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে ও সমুদায় পদার্থ মধুময় ভাব বহন করিতেছে; যখন দেখি, জনসমাজ তাঁহারই দুর্লক্ষ্য প্রেরণার পরতন্ত্র হইয়া সংসারের কল্যাণ সাধনে ব্যস্ত সমস্ত রহিয়াছে; এবং জানিয়াই হউক বা না জানিয়াই হউক তাঁহারই মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতেছে; যখন দেখি, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া সাধুদিগকে পুরস্কার ও অসাধুদিগকে দণ্ড দান করিয়া আপনার ক্রোড়ে আকর্ষণ করিতেছেন; যখন এই রূপে তাঁহাকে ও তাঁহার মহিমাকে তাঁহারই প্রসাদে সন্দর্শন করি; তখন আর কোন কামনাই মনকে আকুলিত করিতে পারে না, তখন মনে হয় আমার আর কিছুরই অভাব নাই, কোন না তখন সেই পূর্ণ পুরুষ দ্বারা আত্মা পূর্ণ হয়।

তত্ত্ববিদ্যা।

কর্ম্মকাণ্ড।

উপক্রমণিকা :

সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায় যে, তত্ত্ব বিদ্যার আলোচনা কেবল এই জন্য উপকারী যে উহাতে আমাদের তর্ক শক্তি বিশেষ রূপে মার্জ্জিত ও পরিস্ফুট হয়; কিন্তু, উহাতে যে আমাদের জীবনের প্রতি কোন ফল দর্শে, ইহা কেহই স্বীকার করেন না। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, যাঁহারা তর্ক শিক্ষা করিতে অভিলাষী হন, তাঁহারা ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করুন—তাহা হইলেই তাঁহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে; কিন্তু তত্ত্ব বিদ্যা তাঁহাদের সে পথে কিছুই সাহায্য দিতে পারিবে না, বরং নানা রূপ বাধা আনিয়া ফেলিবে। তত্ত্ব বিদ্যার প্রণালী এই যে, ঈশ্বর প্রসাদাৎ আমরা যাহা জানি, তাহার প্রতি যেন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি, এবং আমাদের যাহা বিশ্বাস, তদনুযায়ী যেন কার্য্য করি। পরন্তু তর্ক শিক্ষার প্রণালী এই যে, মূল তত্ত্ব বিষয়ে আমরা যাহা কিছু জানি তাহাতে যেন সংশয় করি,—সংশয় অবলম্বন করিয়া কোন কার্য্য হইতে পারে না, সুতরাং আমাদের কার্য্য এস্থলে হালি-ছাড়া তরীর ন্যায় অতীব অনিয়মে চলিতে থাকে। অতএব তত্ত্ব বিদ্যা এবং তর্কশাস্ত্র দুইকে এক ভাবে দৃষ্টি করা অতীব ভ্রম, তাহার আর সন্দেহ নাই। উদাহরণ :—তত্ত্ব বিদ্যা বলেন, "আমি আছি" ইহা আমরা তর্ক ব্যতিরেকে ঈশ্বর প্রসাদাৎ জানিতেছি, এসো তাহাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি, অতঃপর এসো আমরা সেই